## মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন ওপর মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক সার-সংক্ষেপ

**মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়:**

| ক্রঃ নং | মন্ত্রণালয়ের নাম | মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা | সমাপ্ত প্রকল্পের ধরণ | | | মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনায় | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা | কারিগরি প্রকল্পের সংখ্যা | জেডিসিএফ ভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা | সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা | সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা | সময় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন - সর্বোচ্চ | ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা | ব্যয় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন - সর্বোচ্চ |
| ১। | মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় | ০৫টি | ০৪টি | ০১টি | ০০টি | ০২টি | ০৩টি | ৬১.৫৪% | ০২টি | ৪৩.০৮% |

১। **সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা: ০৫টি**

২। **সমাপ্তকৃত প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয় ও মেয়াদকাল:**

| ক্র: নং | প্রকল্পের নাম | প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) | প্রকৃত বাস্তবায়নকাল |
|---|---|---|---|
| ১. | "বৃহত্তর যশোর জেলায় মৎস্য চাষ উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)" প্রাক্কলিত ব্যয়: | ৩৯১৬.৪৪ | জুন-১৬ হতে ডিসেম্বর-১৯ |
| ২. | "ব্রুড ব্যাংক স্থাপন (৩য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)" | ৬২২৫.৫৮ | সেপ্টেম্বর-১৪ হতে ডিসেম্বর-১৯ |
| ৩. | "এনহ্যান্সড কোস্টাল ফিশারিজ (ইকোফিশ)" | ১০৫২২.৩০ | জানু-১৪ হতে ডিসেম্বর-১৯ |
| ৪. | ব্রীড আপগ্রেডেশন থ্রু পুজেনী টেষ্ট (৩য় পর্যায়) প্রকল্প | ৪৪১৩.০০ | জুলাই-১৪ হতে জুন-১২০ |
| ৫. | দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন (২য় সংশোধিত) | ৭৯৭০.০০ | এপ্রিল-১৫ হতে জুন-২০ |

৩। **সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ:**

| ক্র. নং | প্রকল্পের নাম | মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ |
|---|---|---|
| ১. | "বৃহত্তর যশোর জেলায় মৎস্য চাষ উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)" | প্রযোজ্য নয়। |
| ২. | "ব্রুড ব্যাংক স্থাপন (৩য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)" | প্রযোজ্য নয়। |
| ৩. | "এনহ্যান্সড কোস্টাল ফিশারিজ (ইকোফিশ)" | কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন সংক্রান্ত আলোচনার শুরুতে প্রকল্প পরিচালক চলতি ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে কর্মপরিকল্পনা বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করেন। তিনি প্রকল্পের সিএসজি বা নারীদের সঞ্চয় কার্যখ্রমটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সফল বলে উল্লেখ করেন। বিগত বছরে ইকোফিশ-বাংলাদেশ প্রকল্পের অর্থায়ন সংক্রান্ত কিছু জটিলতার কারণে প্রায় ৬ মাস প্রকল্পের কার্যক্রমে ধীর গতি ছিল বিধায় প্রকল্পের অনুমোদিত অর্থের মধ্যেই ০৬ (ছয়) মাস মেয়াদ বৃদ্ধি প্রয়োজন মর্মে উল্লেখ করেন। এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের যুগ্মপ্রধান ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ ০৬ (ছয়) মাস বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইআরডি এর |

| | | |
|---|---|---|
| | | অনুমোদন গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পদ্ধতি অনুসরণ করে প্রস্তাব প্রেরণের এবং চলতি ২০১৮-১৯ অর্থবছরের কার্যখ্রম পরিচালনার জন্য খাতওয়ারী মাসভিত্তিক কর্শপরিকল্পনা প্রণয়ন করে কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নের পরামর্শ প্রদান করেন। |
| ৪. | ব্রীড আপগ্রেডেশন থ্রু প্রজেনী টেষ্ট (৩য় পর্যায়) প্রকল্প | ক) ব্রীড আপগ্রেডেশন থ্রু প্রজেনী টেষ্ট (৩য় পর্যায়) প্রকল্পটি ৩০ জুন/২০১৯ ই সমাপ্ত হবে। প্রকল্পের আওতায় ০৬টি বুল সেড নির্মাণ, ৯৮টি ক্যান্ডিডেট বুল নির্বাচন ও ৭,১৩,৮৪৪টি যন্ত্রপাতি ক্রয়ের বাস্তব কার্যখ্রম শেষ হয়েছে। ৩০ জুন/২০১৯ ই এর মধ্যে ১০০টি ক্যান্ডিডেট বুন নির্বাচনের কাজ সমাপ্ত হবে। ডিপিপিতে ১,১২,২৪,৪৪৪ টি যন্ত্রপাতি ক্রয়ের লক্ষ্য মাত্রা থাকলেও ৩৮,৭৫,০০০ টি সিমেন স্ট্র এবং ২,১১,১০১ টি হ্যান্ড-গ্লোভস এর প্রয়োজনীয়তা না থাকায়, গত ১৫/০১/২০১৮ ই তারিখে অনুষ্ঠিতব্য স্টিয়ারিং কমিটির সভায় ক্রয় না করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় (কপি সংযুক্ত-৩)। তাই যন্ত্রপাতি ক্রয় খাতে ১৯৯.৭৭ লক্ষ টাকা অব্যায়িত রয়েছে। এছাড়া গো-খাদ্য খাতে ১৮০.৬৩ লক্ষ ও তরল নাইট্রোজেন ক্রয় খাতে ১১৮.০০ লক্ষ টাকা অব্যয়িত রয়েছে। প্রকল্পের ২য় পর্যায়ে নির্বাচিত ক্যান্ডিডেট বুল থেকে যাবতীয় তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষেণ শেষে প্রকল্পের ৩য় পর্যায়ে গত ২৪/০১/২০১৮ ইং তারিখে ০৮টি বুলকে প্রুভেন ঘোষনা করা হয়। প্রকল্পের ৩য় পর্যায়ে নির্বাচিত ক্যান্ডিডেট বুল গুলোর উৎপাদিত কন্যা প্রজেনীর তথ্য ও উপাত্ত মাঠপর্যায় হতে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ কার্যখ্রম অব্যাহত আছে প্রকল্পটি সম্পূর্ণভাবে একটি সায়েন্টিফিক প্রকল্প বিধায় এর মূল উদ্দেশ্য, প্রুভেন বুল তৈরীর কার্যক্রমটি ধারাবাহিক এবং নিরবিচ্ছিন্ন থাকা জরুরী। কিন্তু প্রকল্পটি জুন/২০১৯ ই সালে শেষ হলে প্রকল্পের কার্যক্রম স্থবির হয়ে যাবে এবং প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য অর্জন বিঘ্নিত হবে।<br>খ) গত ২৭/১১/২০১৮ ইং তারিখে অনুষ্ঠিতব্য স্টিয়ারিং কমিটির সভায় পকল্পটির মেয়াদ ১ বছর অর্থ্যাৎ জুন/২০২০ ইং পর্যন্ত বৃদ্ধিসহ ১ম সংশোধন এবং প্রকল্পের সকল কার্যক্রম প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের প্রস্তাবিত “কেন্দ্রীয় গো-প্রজনন ও দুগ্ধ খামার আধুনিকায়নের মাধ্যমে জাতীয় গো-প্রজননন কেন্দ্র-এ উন্নতিকরণ” শীর্ষক প্রকল্পের অন্তর্ভূক্ত করে কার্যক্রম চলমান রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। |
| ৫. | দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন (২য় সংশোধিত) | বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ অফিস যশোর থেকে খুলনায় স্থানান্তরের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও ভবন নির্মাণের জন্য জমি প্রাপ্তিতে পদ্ধতিগত কারণে যথেষ্ট সময় ক্ষেপন হয়। অত:পর ১ম দফায় নির্শাণাধীন ০৬ তলা ভিত বিশিস্ট খুলনা বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ ভবনের ০৩ তলা পর্যন্ত ভবন নির্শানের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। মাটি পরীক্ষঅন্তে জানা যায় ,েড ১৪৫ ফিট প্রিকাষ্ট পাইলিং এর প্রয়োজন। এক্ষেত্রে ব্যয় বৃদ্ধিসহ প্রিকাষ্ট পাইলিং এর জন্য অতিরিক্ত সময় ক্ষেপন হয়। পরবর্তীতে ভবনটি ০৬ তলা পর্যন্ত নির্মাণের সিদ্ধান্ত ৩০ জুন ২০১৯ খ্রি: পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত হয়। বর্তশানে ০৩ টি ছাদ নির্শাণ সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট কাজগুলির মদ্যে বাকী ০৩টি ছাদ নির্মাণ, প্রতি ফ্লোরে ক্ষ নির্মাণ. দরজা জানালা ষিষ্ঠ জেনারেটর সংযোজন. গেট, বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ, কনফারেন্স হলের ডেকোরেশন ইত্যাদি কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন পূর্বক কাজের গুণগতমান ঠিক রেখে ঠিকাদারের নিকট থেকে ভবন বুঝে নেয়ার জন্য ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে সময় বৃদ্ধির প্রয়োজন। |

## ৪। সমাপ্তকৃত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশ:

| ক্র:নং | সমস্যাসমূহ | সুপারিশসমূহ |
|---|---|---|
| ১. | ১.১ "বৃহত্তর যশোর জেলায় মৎস্য চাষ উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বৃহত্তর যশোরের ০৪টি জেলার ২১টি উপজেলায় এ প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়। উক্ত উপজেলাগুলোতে মৎস্য সম্পদের সম্প্রসারণ, মৎস্যচাষিদের প্রশিক্ষণ, পোনা বিতরণ, কার্প জাতীয় মাছের প্রদর্শনী< প্রযুক্ত হস্তান্তর, অব্যবহৃত পুকুর, অভয়াশ্রম, বাঁওড় খনন করে মাছছাস উপযোগী করা, অভয়াশ্রমে বিলুপ্ত মাছের চাষ বৃদ্ধি ও গরীব জনগণের কর্মসংস্থান সৃস্টিসহ আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করাই প্রকল্পের কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য। তাই ০৪টি জেলার সকল উপজেলায় বাঁওড় সংস্কার করে মাছ চাষ, একটি পোপনা বিক্রয় কেন্দ্র নির্মাণ, ০৪টি মৎস্য আহরণোত্তর পরিচর্যা কেন্দ্র নির্মাণ, খনন, মৎস্যচাষিদের প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শনী খামারের জন্য বিভিন্ন উপকরণ বিতরণ করা হয়। ফরে প্রতি বছর প্রায় ২৯৪.০০ মে.টন অতিরিক্ত মাছ উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে।<br>১.২ প্রকল্পের নির্মিত একটি মৎস্য পোনা বিক্রয় কেন্দ্র স্থানীয় জেলা মৎস্য দপ্তরের অধীনে হস্তান্তর করা হয়। কিন্তু কেন্দ্রটি পরিচালনার জন্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় থেকে পরিচালনা নির্দেশিকা অনুমোদনে বিলম্ব হওয়ায় পোনা বিক্রয় কেন্দ্রটি এখনো চালু করা হয়নি। ফলে সুবিধাভোগীগণ প্রকল্পের সুফল পেতে বিলম্ব হচ্ছে।<br>১.৩ প্রকল্পের আওতায় সংগ্রহকৃত কম্পিউটার, ফটোকপিয়ার, হ্যাচারি যন্ত্রপাতি, অফিস যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্রের গায়ে প্রকল্পের নামকরণ করা নেই। ফলে এ প্রকল্পের সংগৃহীত মালামাল/উপকরণের সাথে অন্য প্রকল্প বা রাজস্ব খাতে ক্রয়কৃত মালামালের পার্থক্য করা সম্ভব হচ্ছে না।<br>১.৪ প্রকল্পের অডিট সম্পন্নের জন্য প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর হতে কয়েকবার পত্র প্রেরণ করা হয়। কিন্তু প্রকল্পের শুরু হতে শেষ পর্যন্ত মাত্র একবার এক অর্থবছরের (২০১৮-২০১৯) অডিট সম্পন্ন করা হয়। অন্যান্য অর্থ বছরের অডিট সম্পন্ন করা হয়নি। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের অডিটে মাটি ভরাট, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ক্রয়, বাঁওড় পুন:খননে অতিরিক্ত বিল পরিশোধ, বাঁোড়/জলাশয়ে পোনা মাছ অবমুক্তির স্বপক্ষে স্থানীয় প্রতিনিধির প্রত্যয়ন না থাকার মোট ২১.৬৮ লক্ষ টাকার অনিয়ম তোলা হয়। যা দ্রুত নিষ্পত্তি করা প্রয়োজন। | ১.১ প্রকল্পের নির্মিত একটি মৎস্য পোনা বিক্রয় কেন্দ্র চালুকরণের জন্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক দ্রুত পরিচালনা নির্দেশিকা অনুমোদনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করবে;<br>১.২ সরকারের অর্থে ক্রয়কৃত মালামাল সহজে সনাক্তকরণের লক্ষ্যে এ প্রকল্পের সংগৃহীত মালামালের গায়ে অমোচনীয় কাফি দিয়ে প্রকল্পের নামকরণ করতে হবে;<br>১.৩ প্রকল্পের অবশিষ্ট অডিট দ্রুত সম্পন্নের ব্যভস্থা গ্রহণ করতে হব এবং অডিট আপত্তিগুলো নিস্পন্ন করে তার প্রতিবেদন সার-সংক্ষেপ আকারে (প্রয়োজনে ছায়ালিপি) আইএমইডি'তে প্রেরণ করতে হবে;<br>১.৪ নির্মিত স্থাপনাগুলোর যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মৎস্যচাষি/সুবিধাভোগীগণ প্রকল্পের প্রযুক্তি যথাযথ ব্যবহার করছে কিনা এ বিষয়ে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের মৎস্য দপ্তর পযবেক্ষণ করবে; |
| ২. | ২.১ "ব্রুড ব্যাংক স্থাপন (৩য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের রাজশাহী জেলার পুঠিয়া মৎস্য বীজ উৎপাদন খামারে প্রকল্প থেকে সরবরাহকৃত মাছের খাদ্য তৈরির মেশিন এবং ২টি এ্যারেটর নষ্ট হয়ে গেছে। ফলে মাছের খাদ্য উৎপাদন করা যাচ্ছে না। এ্যারেটর নষ্ট থাকায় পুকুরে মাছ অক্সিজেনের অভাবজনিত ঝুঁকিতে রয়েছে।<br>২.২ নাটোর জেলার বড়াইগ্রাম উপজেলার কারবালা মৎস্য বীজ উৎপাদন খামারে প্রকল্পের অর্থে এপ্রোচ রোড নির্মাণ করা হয়েছে। এপ্রোচ রোডের কয়েকটি স্থানে রাস্তা ভেঙ্গে গেছে এবং মাঝে মাঝে গর্তের সৃষ্টি হয়েছে।<br>২.৩ প্রকল্পের ক্রয়কৃত ০৩টি পিকআপ প্রকল্প সমাপ্তির পর প্রকল্প | ২.১ রাজশাহী জেলার পুঠিয়া মৎস্য বীজ উৎপাদন খামারের এ্যারেটর ও মাছের খাদ্য তৈরির মেশিন দ্রুত মেরামত করার জন্য মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;<br>২.২ নাটোর জেলার বড়াইগ্রাম উপজেলার কারবালা মৎস্য বীজ উৎপাদন খামারের এপ্রোচ রোড মেরামত করতে হবে;<br>২.৩ প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত ০৩টি পিকআপ সরকারি পরিবহন পুলে জমার দেয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;<br>২.৪ সরকারে অর্থে ক্রয়খৃত মালামাল সহজে |

| ক্র:নং | সমস্যাসমূহ | সুপারিশসমূহ |
|---|---|---|
| | পরিচালক কর্তৃক মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক-এর কার্যালয়ে হস্তান্তর করা হয়। উন্নয়ন প্রকল্পের পরিপত্রে প্রকল্পের সংগৃহীত যানবাহন সকারি পরিবহন পুলে জমা দেয়ার বিধান রয়েছে। পিকআপগুলো এখানো সরকারি পরিবহন পুলে জমা দেয়া হয়নি। গাড়িগুলো বর্তশানে কোথায় ব্যবহার হচ্ছে তা পিসিআর উল্লেখ করা হয়নি।<br>২.৪ প্রকল্পের আওতায় সংগ্রহকৃত উপকরণ এবং মৎস্যবীজ উৎপাদন কেন্দ্রগুলোতে সরবরাহকৃত মালামালগুলোতে সংক্ষেপে প্রকল্পের নামকরণ করা হয়নি। ফলে এ প্রকল্পের সংগৃহীত মালামাল/উপকরণের সাথে অন্যান্য প্রকল্প বা রাজস্ব খাতে ক্রয়কতৃ মালামাল সনাক্ত করা হচ্ছে না।<br>২.৫ পিসিআর অনুযায়ী প্রকল্পের ২০১৬-১৭ ও ২০১৭-১৮ অর্থবছরের প্রায় ১০.৭৭ লক্ষ টাকার অডিট আপত্তি ছিল। সেগুলো নিষ্পত্তি করা হয়েছে মর্মে প্রকল্প পরিচালক জানান। তাছাড়া ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ (ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত) অর্থবছরের অডিট সম্পন্ন করা হয়নি। অসমাপ্ত অডিট দ্রুত সম্পন্ন করা প্রয়োজন। | সনাক্তকরণের লক্ষ্যে এ প্রকল্পের সংগৃহীত মালামালের গায়ে অমোচনীয় কালি দিয়ে প্রকল্পের নামকরণ করতে হবে;<br>২.৫ প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত আসবাবপত্র, অফিস যন্ত্রপাতি, মৎস্যবীজ উৎপাদন খামারে সরবরাহকৃত উপকরণগুলো রাজস্ব খাত হতে রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রযুক্ত/প্রদর্শনী ও স্থাপনাগুলো টেকসাই করার নিমিত্ত মৎস্য অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;<br>২.৬ ২৭টি সরকারি মৎস্যবীজ উৎপাদন খামারে প্রকল্পের মা মাছগুলো যথাযথ সংরক্ষণ করে উৎপাদিত পোনা বিতরণের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি জন্য মৎস্য অধিদপ্তরকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;<br>২.৭ প্রকল্পের ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ (ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত) অর্থবছরের অডিট দ্রুত সম্পন্নের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং তার প্রতিবেদন সার-সংক্ষেপ আকারে (প্রয়োজনে ছায়ালিপি) আইএমইডি'তে প্রেরণ করতে হবে। |
| ৩. | ৩.১ "এনহ্যান্সড কোস্টাল ফিশারিজ (ইকোফিশ)" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় প্রকল্পের প্রকল্পটি জুন ২০১৪ তে শুরু হয়ে কোন প্রকার সংশোধন ব্যতীত মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখে সমাপ্ত করা হয়। প্রকল্পের প্রতিটি অঙ্গের প্রাক্কলিত ব্যয় এবং প্রকৃত ব্যয় একই অংকের । প্রকল্প পরিচালক জানান, প্রকল্পের অর্থ দাতা সংস্থা সরাসরি ওয়ার্ল্ডফিশ কর্তৃপক্ষের বরাবরে প্রেরণ করতো। এনজিও সংস্থা ওয়ার্ল্ডফিশ একক সিদ্ধান্তে প্রকল্পের প্রতিটি অঙ্গের অর্থ ব্যয় ও ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছে। এত মৎস্য অধিদপ্তরের কোন সংশ্লিষ্টতা ছিল না।<br><br>৩.২ প্রকল্পের টিএপিপি'তে ৬৬টি মোটরসাইকেল ক্রয় বাবদ ১১৫.৫০ লক্ষ টাকা সংস্থান ছিল। প্রকল্প সমাপ্তি পর্যন্ত ৩৫টি মোটরসাইকেল ক্রয় বাবদ পুরো অর্থই ব্যয় প্রদর্শন করা হয়েছে। ক্রয়কৃত ৩৫টি মোটরসাইকেলের মধ্যে ০৩টি মোটরসাইকেল চুরি হয়ে গেছে। ১টি পটুয়াখালী জেলায় ও ২টি চাঁদপুর জেলায়। মোটরসাইকেল চুরির বিষয়ে থানায় জিডি করা হয়েছে মর্মে ওয়ার্ল্ডফিশের প্রতিনিধি জানান।<br>৩.৩ এ প্রকল্পের ক্রয়কৃত ল্যাব যন্ত্রপাতি, কম্পিউটার , টুলবক্স, প্রজেক্টর, মোটরসাইকেলগুলো (কিছু মোটরসাইকেল উপজেলা মৎস্য অফিস ব্যবহার করছে) ওয়ার্ল্ডফিশ কর্তৃপক্সের নিকট রয়েছে। যন্ত্রপাতিগুলো মৎস্য অধিদপ্তরকে হস্তান্তর হয়নি।<br>৩.৪ এডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পের দাতা সংস্থার অর্থ ব্যয়ের অডিট 'বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর (ফাপাদ)' কর্তৃক সম্পন্ন করা হয়। প্রকল্প পরিচালক ও ওয়ার্ল্ডফিশ প্রতিনিধি জানান, প্রকল্পের শুরু থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত কোন অডিট সম্পন্ন করা হয়নি। | ৩.১ আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় এবং প্রতিটি অংগের পুরো অর্থ হুবহু ব্যয়ের বিষয়ে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক যাচাই করবে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;<br>৩.২ প্রকল্পের টিএপিপি সংস্থান অনুযায়ী ৬৬টি মোটরসাইকেলের অর্তে মাত্র ৩৫টি ক্রয় করা হয়। ০৩টি মোটরসাইকেল চুরি হয়ে গেছে। মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক এ বিষয়টি খতিয়ে দেখে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়হ আইএমইডিকে অবহিত করবে;<br>৩.৩ প্রকল্পের ক্রয়কৃত ল্যাব যন্ত্রপাতি, কম্পিউটার, টুলবক্স, প্রজেক্টর, মোটরসাইকেল ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি কোথায়, কি অবস্থায় রয়েছে, মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক তার ইনভেন্টরি ওয়ার্ল্ডফিশের নিকট থেকে সংগ্রত করবে;<br>৩.৪ মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের বাস্তবায়নে ওয়ার্ল্ডফিশ এককভাবে সম্পৃক্ত না থেকে ০৩টি এনজিও'কে সাব-কন্ট্রাক্ট দিয়ে কার্যখ্রম সম্পন্ন করার যৌক্তিকতার বিষয়ে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক যাচাইপূর্বক আইএমইডিকে অবহিত করবে;<br>৩.৫ দাতা সংস্থার অর্থে বাস্তবায়িত এডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পের অডিট "ফাপাদ' কর্তৃক সম্পন্ন করা হয়নি। প্রকল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সময়ের অডিট সম্পন্ন করে তা আইএমইডি ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে; এবং<br>৩.৬ ভবিষ্যতে এ ধরনের প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে |

| ক্র:নং | সমস্যাসমূহ | সুপারিশসমূহ |
|---|---|---|
| | | বাস্তবায়নকারী সংস্থার আর্থিক সংশ্লিষ্টতা, প্রশাসনিক বাধ্যবাধকতা ও জবাবদিহিতার বিষয়টি গুরুত্ব দিতে হবে। প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দাতা সংস্থার অর্থ সরাসরি বেসরকারি কোন এনজিও'র মাধ্যমে ব্যয় না করে বাস্তবায়নকারী সরকারি সংস্থার অধীনে নিয়ন্ত্রণ রাখা সমীচীন হবে। এতে দায়-দায়িত্ব ও জবাবদিহিতা নিরূপণ করা সম্ভব হবে; |
| ৪. | ৪.১ "ব্রীড আপগ্রেডেশন থ্রু প্রুজেনী টেষ্ট (৩য় পর্যায়) প্রকল্প" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল সুপিরিয়র প্রুভেন বুল উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা। প্রকল্পটি জুলাই ২০১৪ থেকে শুরু হলে সর্বনিম্ন ১৮ লিটার প্রাপ্ত গাভীর বুল বাছুর সংগ্রহ করা হয়। এসব উচ্চ জেনেটিক মান সম্পন্ন বুল হতে সিমেন সংগ্রহ করে পরবর্তীতে সর্বনিম্ন ১৮ লিটার প্রাপ্ত গাভীকে সংকরায়ন করা হয়। সংকরায়িত উক্ত গাভী থেকে উৎপাদিত বকনা বাছুর পরবতীতে পুনরায় বয়োপ্রাপ্ত হবার পর তার থেকে কি পরিমাণ দুধ পাওয়া যায় তা পরীক্ষা করা হয়। যেসব বকনা বাছুর থেকে তার মায়ের তুলনায় বেশি পরিমাণ দুধ পাওয়া যায় সেগুলোকে পরীক্ষিত হিসেবে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। কিন্তু সুপিরিয়র প্রুভেন বুলের সিমেন হতে উৎপাদিত বকনা বাছুরগুলোর তথ্যাবলি যথাযথ ফলো আপ করা সম্ভব হয়নি।<br>৪.২ প্রকল্পের নির্মাণ কাজ, সংগৃহীত যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র, বিভিন্ন উপকরণ, সিমেন ক্যান, যানবাহন, অফিস যন্ত্রপাতি ইত্যাদিতে সংক্ষেপে প্রকল্পের নামকরণ করা হয়নি। ফলে এ প্রকল্পের সংগৃহীত মালামাল/উপকরণের সাথে অন্য প্রকল্প বা রাজস্ব খাতে ক্রয়কৃত মালামাল সনাক্ত করা হচ্ছে না;<br><br>৪.৩ প্রকল্পের দুটি কম্পোন্যান্টের কাজ যেমন- সাভার ডেইরিতে ডিপ টিউবওয়েল স্থাপন এবং পশুর কানের ট্যাগ প্রিন্টার ও এ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়নি। ডিপ টিউবওয়েল স্থাপন করা হলে ডেইরি ফার্মে বসবাসকারী জনবল ও গবাদি প্রাণির দৈনন্দিন বিশুদ্ধ খাবার পানি চাহিদা পূরণ সম্ভব ছিল। কানের ট্যাগ প্রিন্টার মেশিন ক্রয় করা হলে স্বল্প খরচে পশুর কানের ট্যাগ তৈরি করা সম্ভব হতো; এবং<br>৪.৪ ৬টি বুল সেডের পশুর খাদ্য ও পানি রাখার জন্য প্রতিটি গরুর জন্য ১টি মেনজার নির্মাণ করা হয়। একই মেনজারে খাবার ও পানি একত্রে রাখলে খাবার নষ্ট হয় এবং অধিকাংশ পশু ভেজা খাবার খেতে অভ্যস্থ নয়। আধুনিক প্রযুক্তি ভিত্তিক গবাদি পশুর সেডে শুকনো খাবার ও পানির আলাদা মেনজার রাখা সমীচীন। | ৪.১ প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য অনুযায়ী সুপিরিয়র প্রুভেন বুলের সিমেন হতে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে উৎপাদিত বকনা বাছুরগুলোর তথ্যাবলি যথাযথভাবে সংরক্ষণ ও সংগ্রহপূর্বক এসব বকনা বাছুর তার মায়ের বৈশিষ্ট্যের তুলনায় উন্নয়ন সাধিত হয়েছে কিনা তার ফলাফল প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে;<br><br>৪.২ প্রকল্পের সংগৃহীত ১টি পিকআপ প্রকল্প সমাপ্তির পর প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে হস্তান্তর করা হয়েছে। গাড়িটি বর্তমানে সাভার ডেইরি ফার্মে ব্যবহৃত হচ্ছে মর্মে প্রকল্প পরিচালক জানান। জরুরি ভিত্তিতে গাড়িটি সরকারি পরিবহন পুলে জমার দেয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;<br><br>৪.৩ প্রকল্পের অর্থে ক্রয়কৃত মালামাল সহজে সনাক্তকরণের লক্ষ্যে এ প্রকল্পের সংগৃহীত মালামালের গায়ে অমোচনীয় কালি দিয়ে প্রকল্পের নামকরণ করতে হবে;<br><br>৪.৪ সারাদেশে এ প্রকল্পের পরীক্ষিত বুল থেকে সংকরায়নের মাধ্যমে উৎপাদিত বাছুরের তথ্যাবলি ডাটাবেইজে নিয়মিত সংরক্ষণ করতে হবে;<br><br>৪.৫ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক ভবিষ্যতে নির্মিতব্য গবাদি পশুর সেডে শুকনো খাবার ও পানি রাখার আলাদা মেনজার স্থাপন করতে হবে; এবং<br><br>৪.৬ ২০১৪-২০১৮ সময়ে কী অডিট নিষ্পন্ন করা হয়েছে, ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে উত্থাপিত প্রায় একুশ লক্ষ টাকার আপত্তি নিষ্পত্তির অগ্রগতি, ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের অডিট কার্যক্রমের অগ্রগতি ইত্যাদি তথ্য প্রমাণকসহ আইএমইডি'তে প্রেরণ করতে হবে। |
| ৩. | ৩.১। প্রকল্পের ডিপিপির ডিজাইনে ২০তলা আবাসিক শহীদ শেখ রাসেল টাওয়ার ভবনে "পিচ রোফ এট টপ" করার সংস্থান থাকলেও এর পরিবর্তে কেন সোলার প্যানেল করা হয়েছে সে বিষয়ে কোন যৌক্তিক ব্যাখ্যা পিসিআর -এ প্রদান করা হয় নি। | ৩.১। প্রকল্পের ডিপিপির ডিজাইনে ২০তলা আবাসিক শহীদ শেখ রাসেল টাওয়ার ভবনে "পিচ রোফ এট টপ" করার সংস্থান থাকলেও এর পরিবর্তে কেন সোলার প্যানেল করা হয়েছে সে বিষয়ে কোন |

| ক্র:নং | সমস্যাসমূহ | সুপারিশসমূহ |
|---|---|---|
| | ৩.২। ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠান না করে প্রকল্পের ফিজিক্যাল কনটিনজেন্সি ও প্রাইজ কনটিনজেন্সি খাতের ৮৬.৯৩ লক্ষ টাকা ব্যয় করা আইনসিদ্ধ ও বৈধ্য হয় নি। এ বিষয়টি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় / বিভাগকে খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।<br><br>৩.৩। প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায় প্রকল্পে কিছু ক্ষেত্রে এক খাতের অর্থ অনুমোদন ছাড়া অন্য খাতে খরচ করা হয়েছে। | যৌক্তিক ব্যাখ্যা পিসিআর -এ প্রদান করা হয় নি। এ বিষয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষের বাস্তবায়নকালীন অনুমোদন গ্রহণ ব্যতিরেকে ডিজাইন পর্যায়ে পিচ রোফ/ ঢালু ছাদ টপফ্লোরে রাখা হয় নি। ভবিষ্যতে প্রকল্প বাস্তবায়নে ডিপিপি এর ডিজাইন ও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়নে যত্নবান হতে হবে;<br>৩.২। ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠান না করে প্রকল্পের ফিজিক্যাল কনটিনজেন্সি ও প্রাইজ কনটিনজেন্সি খাতের ৮৬.৯৩ লক্ষ টাকা ব্যয় করা আইনসিদ্ধ ও বৈধ্য হয় নি। এ বিষয়টি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় / বিভাগকে খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং তা আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে। ভবিষ্যতে ফিজিক্যাল কনটিনজেন্সি ও প্রাইজ কনটিনজেন্সি খাতের টাকা ব্যবহারে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নেওয়ার ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে আরো সচেতন হতে হবে;<br>৩.৩। প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায় প্রকল্পে কিছু ক্ষেত্রে এক খাতের অর্থ অনুমোদন ছাড়া অন্য খাতে খরচ করা হয়েছে। এ বিষয়টি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় / বিভাগকে খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে;<br>৩.৪। প্রকল্পের আওতায় নির্ধারিত আইটেমের (ভৌত কাজের) সংস্থানকৃত ব্যয় অপেক্ষা অধিক মূল্যে কার্যাদেশ প্রদানের ক্ষেত্রে (পিসিআর এ প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী) সর্বশেষ অনুমোদিত ডিপিপি এবং পিপিআর যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে কি না সে বিষয়টি মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক খতিয়ে দেখে আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে;<br>৩.৫। প্রকল্পের নির্ধারিত উদ্দেশ্য অর্জন এবং দীর্ঘমেয়াদে ইতিবাচক প্রভাব নিশ্চিত করার নিমিত্ত প্রকল্পের আওতায় সরবরাহকৃত আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি এবং নির্মিত ভৌত অবকাঠামোর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অতিশীঘ্র উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;<br>৩.৬। প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রপাতি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নির্ধারিত জনবলকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উপযুক্ত করে তোলার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে; এবং<br>৩.৭। নির্মিত শেখ রাসেল টাওয়ার এর অভ্যন্তরে নির্ধারিত স্থানে এখনো নাম ফলক লাগানো হয়নি। শেখ রাসেল টাওয়ার এর অভ্যন্তরে নির্ধারিত স্থানে দ্রুততম সময়ে নাম ফলক লাগাতে হবে। টাওয়ার |

| ক্র:নং | সমস্যাসমূহ | সুপারিশসমূহ |
|---|---|---|
| | | ভবনের বেসমেন্ট ও নিচের তলার যে সব বৈদ্যুতিক বাল্ব নষ্ট হয়েছে সেগুলো মেরামত করে আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে। |
| ৪. | ৪.১। সরেজমিনে পরিদর্শনে প্রকল্পে নির্মিত ফিস হ্যাচারি বিল্ডিং এ অনেক ক্রাকস এবং লাইব্রেরি ভবনের দেয়ালের (Wall) কিছু কিছু জায়গায় স্যাঁতসেঁতে (Damp) অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে।<br><br>৪.২। প্রকল্পে আওতায় ২য় ছাত্রী হল নির্মাণে চুক্তি মূল্যের চেয়ে অতিরিক্ত ৮৯,০০০.০০ টাকা ঠিকাদারকে প্রদান করা হয়েছে। এক্ষেত্রে পিপিআর যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে কি না সে বিষয়টি দেখতে হবে।<br>৪.৩। সরেজমিন পরিদর্শনে প্রফেসর/অফিসার কোয়াটারের এবং ভেটেরিনারি ক্লিনিক এর নিচতলার বারান্দাতে ফাটল দেখা গেছে। | ৪.১। সরেজমিনে পরিদর্শনে প্রকল্পে নির্মিত ফিস হ্যাচারি বিল্ডিং এ অনেক ক্রাকস এবং লাইব্রেরি ভবনের দেয়ালের (Wall) কিছু কিছু জায়গায় স্যাঁতসেঁতে (Damp) অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। ফিস হ্যাচারি বিল্ডিং এবং লাইব্রেরি ভবনসহ অন্যান্য ভবনের দেয়ালে (Wall) কেন ক্রাকস এবং স্যাঁতসেঁতে (Damp) হয়েছে তার কারণ সনাক্ত করে সেগুলোর প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;<br>৪.২। প্রকল্পে আওতায় ২য় ছাত্রী হল নির্মাণে চুক্তি মূল্যের চেয়ে অতিরিক্ত ৮৯,০০০.০০ টাকা ঠিকাদারকে প্রদান করা হয়েছে। এক্ষেত্রে পিপিআর যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে কি না সে বিষয়টি মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক খতিয়ে দেখে আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে;<br>৪.৩। প্রকল্পে নির্মিত ২য় ভেটেরিনারি অনুষদ ভবনের অভ্যন্তরের অপরিচ্ছন্ন করিডোরটি পরিষ্কার করতে হবে নতুবা পানি জমে ডেংগুর প্রাদুর্ভাবসহ অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে থাকায় ছাত্রছাত্রীরা অন্যান্য রোগে আক্রান্ত হতে পারে;<br>৪.৪। সরেজমিন পরিদর্শনে প্রফেসর/অফিসার কোয়াটারের এবং ভেটেরিনারি ক্লিনিক এর নিচতলার বারান্দাতে ফাটল দেখা গেছে। এক্ষেত্রে ভবন দুটিতে ফাটল কেন হয়েছে তার কারণ সনাক্ত করে সেগুলোর প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;<br>৪.৫। প্রকল্পের নির্ধারিত উদ্দেশ্য অর্জন এবং দীর্ঘমেয়াদে ইতিবাচক প্রভাব নিশ্চিত করার নিমিত্ত প্রকল্পের আওতায় সরবরাহকৃত আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি এবং নির্মিত ভৌত অবকাঠামোর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অতিশীঘ্র উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;<br>৪.৬। উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় নির্মিত অবকাঠামো নির্ধারিত নিয়মে বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজস্ব বাজেটের আওতায় স্থানান্তরের পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাতে করে প্রকল্প বাস্তবায়নোত্তর পর্যায়ে ভৌত অবকাঠামোর মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করা সম্ভব হয়; এবং<br>৪.৭। প্রকল্পের ৩টি অডিট আপত্তি জরুরি ভিত্তিতে নিষ্পত্তির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ |

| ক্র:নং | সমস্যাসমূহ | সুপারিশসমূহ |
|---|---|---|
| | | করতে হবে। |
| ৫. | ৫.১ খুলনা বিভাগীয় পরিচালকের কার্যালয় নির্মাণ, ল্যাবরেটরি স্থাপন, প্রতিটি জেলায় কৃত্রিম প্রজনন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ, জেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরের পুরাতন ভবনের মেরামত ও সংস্কার করা হয়েছে। ফলে খুলনা বিভাগের ১০টি জেলার ৬০টি উপজেলায় প্রাণিসম্পদ দপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে। নির্মাণ কাজ বাহ্যিকভাবে ভাল মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে;<br>৫.২ খুলনা বিভাগীয় পরিচালকের কার্যালয় নির্মাণ, আসবাবপত্র ও সরঞ্জামাদি সরবরাহ করা হয়েছে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর হতে কিছু কর্মকর্তার পদায়ন করা হয়েছে। কিন্তু কাঠামো অনুযায়ী রাজস্ব খাতে সকল জনবল নিয়োগ না হওয়ায় কার্যালয়টি পুরোপুরি চালু করা সম্ভব হয়নি;<br>৫.৩ প্রকল্পের ক্রয়কৃত ২টি জিপ গাড়ি প্রকল্প ও প্রকল্প এলাকার উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ও ভেটেরিনারী সার্জনদের মাঠ পর্যায়ে সেবা প্রদানের জন্য ৩০টি মোটরসাইকেল ক্রয় সরবরাহ করা হয়। ২টি জিপ গাড়ি সরকারি পরিবহন পুলে জমা না দিয়ে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ব্যবহার করছে;<br>৫.৪ খুলনা বিভাগীয় পরিচালকের কার্যালয় ভবনের কিছু স্থানে নেটওয়ার্ক ক্যাবল ঝুলে থাকতে দেখা যায়। এতে ভবনের সৌন্দর্য নষ্ট হচ্ছে। ক্যাবলগুলো নিরাপদভাবে প্রতিস্থাপন করা প্রয়োজন। | ৫.১ প্রকল্পের সরবরাহকৃত ইনকিউবেটর, লাইভস্টক কিট বক্স, ল্যাব যন্ত্রপাতিগুলো সঠিক ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য খুলনা বিভাগের জেলা ও উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;<br>৫.২ খুলনা বিভাগের গবাদি পশু, হাঁস-মুরগি পালন বৃদ্ধির মাধ্যমে দুধ, ডিম ও মাংস উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের রাজস্ব বাজেট হতে এ ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখা নিশ্চিত করতে হবে;<br>৫.৩ প্রকল্পের সংগৃহীত ২টি জিপ গাড়ি প্রকল্প সমাপ্তির পর প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে হস্তান্তর করা হয়েছে। জিপ গাড়ি ২টি বর্তমানে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে ব্যবহৃত হচ্ছে মর্মে প্রকল্প পরিচালক জানান। জরুরি ভিত্তিতে গাড়ি ২টি সরকারি পরিবহন পুলে জমার দেয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;<br>৫.৪ খুলনা বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ পরিচালকের কার্যালয়ের অভ্যন্তরে ঝুলে থাকা নেটওয়ার্ক ক্যাবলগুলো যথাযথভাবে প্রতিস্থাপন করতে হবে;<br>৫.৫ খুলনা বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ পরিচালকের কার্যালয়ে সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী দ্রুত জনবল নিয়োগের বিষয়ে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে;<br>৫.৬ প্রকল্পের অডিট আপত্তির বিষয়গুলোর বিবরণ আইএমইডিতে দাখিল করতে হবে এবং ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের অডিট সম্পন্ন করে তার প্রতিবেদন সার-সংক্ষেপ আকারে (প্রয়োজনে ছায়ালিপি) আইএমইডি'তে প্রেরণ করতে হবে। |

# ব্রীড আপগ্রেডেশন থ্রু প্রজেনী টেস্ট প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

**(সমাপ্তঃ জুন, ২০২০)**

**১.০ প্রকল্পের নাম** : ব্রীড আপগ্রেডেশন থ্রু প্রজেনী টেস্ট প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)

**২.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ** : মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

**৩.০ বাস্তবায়নকারী সংস্থা** : প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

**৪.০ প্রকল্প এলাকা** : ২২টি জেলাঃ ঢাকা, ফরিদপুর, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, জামালপুর, খুলনা, যশোর, কুষ্টিয়া, রাজশাহী, পাবনা, বগুড়া, রংপুর, ঠাকুরগাঁও, সিলেট, বরিশাল, পটুয়াখালী, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, নোয়াখালী, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান জেলা।

**৫.০ প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ**

(লক্ষ টাকায়)

| প্রাক্কলিত ব্যয় | | প্রকৃত ব্যয় | পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল | | প্রকৃত বাস্তবায়নকাল | অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %) | অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| মূল | সর্বশেষ সংশোধিত | | মূল | সর্বশেষ সংশোধিত | | | |
| ৪৪১৩.০০ | ৪৪১৩.০০ | ৪৩১১.৩৬ | জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০১৯ | জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০২০ | জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০২০ | (-) ১০১.৬৪ (২.৩০%) | + ১ বছর (২০%) |

■ বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত।

৬.০ **প্রকল্পের পটভূমি ও উদ্দেশ্যঃ**

৬.১ **পটভূমিঃ** কৃষি প্রধান বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রাণিসম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। আমাদের দেশিয় গাভীর দুধ উৎপাদন খুবই কম এবং জেনেটিক গুণাবলীও নিম্নমানের। এই অনুন্নত গবাদি পশুর জাত উন্নয়নের লক্ষ্যে বিগত ১৯৫৮ সালে সর্বপ্রথম দেশে কয়েকটি নির্দিষ্ট এলাকায় গবাদি পশুর কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম শুরু হয়ে ১৯৭৫ সালে সারা দেশব্যাপী কৃত্রিম প্রজনন সম্প্রসারণ কার্যক্রম শুরু হয় এবং জনপ্রিয়তা লাভ করে। ক্রস বিডিং-এর ফলে বিগত প্রায় ৩৫-৪০ বছরে দেশে দুধ ও মাংস উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও পরবর্তীতে এই কর্মসূচির যথার্থ মূল্যায়ন এবং বিজ্ঞানভিত্তিক প্রজনন ব্যবস্থা ও সিলেকশন পদ্ধতি অনুসরণ না করার কারণে ইতোমধ্যে সংকর জাতের গবাদি পশুর উৎপাদন ও পুনরুৎপাদন বৈশিষ্ট্যাবলিতে অনিবার্য নিম্নমুখিতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। এ সমস্যা দূরীকরণে সুপিরিয়র প্রজনন ষাঁড় ও গাভী নির্বাচনপূর্বক পরিকল্পিত প্রজনন কৌশল অনুসরণ করে অদূর ভবিষ্যতে গবাদি পশুর জাত উন্নয়ন ও উৎপাদন প্রক্রিয়ায় পদ্ধতিগত মৌলিক পরিবর্তন আনয়ন করা সম্ভব হবে। প্রকৃত অর্থে গবাদি পশুর ধারাবাহিক ও স্থায়ী জাত উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় "প্রজেনী টেস্টিং" (বংশধরের বৈশিষ্ট্য বিচার করে বুলকে স্বীকৃতি দেয়া)। বিশ্বব্যাপী বহুল প্রচলিত ও অপরিহার্য পশু প্রজনন কৌশল। আর তাই গবাদি পশুর টেকসই জাত উন্নয়ন প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে এ প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৬.২ **উদ্দেশ্যঃ**

ক) সুপিরিয়র প্রুভেন বুল উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা;
খ) উচ্চ জেনেটিক মান সম্পন্ন বুল হতে সিমেন উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ;
গ) প্রুভেন বুল উৎপাদনের নিমিত্তে প্রজেনী (বংশধর) টেস্ট কার্যক্রমে অংশগ্রহণের জন্য নির্বাচিত সংযোগ খামারিদের সংগঠিত ও দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ;
ঘ) উচ্চ গুণগত মানসম্পন্ন ডেইরি ব্রিডিং বুলের চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্যে অধিক উৎপাদনশীল গাভী চিহ্নিতকরণ ও নিবন্ধিকরণ।

৭.০ **প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ**

- ৪০০০ জন সংযোগ খামারি, ৫০০ জন এলিট গাভীর মালিক, ২৫৬ জন কর্মকর্তা এবং ১৬০ জন কর্মচারিকে প্রশিক্ষণ দেয়া ও ইনসেনটিভ প্রদান করা;
- ৫০০ এলিট গাভী (দুধ উৎপাদন ২০ লি./দিন) নির্বাচন করে রেজিস্ট্রেশনের আওতায় আনা;

- ৩০০টি দেশি-ফ্রিজিয়ান সংকর জাতের উচ্চ জেনেটিক মানসম্পন্ন বুল কাফ (মায়ের দুধ উৎপাদন ক্ষমতা ১৮ লি./দিন) সংগ্রহ করা এবং এদের থেকে ১০০টি ক্যান্ডিডেট বুল চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করা;
- ১০০টি দেশি-ফ্রিজিয়ান সংকর জাতের ক্যান্ডিডেট বুল-এর সিমেন দ্বারা কৃত্রিম প্রজননের ফলে উৎপাদিত বকনা প্রজেনীর দুধ উৎপাদন তথ্য সংগ্রহ;
- নির্বাচিত ২০টি ক্যান্ডিডেট বুলের বকনা প্রজেনীর (বংশধর) দুধ উৎপাদন মূল্যায়নপূর্বক ৩-৪টি সুপিরিয়র প্রুভেন বুল নির্বাচন করা;
- ৬০টি বুল প্রতিপালনের জন্য ৬টি বুল শেড নির্মাণ করা।

## ৮.০ প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) এর ভিত্তিতে):

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং | অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ | একক | আরডিপিপি'র লক্ষ্যমাত্রা | | প্রকৃত ব্যয় | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | বাস্তব | আর্থিক | বাস্তব | আর্থিক |
| | **(ক) রাজস্ব ব্যয়ঃ** | | | | | |
| ১ | অফিসারদের বেতন | জন | ২৩ | ২৮৩.৭৫ | ২৩ | ২৭৭.৪৭ |
| ২ | প্রতিষ্ঠান কর্মচারিদের বেতন | জন | ৩ | ১৭.৫০ | ৩ | ১৬.৩৭ |
| ৩ | আউটসোর্সিং কর্মচারিদের বেতন-ভাতাদি | জন | ৪৩ | ৫৪৬.৭৪ | ৪৩ | ৫৪৬.১০ |
| ৪ | শিক্ষা ভাতা | জন | ৫ | ১.৮৪ | ৫ | ১.৭৮ |
| ৫ | পাহাড়ী ভাতা | জন | ৩ | ৫.২৫ | ৩ | ৫.২৫ |
| ৬ | বাড়ীভাড়া ভাতা | জন | ২৭ | ১২১.০৫ | ২৭ | ১১৮.০৮ |
| ৭ | চিকিৎসা ভাতা | জন | ২৭ | ২০.০২ | ২৭ | ১৯.৩৯ |
| ৮ | মোবাইল/সেলফোন ভাতা | জন | ২৩ | ৩.৩৭ | ২৩ | ৩.২৪ |
| ৯ | টিফিন ভাতা | জন | ৩ | ০.৪৮ | ৩ | ০.৪৫ |
| ১০ | ক্ষতিপূরণ ভাতা (কম্পেনসেশন/আর্থিক সাহায্য) | জন | ২৬ | ৬৫.০০ | ২৪ | ৬১.২১ |
| ১১ | উৎসব ভাতা | জন | ২৭ | ৪৮.৪৮ | ২৭ | ৪৬.৮৬ |
| ১২ | বাংলা নববর্ষ ভাতা | জন | ২৭ | ৩.৯১ | ২৭ | ৩.৮৭ |
| ১৩ | অধিকাল ভাতা | জন | ১ | ৩.১৩ | ১ | ৩.১৩ |
| ১৪ | সম্মানী ভাতা | থোক | - | ১৩.০০ | - | ১২.৫০ |
| ১৫ | প্রশিক্ষণ | জন | ৬৪৫৯ | ১৪৮.৫৩ | ৬৪৫৯ | ১৪৮.৫২ |
| ১৬ | বৈদেশিক প্রশিক্ষণ | জন | ১৫ | ৮৯.৯৫ | ১৫ | ৮৯.৯৫ |
| ১৭ | ক্ষতিপূরণ (ষাঁড় গরু মৃত্যুজনিত) | থোক | - | ১.৮০ | - | ১.৮০ |
| ১৮ | টেলিফোন/ইন্টারনেট/টেলেক্স | থোক | - | ৫.৩৬ | - | ৫.৩১ |
| ১৯ | প্রচার ও বিজ্ঞাপন | থোক | - | ১১.০০ | - | ১১.০০ |
| ২০ | সেমিনার কনফারেন্স | সংখ্যা | ২ | ১০.০০ | ২ | ১০.০০ |
| ২১ | শ্রমিক মজুরি | থোক | - | ৫.৮০ | - | ৫.৮০ |
| ২২ | সাধারণ সরবরাহ | থোক | - | ২৫.০০ | - | ২৫.০০ |
| ২৩ | পরিবহন ব্যয় | বছর | ৬ | ১৮.৪০ | ৬ | ১৮.৪০ |
| ২৪ | ভ্রমণ ব্যয় | জন | ৬৯ | ১০৪.০০ | ৬৯ | ১০৩.৮৬ |
| ২৫ | পেট্রোল ও লুব্রিকেন্ট | লিটার | ১ লক্ষ | ৭৬.২৪ | ১ লক্ষ | ৭৬.২০ |
| ২৬ | টিকা ও ঔষধ | থোক | - | ৩৪১.৭৬ | - | ৩৪১.৭৫ |
| ২৭ | পশু খাদ্য | সংখ্যা | ১২৫ | ৩৪৭.৩৭ | ১২৫ | ৩৪৭.৩৬ |
| ২৮ | মুদ্রণ/প্রকাশনা/গবেষণা | থোক | - | ১০.৯৩ | - | ১০.৯৩ |
| ২৯ | ষ্টেশনারি, সিল ও ষ্ট্যাম্পস | থোক | - | ২৪.৫০ | - | ২৪.৫০ |
| ৩০ | রাসায়নিক দ্রব্যাদি ক্রয় | বছর | ৬ | ১৫.৪৫ | ৬ | ১৫.৪৫ |
| ৩১ | তরল নাইট্রোজেন | থোক | - | ৮২.০০ | - | ৮২.০০ |
| ৩২ | কনসালটেন্সি | জনদিবস | ৪৫৬ | ২২.৮০ | ৪৫৬ | ২২.৮০ |
| ৩৩ | গবেষণা ব্যয় | থোক | - | ৫.৯৩ | - | ৫.৯৩ |
| ৩৪ | পারিতোষিক/সম্মানী | থোক | - | ৪.৪৪ | - | ৪.৪৪ |
| ৩৫ | মোটর যানবাহন রক্ষণাবেক্ষণ | সংখ্যা | ২৩ | ২৩.৪৬ | ২৩ | ২৩.৪৬ |
| ৩৬ | আসবাবপত্র | থোক | - | ৬.৫০ | - | ৬.৫০ |
| ৩৭ | কম্পিউটার ও সরঞ্জাম | সংখ্যা | ৩৩ | ২৪.০০ | ৩৩ | ২৪.০০ |
| ৩৮ | যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম | সংখ্যা | ১৬০ | ২.৭৫ | ১৬০ | ২.৭৫ |
| ৩৯ | অফিস ভবন রক্ষণাবেক্ষণ | বছর | ৬ | ৫.৪৪ | ৬ | ৫.৪৪ |
| ৪০ | বুল কাফ ইনসেনটিভ | জন | ১২০ | ১৭.৪০ | ১২০ | ১৫.৩০ |
| ৪১ | খামারি ইনসেনটিভ | জন | ৪০০০ | ২০০.৮০ | ৪০০০ | ২০০.০০ |
| ৪২ | এলিট কাউ ইনসেনটিভ | জন | ৫০০ | ৫০.০০ | ৫০০ | ৫০.০০ |

| ক্রমিক নং | অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ | একক | আরডিপিপি'র লক্ষ্যমাত্রা | | প্রকৃত ব্যয় | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | বাস্তব | আর্থিক | বাস্তব | আর্থিক |
| | **উপ-মোট (রাজস্ব ব্যয়):** | | | **২৮১৪.৩৩** | | **২৭৯৪.১৫** |
| | **(খ) মূলধন ব্যয়ঃ** | | | | | |
| ৪৩ | ডাবল কেবিন পিকআপ | সংখ্যা | ১ | ৪৮.৩০ | ১ | ৪৮.৩০ |
| ৪৪ | ট্রাক ক্রয় | সংখ্যা | ১ | ৪২.৩৮ | ১ | ৪২.৩৮ |
| ৪৫ | বাইসাইকেল ক্রয় | সংখ্যা | ৩০ | ২.৫৯ | ৩০ | ২.৫৯ |
| ৪৬ | মটরসাইকেল ক্রয় | সংখ্যা | ৪ | ৭.২৮ | ৪ | ৭.২৮ |
| ৪৭ | ষাঁড় বাছুর ক্রয় | সংখ্যা | ১২৫ | ১১২.০৮ | ১২৫ | ১১১.৬৪ |
| ৪৮ | কম্পিউটার সফটওয়্যার (ডাটাবেইজ) | সংখ্যা | ১ | ১০.০০ | ১ | ১০.০০ |
| ৪৯ | বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম | থোক | - | ৮.৪৯ | - | ৮.৪৩ |
| ৫০ | আসবাবপত্র (পিডি অফিসের) | সংখ্যা | ২৬ | ৩.০০ | ২৬ | ৩.০০ |
| ৫১ | যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম | সংখ্যা | ৭১৬২৬১৯ | ৮১২.৬৮ | ৭১৬২৬১৯ | ৭৩১.৭২ |
| ৫২ | বুল সেড নির্মাণ | প্যাকেজ | ১ | ৫৫১.৮৭ | ১ | ৫৫১.৮৭ |
| | **উপ-মোট (মূলধন ব্যয়):** | | | **১৫৯৮.৬৭** | | **১৫১৭.২১** |
| | **সর্বমোট (ক+খ):** | | | **৪৪১৩.০০** | **৯৮.২০%** | **৪৩১১.৩৬**<br>**৯৭.৭০%** |

**৯.০** **<u>কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ</u>** বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী সাভার ডেইরিতে ডিপ টিউবওয়েল স্থাপন এবং পশুর কানের ট্যাগ প্রিন্টার ও যন্ত্রাংশ সরবরাহ ব্যতীত সকল অংগের কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রকল্পের সার্বিক বাস্তব অগ্রগতি ৯৮.২০%। পশুর কানের ট্যাগ প্রিন্টার বিদেশ থেকে আমদানী করার জন্য ঠিকাদারের সাথে চুক্তি করা হয়। কিন্তু মার্চ ২০২০ থেকে করোনা শুরু হওয়ায় বিদেশ থেকে কানের ট্যাগ প্রিন্টার আমদানী করা সম্ভব হয়নি। অপরদিকে, সাভার ডেইরি ফার্মে ডিপ টিউবওয়েল স্থাপনের জন্য ঠিকাদারের সাথে চুক্তি করা হলেও করোনা পরিস্থিতির জন্য টিউবওয়েল স্থাপন করা সম্ভব হয়নি। এ দুটি খাতে মোট ৮০.০০ লক্ষ টাকা (১.৮০%) ব্যয় করা হয়নি। অর্থাৎ এ দুটি খাতের ১.৮০% বাস্তব কাজ বাকি রেখে প্রকল্প সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়।

**১০.০** **<u>প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধনঃ</u>**

আলোচ্য প্রকল্পটি ৪৪১৩.০০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০১৯ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ০৫/০৮/২০১৪ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

- প্রকল্পের কিছু কিছু অঙ্গের ব্যয় হ্রাস/বৃদ্ধি করত: প্রাক্কলিত ব্যয় সীমাবদ্ধ রেখে ডিপিপি সংস্থান অনুযায়ী সকল কাজ সম্পন্নের লক্ষ্যে বাস্তবায়নকাল ১ বছর বৃদ্ধি করে অর্থাৎ জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০২০ মেয়াদে মাননীয় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী কর্তৃক ২৭/০৫/২০১৯ তারিখে ১ম সংশোধন অনুমোদন করা হয়।

**১১.০** **<u>বছর ভিত্তিক এডিপি/সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ঃ</u>**

<u>(লক্ষ টাকায়)</u>

| আর্থিক বছর | এডিপি/সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ | | | অবমুক্তি (টাকা) | ব্যয় | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | মোট | টাকা | প্রঃসাঃ | | মোট | টাকা | প্রঃসাঃ |
| ২০১৪-২০১৫ | ১০৯.০০ | ১০৯.০০ | - | ১০৯.০০ | ১০৮.৪৭ | ১০৮.৪৭ | - |
| ২০১৫-২০১৬ | ১০১৮.০০ | ১০১৮.০০ | - | ১০১৮.০০ | ১০১৫.৮২ | ১০১৫.৮২ | - |
| ২০১৬-২০১৭ | ৯৬০.০০ | ৯৬০.০০ | - | ৯৬০.০০ | ৯৩৯.২২ | ৯৩৯.২২ | - |
| ২০১৭-২০১৮ | ১০২১.০০ | ১০২১.০০ | - | ১০২১.০০ | ১০১৬.৭১ | ১০১৬.৭১ | - |
| ২০১৮-২০১৯ | ৫১১.০০ | ৫১১.০০ | - | ৫১১.০০ | ৫১০.৪৮ | ৫১০.৪৮ | - |
| ২০১৯-২০২০ | ৮০৬.০০ | ৮০৬.০০ | - | ৮০৬.০০ | ৭২০.৬৬ | ৭২০.৬৬ | - |
| **মোটঃ** | | | | | **৪৩১১.৩৬** | **৪৩১১.৩৬** | - |

**১২.০** **<u>প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ</u>**

| নং | প্রকল্প পরিচালকের নাম | যোগদানের তারিখ | দায়িত্বের শেষ তারিখ |
|---|---|---|---|
| ০১ | জনাব মোঃ লুৎফর রহমান খান<br>পরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর | ১৬/১০/২০১৪ | ২৫/০৩/২০২০ |

| নং | প্রকল্প পরিচালকের নাম | যোগদানের তারিখ | দায়িত্বের শেষ তারিখ |
|---|---|---|---|
| ০২ | ড. মোহাম্মদ আলী<br>উপপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর | ৩০/০৪/২০২০ | ৩০/০৬/২০২০ |

**১৩.০ প্রকল্পের প্রধান প্রধান অংগের বিশ্লেষণঃ**

১৩.১ **প্রশিক্ষণঃ** প্রকল্পের আওতায় ২৮৪ কর্মকর্তা, ১৯০ জন কর্মচারি ও ৬০০০ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান বাবদ ১৪৮.৫২ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। ১৫ জন কর্মকর্তাকে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ বাবদ ৮৯.৯৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.২ **টিকা ও ঔষধঃ** প্রকল্প এলাকার খামারিদের গবাদি পশুর টিকা ও ঔষধ বিতরণ বাবদ ৩৪১.৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.৩ **পশু খাদ্য ক্রয়ঃ** নির্বাচিত বুলের খাবারের জন্য খামারিদের বিনামূল্যে পশু খাদ্য ক্রয় বাবদ ৩৪৭.৩৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.৪ **তরল নাইট্রোজেনঃ** সাভার ডেইরি থেকে দেশের জেলা পর্যায়ে সিমেন সরবরাহের জন্য তরল নাইট্রোজেন ক্রয় বাবদ ৮২.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.৫ **খামারি ইনসেনটিভঃ** উন্নত জাতের ষাঁড় পালনকারী ৪০০০ খামারিকে ইনসেনটিভ ও ৫০০ এলিট কাউ খামারিকে ইনসেনটিভ প্রদান বাবদ ২৫০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.৬ **যানবাহন ক্রয়ঃ** প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনা করা, সারাদেশে সিমেন সরবরাহ ও কর্মকর্তা-কর্মচারিদের ব্যবহারের জন্য ১টি ডাবল কেবিন পিকআপ, ১টি ট্রাক, ৪টি মটরসাইকেল ও ৩০টি বাইসাইকেল ক্রয় বাবদ ১০০.৫৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.৭ **বাছুর ক্রয়ঃ** ১২৫টি উচ্চ জেনেটিক মানসম্পন্ন প্রুভেন বুল ক্রয় বাবদ ১১১.৬৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.৮ **যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামঃ** কম্পিউটার, বায়োলজিক্যাল কন্টেইনার, সিমেন সংরক্ষণের জন্য ক্রায়োকেন, এয়ার ট্যাগ ও এপ্লিকেটর, গলার বেল্ট, ওজন মেশিন, দুধ সংরক্ষণ কন্টেইনার, সিমেন স্ট্র, এয়ার ট্যাগ টার্নওভার, হাত গ্লাবস, সাবমার্সিবল পাম্প ও ডিপ টিউবওয়েল স্থাপন ইত্যাদি ক্রয় বাবদ ৭৩১.৭২ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.৯ **বুল সেড নির্মাণঃ** সাভার ডেইরি ফার্মে ৬টি বুল সেড নির্মাণ করা বাবদ ৫৫১.৮৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

**১৪.০ প্রকল্প পরিদর্শনঃ**

আইএমইডি কর্তৃক ২২/১২/২০২০ তারিখে সাভার ডেইরি ফার্মে এবং ২৩/১২/২০২০ তারিখে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন এলাকায় প্রকল্প কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালক ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্য নিম্নে তুলে ধরা হলঃ

১৪.১ সাভার ডেইরিতে ৬টি বুল সেড নির্মাণ করা হয়েছে। দেশের বিভিন্ন খামার হতে উচ্চ জেনেটিক মান সম্পন্ন ১২৫টি প্রুভেন বুল ক্রয় করে সেডগুলোতে রাখা হয়েছে। এসব বুল থেকে সিমেন সংগ্রহ করে সারাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে সরবরাহ করে জেলা ও উপজেলা প্রাণিসম্পদ কার্যালয়ের মাধ্যমে কৃত্রিম প্রজনন সম্পন্ন করা হয়। সাভার ডেইরি থেকে সারাদেশে সিমেন সরবরাহের নিমিত্ত প্রকল্পের অর্থে ১টি ট্রাক ক্রয় করা হয়। সারাদেশে সিমেন সরবরাহ ও সংরক্ষণের জন্য ৫০-৫৫ লিটার ওজনের ১৩০টি ক্রাওক্যান, ৭০টি ক্রাওবায়োলজিক্যাল ক্যান ক্রয় করা হয়। সাভার ডেইরিতে প্রাণি সেডগুলোতে পানি সরবরাহ ও সেডগুলো নিয়মিত পরিষ্কার করার নিমিত্ত ১টি সাবমার্সিবল পাম্প স্থাপন করা হয়।

১৪.২ পরিদর্শনকালে খামারিগণ জানান, পরীক্ষিত বুলের সিমেনের সাহায্যে গাভী সংকরায়নের ফলে উৎপাদিত বকনা বাছুর পরবর্তীতে তার মায়ের থেকে বেশি পরিমাণ দুধ দিয়ে থাকে। দুধ উৎপাদন বেশি হওয়ায় প্রত্যন্ত অঞ্চলের খামারিগণ পরীক্ষিত বুলের সিমেন প্রাপ্তিতে অধিক আগ্রহী।

১৪.৩ খামারিরা আরও জানান, প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতিটি খামারিকে উন্নত জাতের গবাদি পশু লালন-পালন ও পশুর চিকিৎসা বিষয়ে ৬ দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। উন্নত জাতের এলিট গাভী (সর্বনিম্ন ২০ লিটার) পালনকারী খামারিকে ১০,০০০/- টাকা এবং টিকা, গরুর খাবার সরবরাহ করা হয়। সাধারণ গাভী (সর্বনিম্ন ১৮ লিটার) পালনকারী খামারিকে ৫,০০০/- টাকা এবং টিকা, গরুর খাবার সরবরাহ করা হয়।

১৪.৪ প্রকল্পের ক্রয়কৃত ১২৫টি উচ্চ জেনেটিক মানসম্পন্ন প্রুভেন বুলের মধ্যে ৫৫টি বুল সাভার ডেইরিতে রয়েছে। ৩১টি বুল বিভিন্ন জেলার সরকারি খামারে রাখা হয়েছে। এসব বুল থেকে সিমেন সংগ্রহ করে কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হচ্ছে। ৩৯টি বুল বয়োপ্রাপ্ত হওয়ায় বিক্রি করা হয়েছে।

১৪.৫ পরিদর্শন চিত্রঃ



সাভার ডেইরি ফার্মে নির্মিত গবাদি পশুর সেড



সিমেন সরবরাহের জন্য ক্রয়কৃত ক্রাও বায়োলজিক্যাল ক্যান





সাভার ডেইরি ফার্মে নির্মিত সেডে প্রকল্পের উচ্চ জেনেটিক মান সম্পন্ন বুল



রাজশাহী শহরে এলিট গাভীর (সর্বনিম্ন ২০ লিটার) খামার



রাজশাহী শহরে সাধারণ গাভীর (সর্বনিম্ন ১৮ লিটার) খামার

## ১৫.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ

| পরিকল্পিত উদ্দেশ্য | অর্জন |
|---|---|
| ১) সুপিরিয়র প্রুভেন বুল উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা; | ৮টি উচ্চমানের পরীক্ষিত ষাঁড়কে প্রুভেন ষাঁড় হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। ১৪৫০টি গাভীর দুধ উৎপাদনের তথ্য ও জিনেটিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়। ২৬টি সংকর জাতের ক্যান্ডিডেট বুল পরীক্ষার জন্য নির্বাচন করা হয়। |
| ২) উচ্চ জেনেটিক মান সম্পন্ন বুল হতে সিমেন উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ; | উচ্চ জেনেটিক মান সম্পন্ন ১২৫টি বুল সংগ্রহ করে সাভার ডেইরি ফার্মে পালন করা হচ্ছে। এসব বুল হতে সিমেন সংগ্রহ করে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রেরণ করা হয় এবং সর্বনিম্ন ১৮ লিটার দুধ উৎপাদনকারী গাভীর সাথে সংকরায়ন করা হয়। বর্তমানে সারা দেশে প্রায় ১৬৮.০০ লক্ষ ডোজ সিমেনের চাহিদা রয়েছে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর থেকে ৪৭.০০ লক্ষ ডোজ সিমেন এবং বেসরকারি অন্যান্য প্রতিষ্ঠান হতে ৪০.০০ লক্ষ ডোজ সিমেন সরবরাহ করা হয়। এ প্রকল্পের কার্যক্রম শুরুর পূর্বে ২০১৪ সালে প্রাণিসম্পদের আওতায় মোট সিমেন উৎপাদন ছিল ৪১,৫০,৪২২ ডোজ। প্রকল্প মেয়াদকালে ১২৫টি বুল হতে মোট ৬৩,৪৬,৮৫৭ ডোজ সিমেন সংগ্রহ করা হয়। তন্মধ্যে ৭৪,০০০ ডোজ সিমেন মাঠ পর্যায়ে কৃত্রিম প্রজনন কাজে ব্যবহার করা হয়। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের রাজস্ব খাতের আওতায় উৎপাদিত মোট সিমেনের ৩০% সিমেন এ প্রকল্পের বুল হতে উৎপাদন করা হয় (তথ্য: প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর)। |
| ৩) প্রুভেন বুল উৎপাদনের নিমিত্তে প্রজেনী টেস্ট কার্যক্রমে অংশগ্রহণের জন্য নির্বাচিত সংযোগ খামারিদের সংগঠিত ও দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ; | উন্নত দুগ্ধজাত গবাদি পশু পরিচালনার ও পশুর তথ্যাবলি সংরক্ষণের বিষয়ে ৬০০০ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। খামারিদের পালিত উন্নত পরীক্ষিত ষাঁড়গুলো লালন-পালনের জন্য প্রকল্প থেকে উন্নত খামারিদের (৫০০ এলিট গাভী পালনকারী) ১০,০০০/- টাকা করে এবং ৪০০০ সাধারণ খামারিদের ৫০০০/- টাকা করে প্রণোদনা প্রদান করা হয়। |
| ৪) উচ্চ গুণগত মানসম্পন্ন ডেইরি ব্রিডিং বুলের চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্যে অধিক উৎপাদনশীল গাভী চিহ্নিতকরণ ও নিবন্ধিকরণ। | যেসব গাভী থেকে দৈনিক ১৮ লিটারের অধিক দুধ পাওয়া যায় এ ধরনের ৫০০ এলিট গাভী পালনকারী খামারিকে সনাক্ত করা হয়। সেসব খামারিদের প্রণোদনা, গরুর কানে ট্যাগ, কৃমিনাশক ঔষধ, ক্যালসিয়াম, ভিটামিন এবং প্রয়োজনীয় ভ্যাকসিন সরবরাহ করা হয়। |

## ১৬.০ প্রকল্পটি সম্পর্কে আইএমইডি'র পর্যবেক্ষণঃ

১৬.১ প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল সুপিরিয়র প্রুভেন বুল উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা। প্রকল্পটি জুলাই ২০১৪ থেকে শুরু হলে সর্বনিম্ন ১৮ লিটার প্রাপ্ত গাভীর বুল বাছুর সংগ্রহ করা হয়। এসব উচ্চ জেনেটিক মান সম্পন্ন বুল হতে সিমেন সংগ্রহ করে পরবর্তীতে সর্বনিম্ন ১৮ লিটার প্রাপ্ত গাভীকে সংকরায়ন করা হয়। সংকরায়িত উক্ত গাভী থেকে উৎপাদিত বকনা বাছুর পরবতীতে পুনরায় বয়োপ্রাপ্ত হবার পর তার থেকে কি পরিমাণ দুধ পাওয়া যায় তা পরীক্ষা করা হয়। যেসব বকনা বাছুর থেকে তার মায়ের তুলনায় বেশি পরিমাণ দুধ পাওয়া যায় সেগুলোকে পরীক্ষিত হিসেবে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। কিন্তু সুপিরিয়র প্রুভেন বুলের সিমেন হতে উৎপাদিত বকনা বাছুরগুলোর তথ্যাবলি যথাযথ ফলো আপ করা সম্ভব হয়নি।

১৬.২ প্রকল্পের নির্মাণ কাজ, সংগৃহীত যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র, বিভিন্ন উপকরণ, সিমেন ক্যান, যানবাহন, অফিস যন্ত্রপাতি ইত্যাদিতে সংক্ষেপে প্রকল্পের নামকরণ করা হয়নি। ফলে এ প্রকল্পের সংগৃহীত মালামাল/উপকরণের সাথে অন্য প্রকল্প বা রাজস্ব খাতে ক্রয়কৃত মালামাল সনাক্ত করা হচ্ছে না।

১৬.৩ প্রকল্পের দুটি কম্পোন্যান্টের কাজ যেমন- সাভার ডেইরিতে ডিপ টিউবওয়েল স্থাপন এবং পশুর কানের ট্যাগ প্রিন্টার ও এ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়নি। ডিপ টিউবওয়েল স্থাপন করা হলে ডেইরি ফার্মে বসবাসকারী জনবল ও গবাদি প্রাণির দৈনন্দিন বিশুদ্ধ খাবার পানি চাহিদা পূরণ সম্ভব ছিল। কানের ট্যাগ প্রিন্টার মেশিন ক্রয় করা হলে স্বল্প খরচে পশুর কানের ট্যাগ তৈরি করা সম্ভব হতো।

১৬.৪ ৬টি বুল সেডের পশুর খাদ্য ও পানি রাখার জন্য প্রতিটি গরুর জন্য ১টি মেনজার নির্মাণ করা হয়। একই মেনজারে খাবার ও পানি একত্রে রাখলে খাবার নষ্ট হয় এবং অধিকাংশ পশু ভেজা খাবার খেতে অভ্যস্থ নয়। আধুনিক প্রযুক্তি ভিত্তিক গবাদি পশুর সেডে শুকনো খাবার ও পানির আলাদা মেনজার রাখা সমীচীন।

১৬.৫ প্রকল্পের পিসিআর পর্যালোচনায় দেখা যায়, প্রকল্প শুরু হতে ২০১৮-১৯ পর্যন্ত অডিট সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রকল্পের অডিট সংক্রান্ত তথ্যাবলি নিম্নরূপ:

| অর্থবছর | বিষয় | মন্তব্য |
|---|---|---|
| ২০১৪ হতে ২০১৮ | অডিট সম্পন্ন করা হয়েছে এবং অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি করা হয়েছে। | - |
| ২০১৮-২০১৯ | ১) প্রশিক্ষণ উপকরণ ক্রয় খাতে অনিয়মিত ব্যয়- ২,২৯,৯৬৬/- টাকা।<br>২) ৫ জন সহকারি পরিচালক (কৃত্রিম প্রজনন) কার্যালয়ের অননুমোদিত ব্যয়- ১৮,০৫,০০০/- টাকা। | ২০১৮-১৯ অর্থবছরের অডিট আপত্তির ব্রডশীট জবাব ও প্রয়োজনীয় প্রমাণাদি মহাপরিচালক প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কার্যালয় হতে ২১/১০/২০ তারিখে সংশ্লিষ্ট অডিট দপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। এখনও নিষ্পত্তির পত্র পাওয়া যায়নি। |
| ২০১৯-২০২০ | প্রকল্পের শেষ অর্থবছরের কোন অডিট সম্পন্ন করা হয়নি। | ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের অডিট কার্য সম্পাদনের জন্য ১৫/১১/২০২০ তারিখে সংশ্লিষ্ট অডিট অধিদপ্তরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এখনও অডিট সম্পন্ন করা হয়নি। |

## ১৭.০ সুপারিশ/মতামতঃ

১৭.১ প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য অনুযায়ী সুপিরিয়র প্রুভেন বুলের সিমেন হতে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে উৎপাদিত বকনা বাছুরগুলোর তথ্যাবলি যথাযথভাবে সংরক্ষণ ও সংগ্রহপূর্বক এসব বকনা বাছুর তার মায়ের বৈশিষ্ট্যের তুলনায় উন্নয়ন সাধিত হয়েছে কিনা তার ফলাফল প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে;

১৭.২ প্রকল্পের সংগৃহীত ১টি পিকআপ প্রকল্প সমাপ্তির পর প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে হস্তান্তর করা হয়েছে। গাড়িটি বর্তমানে সাভার ডেইরি ফার্মে ব্যবহৃত হচ্ছে মর্মে প্রকল্প পরিচালক জানান। জরুরি ভিত্তিতে গাড়িটি সরকারি পরিবহন পুলে জমার দেয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;

১৭.৩ প্রকল্পের অর্থে ক্রয়কৃত মালামাল সহজে সনাক্তকরণের লক্ষ্যে এ প্রকল্পের সংগৃহীত মালামালের গায়ে অমোচনীয় কালি দিয়ে প্রকল্পের নামকরণ করতে হবে;

১৭.৪ সারাদেশে এ প্রকল্পের পরীক্ষিত বুল থেকে সংকরায়নের মাধ্যমে উৎপাদিত বাছুরের তথ্যাবলি ডাটাবেইজে নিয়মিত সংরক্ষণ করতে হবে;

১৭.৫ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক ভবিষ্যতে নির্মিতব্য গবাদি পশুর সেডে শুকনো খাবার ও পানি রাখার আলাদা মেনজার স্থাপন করতে হবে;

১৭.৬ ২০১৪-২০১৮ সময়ে কী অডিট নিষ্পন্ন করা হয়েছে, ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে উত্থাপিত প্রায় একুশ লক্ষ টাকার আপত্তি নিষ্পত্তির অগ্রগতি, ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের অডিট কার্যক্রমের অগ্রগতি ইত্যাদি তথ্য প্রমাণকসহ আইএমইডি'তে প্রেরণ করতে হবে;

১৭.৭ উপরোল্লিখিত সুপারিশের আলোকে গৃহিত পদক্ষেপ প্রতিবেদন প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে এ বিভাগকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

ব্রুড ব্যাংক স্থাপন প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত) **শীর্ষক** প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন
**(সমাপ্তঃ ডিসেম্বর, ২০১৯)**

**১.০ প্রকল্পের নাম** : ব্রুড ব্যাংক স্থাপন প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)

**২.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ** : মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

**৩.০ বাস্তবায়নকারী সংস্থা** : মৎস্য অধিদপ্তর

**৪.০ প্রকল্প এলাকা** : ফরিদপুর, ময়মনসিংহ (নান্দাইল), টাঙ্গাইল, নেত্রকোনা, মুন্সীগঞ্জ, নরসিংদী, মেহেরপুর, বাগেরহাট, চাঁপাইনবাবগঞ্জ (নাচোল), নওগাঁ, নাটোর (বড়াইগ্রাম), রাজশাহী (পুঠিয়া), পাবনা (চাটমোহর), কুমিল্লা (দেবীদ্বার), লক্ষীপুর (রায়পুর), নোয়াখালী (চৌমুহনী, বেগমগঞ্জ), ফেনী (ছাগলনাইয়া), লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর (পার্বতীপুর, বোচাগঞ্জ, পুলহাট, সদর), বরিশাল (গৌরনদী, মেহেন্দীগঞ্জ), বরগুনা।

**৫.০ প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ**

(লক্ষ টাকায়)

| প্রাক্কলিত ব্যয় | | প্রকৃত ব্যয় | পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল | | প্রকৃত বাস্তবায়নকাল | অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %) | অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| মূল | সর্বশেষ সংশোধিত | | মূল | সর্বশেষ সংশোধিত | | | |
| ৫৫৪২.৩৮ | ৬২২৫.৫৮ | ৬২০৭.৫০ | সেপ্টেম্বর ২০১৪-ডিসেম্বর ২০১৯ | সেপ্টেম্বর ২০১৪-ডিসেম্বর ২০১৯ | সেপ্টেম্বর ২০১৪-ডিসেম্বর ২০১৯ | +৬৬৫.১২ (১২%) | -- |

- বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত।

৬.০ **প্রকল্পের পটভূমি ও উদ্দেশ্যঃ**

৬.১ **পটভূমিঃ** বাংলাদেশ ক্রমবর্ধমান মৎস্যচাষ ও চাষভিত্তিক জলাশয় ব্যবস্থাপনার ফলে গুণগত মানের পোনার চাহিদা হ্যাচারি উৎপাদিত পোনার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। বিগত দুই দশকে হ্যাচারিতে রেণু ও পোনা উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হলেও বেসরকারি হ্যাচারি মালিকদের কারিগরি জ্ঞান ও সচেতনতার অভাব অধিক মুনাফার চিন্তা-চেতনা, সঠিক প্রযুক্তি অনুসরণ না করা, অন্ত:প্রজনন ও সংকরায়ন সমস্যাসহ বিভিন্ন কারণে বর্তমানে হ্যাচারিতে উৎপাদিত বেশিরভাগ পোনা গুণগতভাবে নিম্নমানের। ফলে মাছের উৎপাদন কাঙ্খিত মাত্রায় বৃদ্ধি না পাওয়ায় মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক "ব্রুড ব্যাংক স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পটি গৃহিত ও ১ম পর্যায় জুলাই ২০০০ হতে জুন ২০০৬ পর্যন্ত এবং ২য় পর্যায় জুলাই ২০০৭ হতে জুন ২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়েছিল। উক্ত দু'টি পর্যায়ের প্রকল্পের মাধ্যমে ৩২টি খামার/হ্যাচারিকে ব্রুড ব্যাংকে রুপান্তর, সরকারি ও বেসরকারি হ্যাচারিতে কৌলিতাত্ত্বিক (জেনেটিক) গুণাগুণসম্পন্ন ব্রুড মাছ (প্রজনন ক্ষমতাসম্পন্ন মাছ) সরবরাহ, প্রতি বছর প্রায় ২০ মেঃ টন গুণগত মানের রেণু উৎপাদন এবং উন্নতমানের ব্রুড ব্যবস্থাপনা ও গুণগতমানের মৎস্য বীজ উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ে মৎস্যচাষি ও বেসরকারি মালিকদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে ব্যাপক চাহিদা এবং বাস্তবতার নিরিখে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি, অন্ত:প্রজনন ও সংকরায়ন সমস্যা নিরসন, গুণগত মানসম্পন্ন ব্রুড সরবরাহ নিশ্চিতকরণ, পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মৎস্যচাষি, হ্যাচারি ও নার্সারি মালিকগণের দক্ষতার উন্নতিকরণ এবং পানি ও মাটির গুণাগুণ পরীক্ষাকরণ এর উদ্দেশ্যে আলোচ্য প্রকল্পটির ৩য় পর্যায় গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পটি সেপ্টেম্বর ২০১৪ হতে ডিসেম্বর ২০১৯ মেয়াদে দেশের ছয়টি বিভাগের ২৩টি জেলার ২৭টি সরকারি মৎস্য বীজ উৎপাদন খামারে বাস্তবায়িত হয়।

৬.২ **উদ্দেশ্যঃ**

- অন্ত:প্রজনন ও সংকরায়ন সমস্যা নিরসন করে দেশের সরকারি ও বেসরকারি মৎস্যবীজ উৎপাদন খামারসমূহে গুণগত মানসম্পন্ন ব্রুড মাছ ও পোনা সরবরাহ নিশ্চিতকরণ;
- কার্প জাতীয় মাছ এবং দেশিয় প্রজাতির ছোট মাছের কৌলিতাত্ত্বিক গুণাগুণ সম্পন্ন ব্রুড মাছ উৎপাদন;
- দেশের প্রান্তিক মৎস্যচাষি পর্যায়ে গুণগত মানসম্পন্ন পোনার সরবরাহ নিশ্চিতকরণ;
- মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি;

- কর্মসংস্থান সৃষ্টি; এবং
- দারিদ্র্য বিমোচন।

৭.০ **প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ**

- প্রাকৃতিক উৎসের ব্রুড মাছ উৎপাদন;
- প্রশিক্ষণ প্রদান (কর্মকর্তা ও মৎস্যচাষি);
- মৎস্য আইন বাস্তবায়ন;
- খামারের সীমানা প্রাচীর ও সংযোগ সড়ক নির্মাণ/মেরামত;
- হ্যাচারি ইউনিট নির্মাণ;
- গ্যারেজ, গার্ড সেড ও স্টোর রুম নির্মাণ;
- পুকুর খনন/পুনঃখনন;
- পুকুর পাড়ে রিটেনিং ওয়াল নির্মাণ;
- প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ/মেরামত;
- পানি সরবরাহ অবকাঠামো নির্মাণ।

**৮.০ প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) এর ভিত্তিতে):**

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং | অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ | একক | আরডিপিপি'র লক্ষ্যমাত্রা | | প্রকৃত ব্যয় | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | বাস্তব | আর্থিক | বাস্তব | আর্থিক |
| | **(ক) রাজস্ব ব্যয়ঃ** | | | | | |
| ১ | কর্মকর্তাদের বেতন | জন | ৭ | ১৩৩.১০ | ৭ | ১২৫.৭১ |
| ২ | কর্মচারিদের বেতন | জন | ৩০ | ১৫১.১২ | ৩০ | ১৪৯.০২ |
| ৩ | ভাতাদি | জন | ৩৭ | ২৪৯.০৩ | ৩৭ | ২৪৩.৫৩ |
| ৪ | ভ্রমণ ব্যয় | থোক | থোক | ১৫০.০০ | থোক | ১৫০.০০ |
| ৫ | ইনকাম ট্যাক্স, টেলিফোন এবং ইন্টারনেট | থোক | থোক | ৫.০০ | থোক | ৪.২০ |
| ৬ | রেজিস্ট্রেশন ফি | থোক | থোক | ৪.১৭ | থোক | ৪.১৭ |
| ৭ | জ্বালানি ও লুব্রিকেন্ট | থোক | থোক | ১২০.০০ | থোক | ১১৯.১৫ |
| ৮ | স্টেশনারি, সিল স্ট্যাম্প | থোক | থোক | ২০.০০ | থোক | ২০.০০ |
| ৯ | মিডিয়া, লিফলেট প্রিন্টিং | থোক | থোক | ৭৫.০০ | থোক | ৭৪.৯৯ |
| ১০ | প্রচার বিজ্ঞাপন | থোক | থোক | ৩৫.০০ | থোক | ৩৫.০০ |
| ১১ | প্রশিক্ষণ | সংখ্যা | ৬০০০ | ২০০.০০ | ৬০০০ | ২০০.০০ |
| ১২ | বিদেশ শিক্ষাসফর | সংখ্যা | ৩০ | ১২০.০০ | ২৯ | ১১৯.৯৬ |
| ১৩ | ওয়ার্কশপ | সংখ্যা | ৮ | ১৬.৮০ | ৮ | ১৬.৭৬ |
| ১৪ | অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর | ব্যাচ | ২০ | ২৭.০০ | ২০ | ২৭.০০ |
| ১৫ | ওভার টাইম | থোক | - | ১৪.০০ | - | ১৪.০০ |
| ১৬ | দৈনিক মজুরি | থোক | থোক | ১৬.০০ | থোক | ১৬.০০ |
| ১৭ | কেমিক্যাল | থোক | থোক | ৫০.০০ | থোক | ৫০.০০ |
| ১৮ | সম্মানী ভাতা | থোক | থোক | ১০.০০ | থোক | ১০.০০ |
| ১৯ | সার, ওষুধ, টিকা ও মৎস্য খাদ্য | থোক | থোক | ১০০০.০০ | থোক | ১০০০.০০ |
| ২০ | বীজ ও উদ্ভিদ | থোক | থোক | ৫.৪০ | থোক | ৫.৪০ |
| ২১ | বিদেশ হতে মাছ আমদানি | থোক | থোক | ৭৫.০০ | থোক | ৭৫.০০ |
| ২২ | হ্যাচারি আইন বাস্তবায়ন | সংখ্যা | ১২০০ | ৬০.০০ | ১২০০ | ৬০.০০ |
| ২৩ | সাধারণ সরবরাহ | থোক | থোক | ৬০.০০ | থোক | ৬০.০০ |
| ২৪ | যানবাহন মেরামত ও সংরক্ষণ | থোক | থোক | ৫০.০০ | থোক | ৫০.০০ |
| ২৫ | কম্পিউটার মেরামত | থোক | থোক | ৫.০০ | থোক | ৫.০০ |
| ২৬ | সীমানা প্রাচীর মেরামত | বর্গফুট | ১.৪৫ লক্ষ | ২৬৪.৮২ | ১.৪৫ লক্ষ | ২৬৪.৮২ |
| | **উপ-মোট রাজস্ব ব্যয়:** | | | **২৯১৬.৪৪** | | **২৯০০.৫৫** |
| | **(খ) মূলধন ব্যয়:** | | | | | |
| ২৭ | পিক আপ | সংখ্যা | ৩ | ১৩৯.২১ | ৩ | ১৩৯.২১ |

| ক্রমিক নং | অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ | একক | আরডিপিপি'র লক্ষ্যমাত্রা | | প্রকৃত ব্যয় | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | বাস্তব | আর্থিক | বাস্তব | আর্থিক |
| ২৮ | মোটরসাইকেল | সংখ্যা | ২৭ | ৩৫.৫১ | ২৭ | ৩৫.৫১ |
| ২৯ | ডিজিটাল ভিডিও ক্যামেরা | সংখ্যা | ১ | ০.৩০ | ১ | ০.৩০ |
| ৩০ | মাছ ধরা জাল | সংখ্যা | ৮১ | ৬৪.৮০ | ৮১ | ৬৪.৮০ |
| ৩১ | এ্যারেটর | সংখ্যা | ৫৪ | ৮০.৯৫ | ৫৪ | ৮০.৯৫ |
| ৩২ | পাম্প মেশিন | সংখ্যা | ২৭ | ১৬.২০ | ২৭ | ১৬.১২ |
| ৩৩ | পিলেট মেশিন | সংখ্যা | ২৭ | ৪০.৪৭ | ২৭ | ৪০.৪৭ |
| ৩৪ | রেফ্রিজারেটর | সংখ্যা | ২৭ | ১৩.৫০ | ২৭ | ১৩.৫০ |
| ৩৫ | ল্যাবরেটরি যন্ত্রপাতি | সংখ্যা | ৫৪ | ২২৫.৫২ | ৫৪ | ২২৫.৫২ |
| ৩৬ | কম্পিউটার, প্রিন্টার সরঞ্জামাদি | সংখ্যা | ৪ | ৩.৬০ | ৪ | ৩.৫৮ |
| ৩৭ | ফটোকপিয়ার এবং মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর | সংখ্যা | ২ | ৪.৫০ | ২ | ৪.৫০ |
| ৩৮ | জেনারেটর | সংখ্যা | ২৭ | ৩২৩.৮৭ | ২৭ | ৩২৩.৮৭ |
| ৩৯ | স্ক্যানার | সংখ্যা | ২ | ১.০০ | ২ | ১.০০ |
| ৪০ | আসবাবপত্র | থোক | থোক | ৮৫.০০ | থোক | ৮৫.০০ |
| ৪১ | টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি | সংখ্যা | ২ | ২.০০ | ২ | ১.৯৯ |
| ৪২ | এয়ারকন্ডিশনার | সংখ্যা | ৩ | ৩.০০ | ৩ | ৩.০০ |
| ৪৩ | সীমানা প্রাচীর নির্মাণ | ফুট | ১৯৮৫ | ৬০.৪৮ | ১৯৮৫ | ৬০.৪৮ |
| ৪৪ | সংযোগ সড়ক | বর্গফুট | ৪০৩৯৫ | ২২৫.৪০ | ৪০৩৯৫ | ২২৫.৪০ |
| ৪৫ | পুকুরের সংরক্ষণ বাঁধ নির্মাণ | ফুট | ৯৫৪৭ | ৪৩৯.১৪ | ৯৫৪৭ | ৪৩৯.১৪ |
| ৪৬ | হ্যাচারি ইউনিট নির্মাণ | বর্গফুট | ৮২৬৭ | ২৪৮.০০ | ৮২৬৭ | ২৪৮.০০ |
| ৪৭ | এ্যারেশন সুবিধাসহ ওভারহেড ট্যাংক নির্মাণ | বর্গফুট | ১৮৭৫ | ১১২.৫০ | ১৮৭৫ | ১১২.৫০ |
| ৪৮ | গ্যারেজ, গার্ড সেড, স্টোর নির্মাণ | বর্গফুট | ৬২১২ | ১৫৫.২৯ | ৬২১২ | ১৫৩.৮৩ |
| ৪৯ | গভীর নলকূপ স্থাপন | সংখ্যা | ২৭ | ৪০৫.০০ | ২৭ | ৪০৫.০০ |
| ৫০ | পানি সরবরাহ ব্যবস্থা | থোক | - | ১০৮.৯০ | - | ১০৮.৯০ |
| ৫১ | বিদ্যুতায়ন | থোক | - | ১৭৩.০০ | - | ১৭৩.০০ |
| ৫২ | পুকুর খনন/পুন:খনন | কিউ.মি. | - | ৩১৩.০০ | - | ৩১২.৩৮ |
| ৫৩ | প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ | বর্গফুট | - | ২৯.০০ | - | ২৯.০০ |
| | **মোট মূলধন ব্যয় (খ)** | | | **৩৩০৯.১৪** | | **৩৩০৬.৯৫** |
| | **সর্বমোট (ক+খ)** | | | **৬২২৫.৫৮** | **১০০%** | **৬২০৭.৫০** |

**৯.০** **কাজ অসমাপ্ত থাকিলে উহার কারণঃ** বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী সকল অংগের কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

**১০.০** **প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধনঃ**

আলোচ্য প্রকল্পটি ৫৫৪২.৩৮ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) প্রাক্কলিত ব্যয়ে সেপ্টেম্বর ২০১৪ থেকে ডিসেম্বর ২০১৯ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ২৫/০২/২০১৫ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

- পরবর্তীতে নতুন পে স্কেল অনুযায়ী বেতন-ভাতা পুনঃনির্ধারণ, বিভিন্ন প্রদর্শনী খাতে ব্যয় বৃদ্ধি, গণপূর্ত বিভাগের রেট সিডিউল পরিবর্তন হওয়ায় হ্যাচারি নির্মাণ, পুকুর খনন/পুনঃখননে ব্যয় বৃদ্ধিজনিত কারণে প্রকল্পটি ৬২২৫.৫৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এবং বাস্তবায়নকাল সেপ্টেম্বর ২০১৪ থেকে ডিসেম্বর ২০১৯ মেয়াদে মাননীয় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী কর্তৃক ০৫/০৯/২০১৮ তারিখে ১ম সংশোধন অনুমোদন করা হয়।

**১১.০** **বছর ভিত্তিক এডিপি/সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ঃ**

(লক্ষ টাকায়)

| আর্থিক বছর | এডিপি/সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ | | | ব্যয় | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | মোট | টাকা | প্রঃসাঃ | মোট | টাকা | প্রঃসাঃ |
| ২০১৪-২০১৫ | ২৫০.০০ | ২৫০.০০ | - | ২৫০.০০ | ২৫০.০০ | - |
| ২০১৫-২০১৬ | ২১৫৫.০০ | ২১৫৫.০০ | - | ২১৫৪.৪২ | ২১৫৪.৪২ | - |
| ২০১৬-২০১৭ | ৯৯৯.৭০ | ৯৯৯.৭০ | - | ৯৯৭.৭০ | ৯৯৭.৭০ | - |
| ২০১৭-২০১৮ | ৭০০.০০ | ৭০০.০০ | - | ৬৯৮.৭২ | ৬৯৮.৭২ | - |
| ২০১৮-২০১৯ | ১৫২৩.৬৩ | ১৫২৩.৬৩ | - | ১৪৬৮.৭৭ | ১৪৬৮.৭৭ | - |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ২০১৯-২০২০ | ৫৯৭.২৫ | ৫৯৭.২৫ | - | ৬৭৭.৮৯ | ৬৭৭.৮৯ | - |
| **মোটঃ** | **৬২২৫.৫৮** | **৬২২৫.৫৮** | - | **৬২০৭.৫০** | **৬২০৭.৫০** | - |

**১২.০ প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ**

| নং | প্রকল্প পরিচালকের নাম ও ফোন নম্বর | যোগদানের তারিখ | দায়িত্বের শেষ তারিখ |
|---|---|---|---|
| ০১ | জনাব কাজী ইকবাল আজম, প্রকল্প পরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর | ০৫.০৩.২০১৫ | ৩০.০৬.২০১৬ |
| ০২ | জনাব মোঃ সিরাজুর রহমান, প্রকল্প পরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর<br>মোবাইল: ০১৭১২৬৬৭৯৯০ | ১০.০৭.২০১৬ | ৩১.১২.২০১৯ |

**১৩.০ প্রকল্পের প্রধান প্রধান অংগের বিশ্লেষণঃ**

১৩.১ **অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণঃ** প্রকল্পের আওতায় মৎস্য অধিদপ্তরের ৫০০ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারি এবং ৫৫০০ জন হ্যাচারি মালিক, নার্সারি অপারেটর, এনজিও কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান বাবদ ২০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.২ **বিদেশে শিক্ষা সফর ও অভিজ্ঞতা বিনিময় সফরঃ** মৎস্য অধিদপ্তরের ৩০ জন কর্মকর্তার বিদেশ সফর এবং ২০ ব্যাচে মৎস্য চাষিদের অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর বাবদ ১৪৬.৯৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.৩ **মোটরযানঃ** প্রকল্পের কার্যক্রম পরিবীক্ষণের জন্য ৩টি পিক আপ ও ২৭টি বীজ উৎপাদন খামারে ব্যবহারের জন্য ২৭টি মটর সাইকেল ক্রয় করা বাবদ ১৭৪.৭২ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.৪ **সার, ঔষধ ও কেমিকেল ক্রয়ঃ** ২৭টি মৎস্য বীজ উৎপাদন খামারে সার, ওষুধ, টিকা ও মৎস্য খাদ্য ক্রয় বাবদ ১০০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.৫ **সীমানা প্রাচীর নির্মাণ ও মেরামতঃ** ২৭টি মৎস্য বীজ উৎপাদন খামারের পুরাতন সীমানা প্রাচীর মেরামত ও নতুন সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করা বাবদ ৩২৫.৩০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.৬ **মালামাল সরবরাহঃ** ২৭টি মৎস্যবীজ উৎপাদন খামারে ব্রুড মাছ চাষে সহায়তার জন্য ৮১টি মাছ ধরা জাল, ৫৪টি এ্যারেটর, ২৭টি পাম্প মেশিন, ২৭টি পিলেট মেশিন, ২৭টি রেফ্রিজারেটর, ৫৪টি ল্যাবরেটরি যন্ত্রপাতি, ২৭টি জেনারেটর সরবরাহ করা বাবদ মোট ৭৬৫.২৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.৭ **হ্যাচারি ইউনিট নির্মাণঃ** পুরাতন ২৭টি মৎস্যবীজ উৎপাদন খামারে নতুন করে হ্যাচারি নির্মাণ বাবদ ২৪৮.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.৮ **অন্যান্য নির্মাণঃ** ২৭টি পুরাতন মৎস্য হ্যাচারিতে সংযোগ সড়ক, পুকুরের সংরকক্ষণ বাঁধ নির্মাণ, ওভারহেড ট্যাংক নির্মাণ, গ্যারেজ, গার্ড সেড, স্টোর নির্মাণ, গভীর নলকূপ স্থাপন পানি সরবরাহ লাইন স্থাপন, বিদ্যুতায়ন ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়।

**১৪.০ প্রকল্প পরিদর্শনঃ**

আইএমইডি কর্তৃক নাটোর জেলার বড়াইগ্রাম উপজেলা, রাজশাহী জেলার পুঠিয়া উপজেলা ও নরসিংদী জেলার সদর উপজেলায় মৎস্যবীজ উৎপাদন খামারে প্রকল্পের কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্ট জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, খামার ব্যবস্থাপক ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্য নিম্নে তুলে ধরা হলঃ

১৪.১ নাটোর জেলার বড়াইগ্রাম উপজেলার কারবালা মৎস্য বীজ উৎপাদন খামারে পদ্মা নদী থেকে সংগ্রহ করা রেণু হতে কার্প ব্রুড তৈরি করা হয়। প্রকল্প মেয়াদে এ খামারে মোট ১৬০০ কেজি কার্প ব্রুড তৈরি করা হয়। ৮০০ কেজি ঈশ্বরদি খামারে ও ৮০০ কেজি নাটোর সদর, রায়গঞ্জ, মালতিনগর, বগুড়া খামারে সরবরাহ করা হয়। ১৫০ কেজি উন্নত কার্প রেণু উৎপাদন হয়েছে। ১ লক্ষ কার্পের পোনা উৎপাদন করা হয়। চীন হতে চাইনিজ কার্পের ১৬০০ কেজি মূলজাতের পোনা আমদানি করা হয়। ১০০ জন মাছচাষি, নার্সারি চাষিদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রকল্প থেকে এ খামারে ১টি মটর সাইকেল, ১টি পিলেট মেশিন, রেফ্রিজারেটর ১টি, মাছ ধরা জাল ১ সেট, এ্যারেটর ২টি (বর্তমানে ১টি অচল),

পরীক্ষাগারের যন্ত্রপাতি ১ সেট, হ্যাচারি ইউনিট নির্মাণ ১টি, আংশিক সীমানা প্রাচীর সংস্কার, ৩০ মিটার এপ্রোচ রোড এবং ওভারহেড ট্যাংক নির্মাণ করা হয়।

১৪.২ রাজশাহী জেলার পুঠিয়া উপজেলার মৎস্য বীজ উৎপাদন খামারে ১টি ওভারহেড ট্যাংক নির্মাণ, ৪৭০ মিটার এপ্রোচ রোড নির্মাণ, ৫টি পুকুরের পাড়ে আংশিক রিটেনিং ওয়াল নির্মাণ, ১টি পুকুর পুনঃখনন, ৪২০ ফুট গাইড ওয়াল নির্মাণ করা হয়। এছাড়া ১টি জেনারেটর, মাছের খাদ্য তৈরির মেশিন ১টি, ২টি এ্যারেটর, ১টি মটর সাইকেল, ১টি ট্রলি গাড়ি, ১টি পাম্প মেশিন এবং ১ সেট মাছ ধরার জাল সরবরাহ করা হয়।

১৪.৩ নরসিংদী সদর উপজেলার বাগহাটা স্থানে মৎস্য বীজ উৎপাদন খামারে ১টি ওভারহেড ট্যাংক নির্মাণ, এপ্রোচ রোড নির্মাণ, ২টি পুকুর পুনঃখনন, পুকুরের পাড়ে গাইড ওয়াল নির্মাণ, ১টি হ্যাচারি নির্মাণ, সীমানা প্রাচীর, ক্যাম্পাসে বিদ্যুৎ লাইন সরবরাহ, পানি সরবরাহ লাইন স্থাপন করা হয়। এছাড়া ১টি জেনারেটর, মাছের খাদ্য তৈরির মেশিন ১টি, ২টি এ্যারেটর, ১টি মোটর সাইকেল, মাছ পরীক্ষার টুল বক্স, ব্যালেন্স, ১টি রেফ্রিজারেটর, ১০ কেভিএ জেনারেটর, ৩টি বেড় জাল, ২টি পাম্প মেশিন সরবরাহ ও ক্যাম্পাস লাইট পোস্ট স্থাপন করা হয়। প্রকল্পের অর্থে চীন হতে আমদানীকৃত সিলভার কার্প- ১০০টি, বিগহেড কার্প ১০০টি, গ্রাস কার্প ১০০টি মা মাছ খামারের পুকুরে চাষ করা হয়। বর্তমানে সিলভার কার্প- ৬৫৬টি, বিগহেড কার্প ১০৯৫টি, গ্রাস কার্প ১০৩০টি এবং সিলভার কার্প ৬৫৬টি মজুদ রয়েছে।

১৪.৪ প্রকল্প পরিদর্শনের স্থির চিত্র:



নাটোর জেলার বড়াইগ্রাম মৎস্যবীজ উৎপাদন খামার উন্নয়ন



জলাশয়ে কার্প জাতীয় মাছচাষ





নাটোর বড়াইগ্রাম মৎস্য হ্যাচারি ও উচ্চ জলাধার নির্মাণ



পুঠিয়া মৎস্যবীজ খামার উন্নয়ন





নরসিংদী মৎস্য খামারে নির্মিত অফিস ভবন, চীন হতে আমদানিকৃত চাইনিজ কার্প জাতীয় ব্রুড মাছের প্রদর্শনী পুকুর, নির্মিত ওভারহেড ট্যাংক, হ্যাচারি ভবন, অভ্যন্তরীণ রাস্তা, ফলজ, বনজ এবং ঔষধি গাছ রোপন

## ১৫.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ

| পরিকল্পিত উদ্দেশ্য | অর্জন |
|---|---|
| • অন্তপ্রজনন ও সংকরায়ন সমস্যা নিরসন করে দেশের সরকারি ও বেসরকারি মৎস্যবীজ উৎপাদন খামারসমূহে গুণগত মানসম্পন্ন ব্রুড মাছ ও পোনা সরবরাহ নিশ্চিতকরণ; | প্রকল্প মেয়াদে খামারে ব্রুড ( প্রজননক্ষম মাছ) ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন করা হয়। প্রাকৃতিক উৎস হতে (পদ্মা, যমুনা ও হালদা নদী) মা মাছ সংগ্রহ করা হয় এবং মানসম্মত মাছের ডিম ও রেনু সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়। |
| • কার্প জাতীয় মাছ এবং দেশিয় প্রজাতির ছোট মাছের কৌলিতাত্ত্বিক গুণাগুণ সম্পন্ন ব্রুড মাছ উৎপাদন; | প্রকল্প মেয়াদে প্রাকৃতিক উৎস হতে (পদ্মা, যমুনা ও হালদা নদী) মাছের পোনা সংগ্রহ করা হয় যা মানসম্মত জলজ ব্যবস্থাপনায় মাছচাষ সহায়ক হয়। ফলে ৩৫ মে.টন কার্প পোনা, ০.৪৪ মে.টন ডিম ও ২৬ লক্ষ পোনা উৎপাদিত হয়। |
| • দেশের প্রান্তিক মৎস্য চাষি পর্যায়ে গুণগত মানসম্পন্ন পোনার সরবরাহ নিশ্চিতকরণ; | ২৭টি সরকারি মৎস্য হ্যাচারিতে পোনা ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন সহজ হয়েছে। ৩৫ মে.টন কার্প পোনা, ০.৪৪ মে.টন ডিম ও ২৬ লক্ষ পোনা উৎপাদিত হয়। প্রায় ৬.৭ মে.টন কার্প পোনা বেসরকারী মৎস্য খামারীদের নিকট বিক্রয় করা হয়। |
| • মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি; | প্রকল্প মেয়াদে মূলজাতের ৩৮,৪৬১টি চাইনিজ কার্প পোনা চীন থেকে আমদানী করে সরকারি হ্যাচারিতে রাখা হয়। মাছ উৎপাদন বৃদ্ধিতে ও মূল প্রজাতির গুণাবলি সংরক্ষণে এ হস্তক্ষেপ প্রশংসনীয় অবদান রেখেছে। |
| • কর্মসংস্থান সৃষ্টি; এবং | প্রকল্পে ২৭ জন কর্মচারি সরাসরি নিয়োগ এবং ৩ জন আউটসোর্সিং-এর মাধ্যমে নিয়োগ দেয়া হয়। মৎস্য দপ্তরের ৫০০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারিকে প্রশিক্ষণ এবং ৫৫০০ জন বেসরকারি হ্যাচারি, নার্সারি মালিক, খামারি ও এনজিও কর্মীদের মানসম্মত পোনা উৎপাদন, জীবানু-রক্তরস সংরক্ষণ, হ্যাচারি ব্যবস্থাপনা, পোনা পালন, পোনা নিয়ন্ত্রণ বিষয়ের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। |
| • দারিদ্র্য বিমোচন | প্রকল্প এলাকার প্রায় ৩০,০০০ বেকার জনগণ মাছ উৎপাদনের মাধ্যমে জীবিকার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়েছে। এতে স্বল্পকালীন ও মৌসুম ভিত্তিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রায় ১ মিলিয়ন জনগণ উপকৃত হবে। |

## ১৬.০ প্রকল্পটি সম্পর্কে আইএমইডি'র পর্যবেক্ষণঃ

১৬.১ প্রকল্পের কার্যক্রমের আওতায় প্রাকৃতিক উৎস হতে (পদ্মা, যমুনা ও হালদা নদী) উন্নত জাতের সুস্থ মা মাছ ও মাছের পোনা সংগ্রহ করা হয়। সংগৃহীত মা মাছ ও পোনা মাছ দেশের ২৭টি সরকারি হ্যাচারিতে চাষ করা হয়। চীন হতে কার্প জাতীয় মাছ আমদানী করে সরকারি হ্যাচারির পুকুরে চাষ করা হচ্ছে। ২৭টি হ্যাচারিতে ব্রুড মাছের ডিম হতে রেনু পোনা উৎপাদন করে পার্শ্ববর্তী মৎস্যচাষি ও খামারিদের নিকট সরকারি মূল্যে বিক্রি করা হয়। ফলে বেসরকারি হ্যাচারি ও মৎস্য খামারগুলোতে রেনু পোনার চাহিদা অনেকাংশে পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে। সরকারি পুরাতন মৎস্য বীজ খামারে অবকাঠামো নির্মাণ, হ্যাচারি নির্মাণ, অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণসহ প্রয়োজনীয় উপকরণ বিতরণ করায় হ্যাচারিগুলোতে মাছের পোনা উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৬.২ রাজশাহী জেলার পুঠিয়া মৎস্য বীজ উৎপাদন খামারে প্রকল্প থেকে সরবরাহকৃত মাছের খাদ্য তৈরির মেশিন এবং ২টি এ্যারেটর নষ্ট হয়ে গেছে। ফলে মাছের খাদ্য উৎপাদন করা যাচ্ছে না। এ্যারেটর নষ্ট থাকায় পুকুরে মাছ অক্সিজেনের অভাবজনিত ঝুঁকিতে রয়েছে।

১৬.৩ নাটোর জেলার বড়াইগ্রাম উপজেলার কারবালা মৎস্য বীজ উৎপাদন খামারে প্রকল্পের অর্থে এপ্রোচ রোড নির্মাণ করা হয়েছে। এপ্রোচ রোডের কয়েকটি স্থানে রাস্তা ভেঙ্গে গেছে এবং মাঝে মাঝে গর্তের সৃষ্টি হয়েছে।

১৬.৪ প্রকল্পের ক্রয়কৃত ৩টি পিকআপ প্রকল্প সমাপ্তির পর প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক-এর কার্যালয়ে হস্তান্তর করা হয়। উন্নয়ন প্রকল্পের পরিপত্রে প্রকল্পের সংগৃহীত যানবাহন সরকারি পরিবহন পুলে জমা দেয়ার বিধান রয়েছে। পিকআপগুলো এখনো সরকারি পরিবহন পুলে জমা দেয়া হয়নি। গাড়িগুলো বর্তমানে কোথায় ব্যবহার হচ্ছে তা পিসিআরে উল্লেখ করা হয়নি।

১৬.৫ প্রকল্পের আওতায় সংগ্রহকৃত উপকরণ এবং মৎস্যবীজ উৎপাদন কেন্দ্রগুলোতে সরবরাহকৃত মালামালগুলোতে সংক্ষেপে প্রকল্পের নামকরণ করা হয়নি। ফলে এ প্রকল্পের সংগৃহীত মালামাল/উপকরণের সাথে অন্যান্য প্রকল্প বা রাজস্ব খাতে ক্রয়কৃত মালামাল সনাক্ত করা হচ্ছে না।

১৬.৬ পিসিআর অনুযায়ী প্রকল্পের ২০১৬-১৭ ও ২০১৭-১৮ অর্থবছরের প্রায় ১০.৭৭ লক্ষ টাকার অডিট আপত্তি ছিল। সেগুলো নিষ্পত্তি করা হয়েছে মর্মে প্রকল্প পরিচালক জানান। তাছাড়া ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ (ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত) অর্থবছরের অডিট সম্পন্ন করা হয়নি। অসমাপ্ত অডিট দ্রুত সম্পন্ন করা প্রয়োজন।

## ১৭.০ সুপারিশ/দিক-নির্দেশনাঃ

১৭.১ রাজশাহী জেলার পুঠিয়া মৎস্য বীজ উৎপাদন খামারের এ্যারেটর ও মাছের খাদ্য তৈরির মেশিন দ্রুত মেরামত করার জন্য মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;

১৭.২ নাটোর জেলার বড়াইগ্রাম উপজেলার কারবালা মৎস্য বীজ উৎপাদন খামারের এপ্রোচ রোড মেরামত করতে হবে;

১৭.৩ প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত ৩টি পিকআপ সরকারি পরিবহন পুলে জমার দেয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;

১৭.৪ সরকারের অর্থে ক্রয়কৃত মালামাল সহজে সনাক্তকরণের লক্ষ্যে এ প্রকল্পের সংগৃহীত মালামালের গায়ে অমোচনীয় কালি দিয়ে প্রকল্পের নামকরণ করতে হবে;

১৭.৫ প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত আসবাবপত্র, অফিস যন্ত্রপাতি, মৎস্যবীজ উৎপাদন খামারে সরবরাহকৃত উপকরণগুলো রাজস্ব খাত হতে রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রযুক্তি/প্রদর্শনী ও স্থাপনাগুলো টেকসই করার নিমিত্ত মৎস্য অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

১৭.৬ ২৭টি সরকারি মৎস্যবীজ উৎপাদন খামারে প্রকল্পের মা মাছগুলো যথাযথ সংরক্ষণ করে উৎপাদিত পোনা বিতরণের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য মৎস্য অধিদপ্তরকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

১৭.৭ প্রকল্পের ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ (ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত) অর্থবছরের অডিট দ্রুত সম্পন্নের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং তার প্রতিবেদন সার-সংক্ষেপ আকারে (প্রয়োজনে ছায়ালিপি) আইএমইডি'তে প্রেরণ করতে হবে;

১৭.৮ উপরোল্লিখিত সুপারিশের আলোকে গৃহিত পদক্ষেপ প্রতিবেদন প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে এ বিভাগকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

# Enhanced Coastal Fisheries (ECOFISH-Bangladesh) শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

**(সমাপ্তঃ ডিসেম্বর, ২০১৯)**

**১.০ প্রকল্পের নাম** : Enhanced Coastal Fisheries (ECOFISH-Bangladesh)

**২.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ** : মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

**৩.০ বাস্তবায়নকারী সংস্থা** : মৎস্য অধিদপ্তর

**৪.০ প্রকল্প এলাকা** : বরিশাল, ভোলা, পটুয়াখালী, বরগুনা, বাগেরহাট, পিরোজপুর, চাঁদপুর, লক্ষীপুর, নোয়াখালী, শরীয়তপুর, কক্সবাজার জেলা।

**৫.০ প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ**

(লক্ষ টাকায়)

| প্রাক্কলিত ব্যয় | | প্রকৃত ব্যয় | পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল | | প্রকৃত বাস্তবায়নকাল | অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %) | অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| মূল মোট টাকা প্র:সা: | সর্বশেষ সংশোধিত | | মূল | সর্বশেষ সংশোধিত | | | |
| ১০৫২২.৩০<br>১৫০০.০০<br>৯০২২.৩০ | -- | ১০৫২২.৩০<br>১৫০০.০০<br>৯০২২.৩০ | জুন ২০১৪- মে ২০১৯ | ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত | জুন ২০১৪- ডিসেম্বর ২০১৯ | -- | -- |

■ বাংলাদেশ সরকারের অনুদান ও USAID এর অর্থায়নে কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটি বাস্তবায়িত।

৬.০ **প্রকল্পের পটভূমি ও উদ্দেশ্যঃ**

৬.১ **পটভূমিঃ** বাংলাদেশের জাতীয় মাছ ইলিশ। এ সম্পদ উন্নয়নে সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করার ফলে ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। ইলিশ অভয়াশ্রমগুলো ব্যবস্থাপনার ফলে ইলিশের পাশাপাশি অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রজাতি যেমন- পাঙ্গাস, আইর, বাঘাইর, রিঠা, শিলং, বোয়াল ও চিংড়িসহ নদী ও উপকূলীয় অনেক মাছের উৎপাদনও বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রাণিজ প্রোটিন সরবরাহ ও পাঁচ লক্ষ জেলে সম্প্রদায়ের জীবন-জীবিকা রক্ষায় ইলিশ ও অন্যান্য উপকূলীয় মাছের উন্নয়নে সরকারের নেয়া উদ্যোগে USAID প্রযুক্তিগত ও আর্থিক সহায়তা দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করলে মৎস্য অধিদপ্তর ও ওয়ার্ল্ডফিশ ইকোফিশ-বাংলাদেশ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে। পদ্মা ও মেঘনা নদীর উপকূলীয় পরিবেশ এবং তার উপর নির্ভরশীল জেলে সম্প্রদায়ের জীবিকা উন্নয়নে এ প্রকল্পটি জেলে সম্প্রদায়কে সহায়তা প্রদান করেছে। বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণা কার্যক্রমের মাধ্যমে ইলিশ ও অন্যান্য মাছের সংরক্ষণ, আহরণ ও উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

৬.২ **সার্বিক উদ্দেশ্য:** মেঘনা নদীর ইকোসিষ্টেম ও উপকূলীয় মৎস্য সম্পদের উপর নির্ভরশীল জেলে সম্প্রদায়ের জীবনমান উন্নয়ন করা;

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য:

- মৎস্য ব্যবস্থাপনায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য উন্নত কারিগরি জ্ঞান আহরণ;
- অভিযোজনক্ষম মৎস্য সহ-ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ;
- মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের সহিষ্ণুতা (Resilience) বৃদ্ধিকরণ;
- মৎস্যজীবী-সহায়ক উন্নত নীতিমালা প্রণয়ন, ক্ষমতায়ন ও সহায়তা প্রদান।

**৭.০ প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) এর ভিত্তিতে):**

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং | অনুমোদিত টিএপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ | একক | টিএপিপি'র লক্ষ্যমাত্রা | | প্রকৃত ব্যয় | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | বাস্তব | আর্থিক | বাস্তব | আর্থিক |
| | **(ক) রাজস্ব ব্যয়ঃ** | | | | | |
| ১ | কর্মকর্তা ও কর্মচারির বেতন (ওয়ার্ল্ডফিশ) | জনমাস | ২২৮০ | ২০৪৩.৭২ | ২২৮০ | ২০৪৩.৭২ |
| ২ | কর্মকর্তা ও কর্মচারির ভাতাদি (ওয়ার্ল্ডফিশ) | জনমাস | ২২৮০ | ১৩৬২.৪৮ | ২২৮০ | ১৩৬২.৪৮ |
| ৩ | জাতীয় পরামর্শক বেতন-ভাতা | জনমাস | ৫০ | ২২০.৭৪ | ৫০ | ২২০.৭৪ |
| ৪ | বিদেশি পরামর্শক বেতন-ভাতা | জনমাস | ৫০ | ১৪৮.৯৮ | ৫০ | ১৪৮.৯৮ |
| ৫ | অন্যান্য ভাতা (মৎস্য অফিস) | জন | ৪ | ১৭.২৮ | ৪ | ১৭.২৮ |
| ৬ | ডিএসএ/টিএ/ডিএ | থোক | - | ৩৩৩.০৬ | - | ৩৩৩.০৬ |
| ৭ | জ্বালানি | থোক | - | ১১৩.৪০ | - | ১১৩.৪০ |
| ৮ | মোটরসাইকেল রক্ষণাবেক্ষণ | থোক | - | ৩৯.৬০ | - | ৩৯.৬০ |
| ৯ | প্রিন্টিং ও প্রকাশনা | থোক | - | ১০০.০০ | - | ১০০.০০ |
| ১০ | স্টেশনারি | থোক | - | ৬২.৪০ | - | ৬২.৪০ |
| ১১ | কম্পিউটার এক্সেসরিজ | থোক | - | ১৩.২০ | - | ১৩.২০ |
| ১২ | মৎস্য মেলা ও র‍্যালি | থোক | - | ২৫.০০ | - | ২৫.০০ |
| ১৩ | যানবাহন ভাড়া | থোক | - | ১৮৩.০০ | - | ১৮৩.০০ |
| ১৪ | অন্যান্য | থোক | - | ৫১.৭৯ | - | ৫১.৭৯ |
| ১৫ | অফিস ভাড়া ও রক্ষণাবেক্ষণ | থোক | - | ১০৮.০০ | - | ১০৮.০০ |
| ১৬ | বিজ্ঞাপন | থোক | - | ২.৮৪ | - | ২.৮৪ |
| ১৭ | ক্লিনিং সার্ভিস | থোক | - | ১২.০০ | - | ১২.০০ |
| ১৮ | নিরাপত্তা সেবা | থোক | - | ১৫.০০ | - | ১৫.০০ |
| ১৯ | ইউটিলিটি | থোক | - | ১২.০০ | - | ১২.০০ |
| ২০ | কমিউনিকেশন | থোক | - | ২২০.৬৮ | - | ২২০.৬৮ |
| ২১ | পাবলিকেশন | থোক | - | ৯৯.০৬ | - | ৯৯.০৬ |
| ২২ | পার্টনারদের জন্য সাপোর্ট | থোক | - | ১২৮৩.১০ | - | ১২৮৩.১০ |
| ২৩ | বৈদেশিক প্রশিক্ষণ (ওয়ার্ল্ডফিশ) | থোক | - | ২০০.০০ | - | ২০০.০০ |
| ২৪ | প্রশিক্ষণ ব্যয় (ওয়ার্ল্ডফিশ) | থোক | - | ৭.৮০ | - | ৭.৮০ |
| ২৫ | বৈদেশিক প্রশিক্ষণ (সরকারি অফিস) | থোক | - | ১৫০.০০ | - | ১৫০.০০ |
| ২৬ | স্থানীয় প্রশিক্ষণ | থোক | - | ৭৫.০০ | - | ৭৫.০০ |
| ২৭ | কোস্ট গার্ড ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ | থোক | - | ১০০.০০ | - | ১০০.০০ |
| ২৮ | ওয়ার্কশপ ও সভা | থোক | - | ১০৩৬.৯৩ | - | ১০৩৬.৯৩ |
| ২৯ | ওয়ার্কশপ/সেমিনার | থোক | - | ১৬৭.০০ | - | ১৬৭.০০ |
| ৩০ | রিভলভিং ফান্ড (মৎস্যজীবীদের জন্য) | থোক | - | ৩৫০.০০ | - | ৩৫০.০০ |
| ৩১ | জিওবি অনুদান | থোক | - | ১৫০০.০০ | - | ১৫০০.০০ |
| | **উপ-মোট রাজস্ব ব্যয়:** | | | **১০০৫৪.০৬** | | **১০০৫৪.০৬** |
| | **(খ) মূলধন ব্যয়:** | | | | | |
| ৩২ | মোটরসাইকেল | সংখ্যা | ৬৬ | ১১৫.৫০ | ৩৫ | ১১৫.৫০ |
| ৩৩ | যন্ত্রপাতি | থোক | - | ৩৫২.৭৪ | - | ৩৫২.৭৪ |
| | **মোট মূলধন ব্যয় (খ)** | | | **৪৬৮.২৪** | | **৪৬৮.২৪** |
| | **সর্বমোট (ক+খ)** | | | **১০৫২২.৩০** | | **১০৫২২.৩০** |

**৮.০ <u>কাজ অসমাপ্ত থাকিলে উহার কারণঃ</u>** বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় অনুমোদিত টিএপিপি অনুযায়ী সকল অংগের কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

**৯.০ <u>প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধনঃ</u>**

আলোচ্য প্রকল্পটি ১০৫২২.৩০ লক্ষ টাকা (জিওবি অনুদান ও USAID অর্থায়ন) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুন ২০১৪ থেকে মে ২০১৯ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ১৫/১০/২০১৫ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে

সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ ৭ মাস বৃদ্ধি করে জুন ২০১৪ থেকে ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত অনুমোদন করা হয়।

## ১০.০ বছর ভিত্তিক এডিপি/সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

| আর্থিক বছর | সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ | | | ব্যয় | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | মোট | টাকা | প্রঃসাঃ | মোট | টাকা | প্রঃসাঃ |
| ২০১৪-২০১৫ | ১০৬২.৫১ | ৩০০.০০ | ৭৬২.৫১ | ১০৬২.৫১ | ৩০০.০০ | ৭৬২.৫১ |
| ২০১৫-২০১৬ | ২১২৮.৭৯ | ৩০০.০০ | ১৮২৮.৭৯ | ২১২৮.৭৯ | ৩০০.০০ | ১৮২৮.৭৯ |
| ২০১৬-২০১৭ | ২৪৩৪.০০ | ৩০০.০০ | ২১৩৪.০০ | ২৪৩৪.০০ | ৩০০.০০ | ২১৩৪.০০ |
| ২০১৭-২০১৮ | ২৫৩৫.০০ | ৩০০.০০ | ২২৩৫.০০ | ২৫৩৫.০০ | ৩০০.০০ | ২২৩৫.০০ |
| ২০১৮-২০১৯ | ২১৫৯.১৭ | ৩০০.০০ | ১৮৫৯.১৭ | ২১৫৯.১৭ | ৩০০.০০ | ১৮৫৯.১৭ |
| ২০১৯-২০২০ | ২০২.৮৩ | ৩০০.০০ | ২০২.৮৩ | ২০২.৮৩ | ৩০০.০০ | ২০২.৮৩ |
| **মোটঃ** | **১০৫২২.৩০** | **১৫০০.০০** | **৯০২২.৩০** | **১০৫২২.৩০** | **১৫০০.০০** | **৯০২২.৩০** |

## ১১.০ প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

| নং | প্রকল্প পরিচালকের নাম ও ফোন নম্বর | যোগদানের তারিখ | দায়িত্বের শেষ তারিখ |
|---|---|---|---|
| ০১ | জনাব এম আই গোলদার, প্রকল্প পরিচালক | ০৭/০২/২০১৬ | ২৮/১২/২০১৬ |
| ০২ | জনাব এএসএম রাশেদুল হক, প্রকল্প পরিচালক | ২৯/১২/২০১৬ | ১৫/১০/২০১৮ |
| ০৩ | জনাব মাসুদ আরা মমি, প্রকল্প পরিচালক<br>মোবা: ০১৭১১১৩৬৮৪৫ | ১৬/১০/২০১৮ | ৩১/১২/২০১৯ |

## ১২.০ প্রকল্পের প্রধান প্রধান অংগের বিশ্লেষণঃ

১২.১ **প্রিন্টিং ও প্রকাশনা:** প্রকল্পের আওতায় মৎস্য চাষ এবং বছরের নিষিদ্ধ সময়ে মাছ না ধরা বিষয়ে বিভিন্ন লিফলেট, পুস্তিকা প্রকাশনা বাবদ ১০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১২.২ **বিদেশে প্রশিক্ষণ:** ওয়ার্ল্ডফিশ অফিসের জনবলের বিদেশে প্রশিক্ষণ বাবদ ২০০.০০ লক্ষ টাকা, মৎস্য অধিদপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন, আইএমইডি ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের জন্য বিদেশ সফর বাবদ ১৫০.০০ লক্ষ টাকা, ওয়ার্ল্ডফিশ কর্মকর্তাদের স্থানীয় প্রশিক্ষণ বাবদ ৭.৮০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১২.৩ **স্থানীয় প্রশিক্ষণ:** নদী ও সাগরে জেলেদের মাছ ধরার নিষিদ্ধ সময় এবং জালের ব্যবহার বিষয়ে কোস্ট গার্ড ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ বাবদ ১০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১২.৪ **ওয়ার্কশপ ও সভা:** প্রকল্প মেয়াদে উপকূলীয় জেলাগুলোতে বিভিন্ন ওয়ার্কশপ ও সভা বাবদ ১০৩৬.৯৩ লক্ষ টাকা এবং সেমিনার বাবদ ১৬৭.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১২.৫ **রিভলভিং ফান্ড:** উপকূলীয় ১১টি জেলায় মৎস্যজীবীদের জন্য রিভলভিং ফান্ড গঠন বাবদ ৩৫০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১২.৬ **মোটরসাইকেল:** উপকূলীয় ১১টি জেলায় ওয়ার্ল্ডফিশ কর্মকর্তা-কর্মচারি ও উপজেলা মৎস্য দপ্তরে ব্যবহারের জন্য ৩৫টি মোটরসাইকেল ক্রয় বাবদ ১১৫.৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১২.৭ **যন্ত্রপাতি:** প্রকল্পের কাজে ওয়ার্ল্ডফিশ কর্তৃক ব্যবহারের জন্য কম্পিউটার, ল্যাপটপ, প্রিন্টার, স্ক্যানার, প্রজেক্টর ক্রয়, ল্যাব যন্ত্রপাতি ক্রয় বাবদ ৩৫২.৭৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

## ১৩.০ প্রকল্প পরিদর্শনঃ

আইএমইডি কর্তৃক ২৫/১২/২০২০ তারিখে বরিশাল ও ১১/০৩/২০২১ তারিখে ভোলা জেলার বিভিন্ন উপজেলায় প্রকল্পের বাস্তবায়িত কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালক, সংশ্লিষ্ট জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ওয়ার্ল্ডফিশ প্রতিনিধি ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্য নিম্নে তুলে ধরা হলঃ

১৩.১ প্রকল্পের আওতায় পটুয়াখালী জেলার আন্ধারমানিক নদী ও মেঘনা নদীর জীব বৈচিত্র্য নিরূপণ ও এ এলাকার নৌকা ও জালের শুমারি সম্পন্ন করা হয়। নদীতে ইলিশের মজুদ ও সর্বোচ্চ টেকসই আহরণ মাত্রা নির্ধারণ করা হয়। জেনেটিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে পদ্মা ও মেঘনা ইলিশের জাত ও জাটকা যে নদীতে জন্ম নেয়, বড় হয়ে সে নদীতে প্রজননের জন্য ফিরে যাওয়ার তথ্য উদ্ভাবন করা হয়। ইলিশের সর্বোচ্চ প্রজননকাল ও মা ইলিশ ধরা নিষিদ্ধ করার সময় নিরূপণ করা হয়। জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান সহায়তা হিসেবে গবাদি পশু পালন, সবজি চাষ, শুটকি উৎপাদন, সমুদ্র শৈবাল ও ঝিনুক চাষ সম্পর্কিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। মাছের আহরণোত্তর পরিচর্যার উৎকর্ষ সাধনের জন্য ৪টি মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রের মান উন্নয়ন ও ডিজিটাল পদ্ধতিতে মৎস্য অবতরণ ও দাম সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়। মৎস্যজীবী ও জেলেদের পরিবারের জন্য প্রকল্পের যেসব কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে তা নিম্নরূপ:

- ইলিশের মজুদ ও সর্বোচ্চ টেকসই আহরণ মাত্রা নির্ধারণ করা;
- মৎস্য সম্পদের সংরক্ষণ, পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে উন্নত জ্ঞানের ব্যবহার করা;
- সমাজভিত্তিক মৎস্য অবতরণ মনিটরিং জোরদার করা;
- সমাজভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;
- নদী ও উপকূলবর্তী এলাকাসমূহের সহ-ব্যবস্থাপনা জোরদার করা;
- সার্বজনীন সম্পদ (Common Pool Resources) রক্ষায় স্টেকহোল্ডারদের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করা;
- প্রযুক্তি গ্রহণে জেলে পরিবারের মহিলাদের আর্থিক সহায়তার সুযোগ সৃষ্টি করা;
- দরিদ্র ও ঝুঁকিপূর্ণ পরিবারগুলোর বিকল্প জীবিকায়নের ব্যবস্থা করা;
- টেকসই জীবিকায়নের জন্য সম্মিলিত কার্যক্রম জোরদার করা;
- মেঘনা নদী সংলগ্ন জেলাসমূহে সহ-ব্যবস্থাপনা (Co-management) এর জন্য আইনগত অবকাঠামো প্রণয়ন করা;
- জেলেবান্ধব নীতিমালা প্রণয়ন করে নিবর্তনমূলক সামাজিক ক্ষমতা হ্রাস করা;
- ইকোসিস্টেম সার্ভিসের দায় (PES) হিসেবে জেলেদের সহায়তা প্রদান করা।

১৩.২ বরিশাল জেলার ১০টি উপজেলায় ৮৯টি ইউনিয়নের ১৩০২টি গ্রামকে প্রকল্পভুক্ত করা এবং ৮৮৫০টি পরিবারকে প্রকল্পের বিভিন্ন সহায়তা প্রদান করা হয় যা নিম্নরূপ:

| নং | উপজেলার নাম | ইউনিয়ন | গ্রাম | ইলিশ কমিউনিটি গ্রুপ | ইলিশ ঘাট গ্রুপ | কমিউনিটি সঞ্চয় গ্রুপ | ব্যবসা শিক্ষা স্কুল | মৎস্য ব্যবস্থাপনা কমিটি | কমিউনিটি মৎস্য গার্ড | অন্যান্য | পরিবার সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | সদর | ১০ | ১৪৭ | ৪৪ | ১৫ | ৮ | ৭ | ৯ | ৪২ | ৫ | ১৮৫০ |
| ২ | বাকেরগঞ্জ | ১৪ | ১৭২ | ৩৯ | ৬ | ৪ | ৩ | ৪ | ৩৮ | ৫ | ১১৩৪ |
| ৩ | বাবুগঞ্জ | ৬ | ৯০ | ২৫ | ৬ | ৩ | ৪ | ৩ | - | - | ৫৫৪ |
| ৪ | উজিরপুর | ৯ | ১২৫ | ২৭ | ৩ | ৪ | ৩ | ৪ | - | - | ৮৮০ |
| ৫ | বানারীপাড়া | ৮ | ৭৯ | ২৯ | ৫ | ৪ | ১ | ৪ | ৩১ | ৪ | ৭৬৮ |
| ৬ | গৌরনদী | ৭ | ১২৬ | ২৭ | ২ | ৬ | ৪ | ৬ | - | - | ৯৫০ |
| ৭ | আগৈলঝড়া | ৫ | ৯৬ | ২২ | ৪ | ৭ | ৩ | ৬ | - | - | ৮০ |
| ৮ | মেহেন্দিগঞ্জ | ১৬ | ২১২ | ৩৬ | ৩ | ৪ | ১ | ৪ | ৩৩ | ৪ | ৫৪৮ |
| ৯ | মুলাদী | ৭ | ১১০ | ৩৩ | ৩ | ৬ | ৪ | ৬ | - | - | ১১৩৬ |
| ১০ | হিজলা | ৬ | ১৪৫ | ২৮ | ৪ | ৮ | ৩ | ৬ | - | - | ৯৫০ |
| | মোট | ৮৯ | ১৩০২ | ৩১০ | ৫১ | ৫৪ | ৩৩ | ৫২ | ১৪৪ | ১৮ | ৮৮৫০ |

১৩.৩ বরিশাল সদর উপজেলার আদর্শগ্রামে ০৩টি ইলিশ সংরক্ষণ গ্রুপ এবং ০১টি কমিউনিটি সঞ্চয় গ্রুপ গঠন করা হয়। প্রতিটি গ্রুপের কমপক্ষে ৩০% সদস্য মহিলা। সঞ্চয় গ্রুপের প্রত্যেকে মাসিক ১০০/- টাকা চাঁদা তুলে সমিতির ব্যাংক হিসাবে জমা করে।এভাবে তারা ১,৪৪,২০০ টাকা সঞ্চয় করেন। প্রকল্প হতে প্রতিটি সমিতিতে ২৫০০০/- টাকা এককালীন প্রদান করা হয়। সঞ্চয় সমিতি হতে সদস্যগণ নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী ঋণ নিয়ে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ যেমন:- হাঁস-মুরগি ক্রয়, গরু-ছাগল ক্রয়, জমি বর্গা নিয়ে চাষাবাদ, জাল ক্রয় ইত্যাদি সম্পন্ন করছেন। ইলিশ সংরক্ষণ গ্রুপের সদস্যদের ইলিশ ধরার নিষিদ্ধ সময়ে বিকল্প আয়ের উৎস হিসাবে ৯৩টি জেলে পরিবারের মাঝে

১৪৮টি ছাগল, হাঁস-মুরগি-কবুতর, সবজীর বীজ, ক্ষুদ্র ব্যবসার যন্ত্রপাতি,সেলাই মেশিন প্রদান করা হয়। এছাড়া বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের জন্য ০১টি নলকূপ ও পয়ঃ নিষ্কাশনের জন্য ০৪টি স্যানিটারি ল্যাট্রিন তৈরি করে দেয়া হয়।

১৩.৪ ভোলা জেলার ৭টি উপজেলায় ৩০টি ইউনিয়নের ৩৮টি গ্রামকে প্রকল্পভুক্ত করা এবং ৭৫৭০টি পরিবারকে প্রকল্পের বিভিন্ন সহায়তা প্রদান করা হয় যা নিম্নরূপ:

| নং | উপজেলার নাম | ইউনিয়ন | গ্রাম | ইলিশ কমিউনিটি গ্রুপ | ইলিশ ঘাট গ্রুপ | কমিউনিটি সঞ্চয় গ্রুপ | ব্যবসা শিক্ষা স্কুল | মৎস্য ব্যবস্থাপনা কমিটি | কমিউনিটি মৎস্য গার্ড | অন্যান্য | পরিবার সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ভোলা সদর | ৬ | ৯ | ৬৩ | ১১ | ৮ | ৭ | ৯ | ৪২ | ৫ | ২০৬০ |
| ২ | দৌলতখান | ৫ | ৬ | ৩৯ | ৬ | ৪ | ৩ | ৪ | ৩৫ | ৫ | ১২২২ |
| ৩ | বোরহানউদ্দিন | ৩ | ৩ | ১৮ | ২ | ৩ | ৪ | ৩ | - | - | ৫৫৪ |
| ৪ | তজমুদ্দিন | ২ | ৪ | ২৭ | ৩ | ৪ | ৩ | ৪ | - | - | ৮৮০ |
| ৫ | লালমোহন | ৪ | ৪ | ২২ | ৩ | ৪ | ১ | ৪ | ৩১ | ৪ | ৭৬৮ |
| ৬ | চরফ্যাশন | ৬ | ৬ | ৩৩ | ২ | ৬ | ৪ | ৬ | - | - | ১১৩৬ |
| ৭ | মনপুরা | ৪ | ৬ | ২৮ | ৪ | ৬ | ৩ | ৬ | - | - | ৯৫০ |
| | মোট | ৩০ | ৩৮ | ২৩০ | ৩১ | ৩৫ | ২৫ | ৩৬ | ১০৮ | ১৪ | ৭৫৭০ |

১৩.৫ ভোলা সদর উপজেলার ভেদুরিয়া গ্রামে দেখা যায়, ৩০টি জেলে পরিবারের মহিলাদের নিয়ে গ্রাম সঞ্চয় কমিটি গঠন করা হয়। প্রতিটি পরিবারকে ৫০০০/- টাকার উপকরণ (হাঁস-মুরগি, ছাগল, সবজির বীজ) প্রদান করা হয়। ৫টি পরিবারকে সোলার প্যানেল, ২টি টিউবওয়েল, জাল, ছাতা, লাইট, কমিউনিটি ড্রেস প্রদান করা হয়। সঞ্চয় দলের প্রত্যেকে মাসিক ১০০/- টাকা চাঁদা তুলে সমিতির ব্যাংক হিসাবে জমা রাখা হয়। প্রকল্প হতে প্রতিটি সমিতিতে ২৫০০০/- টাকা এককালীন প্রদান করা হয়। সঞ্চয় সমিতি হতে সদস্যগণ নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী ঋণ নিয়ে উন্নয়নমূলক কাজ সম্পন্ন করছেন।

১৩.৬ ভোলা সদর উপজেলার বলরামসুরা গ্রামে দেখা যায়, ১২০টি জেলে পরিবারের মহিলাদের নিয়ে মডেল গ্রাম সঞ্চয় কমিটি গঠন করা হয়। সমিতির ১২০টি পরিবারের প্রত্যেককে গরু ক্রয়ের জন্য ১৫০০০/- টাকা প্রদান করা হয়। পরবর্তী বছর প্রত্যেক পরিবারকে ছাগল, হাঁস-মুরগি ক্রয়ের জন্য ৫০০০/- টাকা প্রদান করা হয়। ৫টি পরিবারকে সোলার প্যানেল, ২টি পরিবারকে টিউবওয়েল, জাল, ছাতা, চার্জ লাইট, কমিউনিটি ড্রেস প্রদান করা হয়। সঞ্চয় দলের প্রত্যেকে মাসিক ১০০/- টাকা চাঁদা তুলে সমিতির ব্যাংক হিসাবে জমা রাখা হয়। প্রকল্প হতে প্রতিটি সমিতিতে ২৫০০০/- টাকা এককালীন প্রদান করা হয়। সঞ্চয় সমিতি হতে সদস্যগণ নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী ঋণ নিয়ে উন্নয়নমূলক কাজ (বাচ্চাদের লেখাপড়া, হাঁস-মুরগি ক্রয়, গরু-ছাগল ক্রয়, জাল ক্রয়) সম্পন্ন করছেন।

১৩.৭ প্রকল্প পরিদর্শনের স্থির চিত্র:





ভোলা সদরের মধ্য ভেদুরিয়া, চরফ্যাশন উপজেলার চর ফকিরা ও ভোলা সদরের বলারামসুরা গ্রামের উপকারভোগীদের সাথে মতবিনিময়



প্রকল্পের সচেতনতামূলক কার্যক্রম, বিভিন্ন প্রকাশনা ও সুফলভোগীগণের সাথে মতবিনিময়

## ১৪.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ

| পরিকল্পিত উদ্দেশ্য | অর্জন |
|---|---|
| • মেঘনা নদীর ইকোসিস্টেম ও উপকূলীয় মৎস্য সম্পদের উপর নির্ভরশীল জেলে সম্প্রদায়ের জীবনমান উন্নয়ন করা; | প্রকল্পের মাধ্যমে জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং পদ্মা মেঘনা-নদী ও শাখা নদীতে টেকসই ইলিশ মাছের ব্যবস্থাপনার জন্য জেলে সম্প্রদায়কে সহায়তা প্রদান করেছে। ইলিশ প্রবণ ১৩৬টি গ্রামে ১৪৮টি কমিউনিটি সঞ্চয় দল গঠনের মাধ্যমে ৪১২৫ জন মহিলার জীবনমান উন্নয়ন করা হয়। ৪০০ কমিউনিটি ফিশিং গার্ড, ইলিশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন তহবিল, মাছধরা জেলেদের মডেল গ্রাম নির্বাচন, নিঝুম দ্বীপ সামুদ্রিক সুরক্ষিত এলাকা নির্ধারন করা হয়। |
| • মৎস্য ব্যবস্থাপনায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য উন্নত কারিগরি জ্ঞান আহরণ; | ইলিশ মাছের একটি বিস্তৃত চিত্র তৈরি করা এবং নীতি নির্ধারকদের পরিচালনার সঠিক পদ্ধতি তৈরিতে সহায়তা করা। |
| • অভিযোজনক্ষম মৎস্য সহ-ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ; | জেলেদের মৎস্য বিক্রয়ের সুবিধার্থে ৬৩টি মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রের উন্নয়ন করা হয়। প্রকল্পের মেয়াদে জৈব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ ,জেলে পরিবারগুলোর জীবিকার বিষয়াদি এবং মৎস্য ব্যবস্থাপনার বিষয়ে প্রশিক্ষণ এবং আলোচনা সভা পরিচালনা করা হয়েছিল। |
| • মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের সহিষ্ণুতা (Resilience) বৃদ্ধিকরণ; | মৎস্যজীবী ১৯৮০০টি পরিবারে বিকল্প আয়বর্ধক উপকরণ গরু ,মুরগি-হাঁস ,ছাগল , সবজির বীজ প্রদান করা হয়।ভোলা জেলার বলারামসুরা এবং চাঁদপুর জেলার উত্তর বোগুলা গ্রামকে মডেল জেলে গ্রাম হিসেবে নির্বাচন করা হয়। |
| • মৎস্যজীবী-সহায়ক উন্নত নীতিমালা প্রণয়ন, ক্ষমতায়ন ও সহায়তা প্রদান | সামুদ্রিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে নীতিমালা উন্নয়ন, প্রবাহিত শক্তি, টেকসই প্রণোদনা ব্যবস্থাপনা, নতুন নীতিমালা প্রণয়ন ও আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক তথ্য প্রদানে সহায়তা করা হয়েছে। ইলিশ মাছ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা ও নীতিমালা সংশোধন করে মৎস্য অধিদপ্তরে দাখিল করা হয়েছে। |

## ১৫.০ প্রকল্পটি সম্পর্কে আইএমইডি'র পর্যবেক্ষণঃ

১৫.১ প্রকল্প পরিচালক জানান যে, দাতা সংস্থা ইউএসএআইডি'র অর্থায়নে এ প্রকল্পের যাবতীয় ক্রয় প্রক্রিয়া ওয়ার্ল্ডফিশের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। কারিগরি সাহায্য প্রকল্প বিধায় সহযোগী সংস্থা কর্তৃক তাদের বিধি-বিধান অনুযায়ী ওয়ার্ল্ডফিশের মাধ্যমে ক্রয় প্রক্রিয়া পরিচালনা করা হয়। প্রকল্পের পরিচালনা ও ক্রয় প্রক্রিয়ার সাথে মৎস্য অধিদপ্তর তথা বাংলাদেশ সরকারের কোন সম্পৃক্ততা নেই। জেলা পর্যায়ের মৎস্য কর্মকর্তাগণ জানান, কিছু সভা-সেমিনারে তাদের সম্পৃক্ত রাখা হতো, এছাড়া প্রকল্পের কার্যক্রমের সাথে মৎস্য দপ্তর সম্পৃক্ত ছিল না। তবে প্রকল্পের কিছু কার্যক্রম দরিদ্র জেলে পরিবারের জীবিকা উন্নয়নে সহায়ক হয়েছে। ইলিশ মাছ সংরক্ষণ, মাছের অভয়াশ্রম রক্ষণাবেক্ষণ, মাছ ধরার নিষিদ্ধ সময়ে জেলেদের সতর্ক রাখা, বিকল্প আয়বর্ধক সুবিধা প্রদান কার্যক্রমগুলো সহায়ক হয়েছে।

১৫.২ প্রকল্পটি জুন ২০১৪ তে শুরু হয়ে কোন প্রকার সংশোধন ব্যতীত মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখে সমাপ্ত করা হয়। প্রকল্পের প্রতিটি অঙ্গের প্রাক্কলিত ব্যয় এবং প্রকৃত ব্যয় একই অংকের। প্রকল্প পরিচালক জানান, প্রকল্পের অর্থ দাতা সংস্থা সরাসরি ওয়ার্ল্ডফিশ কর্তৃপক্ষের বরাবরে প্রেরণ করতো। এনজিও সংস্থা ওয়ার্ল্ডফিশ একক সিদ্ধান্তে প্রকল্পের প্রতিটি অঙ্গের অর্থ ব্যয় ও ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছে। এতে মৎস্য অধিদপ্তরের কোন সংশ্লিষ্টতা ছিল না।

১৫.৩ প্রকল্পের টিএপিপি'তে ৬৬টি মোটরসাইকেল ক্রয় বাবদ ১১৫.৫০ লক্ষ টাকা সংস্থান ছিল। প্রকল্প সমাপ্তি পর্যন্ত ৩৫টি মোটরসাইকেল ক্রয় বাবদ পুরো অর্থই ব্যয় প্রদর্শন করা হয়েছে। ক্রয়কৃত ৩৫টি মোটরসাইকেলের মধ্যে ৩টি

মোটরসাইকেল চুরি হয়ে গেছে। ১টি পটুয়াখালী জেলায় ও ২টি চাঁদপুর জেলায়। মোটরসাইকেল চুরির বিষয়ে থানায় জিডি করা হয়েছে মর্মে ওয়ার্ল্ডফিশের প্রতিনিধি জানান।

১৫.৪ এ প্রকল্পের ক্রয়কৃত ল্যাব যন্ত্রপাতি, কম্পিউটার, টুলবক্স, প্রজেক্টর, মোটরসাইকেলগুলো (কিছু মোটরসাইকেল উপজেলা মৎস্য অফিস ব্যবহার করছে) ওয়ার্ল্ডফিশ কর্তৃপক্ষের নিকট রয়েছে। যন্ত্রপাতিগুলো মৎস্য অধিদপ্তরকে হস্তান্তর করা হয়নি।

১৫.৫ এডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পের দাতা সংস্থার অর্থ ব্যয়ের অডিট 'বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর (ফাপাদ)' কর্তৃক সম্পন্ন করা হয়। প্রকল্প পরিচালক ও ওয়ার্ল্ডফিশ প্রতিনিধি জানান, প্রকল্পের শুরু থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত কোন অডিট সম্পন্ন করা হয়নি।

১৫.৬ টিএপিপি অনুযায়ী মৎস্য দপ্তরের সহযোগীতায় ওয়ার্ল্ডফিশ এ প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে। কিন্তু ওয়ার্ল্ডফিশ কর্তৃপক্ষের জনবল পর্যাপ্ত না থাকায় ৩টি এনজিওকে সাব-কন্ট্রাক্ট দিয়ে এ প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের বাস্তবায়ন কাজ করা হয়েছে। এনজিওগুলো হলো- Community Development Centre (CODEC), Center for Natural Resource Studies (CNRS), Coastal Associate for Social Transformation Trust (Coast Trust)। এক্ষেত্রে ওয়ার্ল্ডফিশ বাস্তবায়ন কাজ মনিটরিং করেছে।

## ১৬.০ সুপারিশ/দিক-নির্দেশনাঃ

১৬.১ প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় এবং প্রতিটি অংগের পুরো অর্থ হুবহু ব্যয়ের বিষয়ে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক যাচাই করবে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

১৬.২ প্রকল্পের টিএপিপি সংস্থান অনুযায়ী ৬৬টি মোটরসাইকেলের অর্থে মাত্র ৩৫টি ক্রয় করা হয়। ৩টি মোটরসাইকেল চুরি হয়ে গেছে। মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক এ বিষয়টি খতিয়ে দেখে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সহ আইএমইডিকে অবহিত করবে;

১৬.৩ প্রকল্পের ক্রয়কৃত ল্যাব যন্ত্রপাতি, কম্পিউটার, টুলবক্স, প্রজেক্টর, মোটরসাইকেল ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি কোথায়, কি অবস্থায় রয়েছে, মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক তার ইনভেন্টরি ওয়ার্ল্ডফিশের নিকট থেকে সংগ্রহ করবে;

১৬.৪ মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের বাস্তবায়নে ওয়ার্ল্ডফিশ এককভাবে সম্পৃক্ত না থেকে ৩টি এনজিও'কে সাব-কন্ট্রাক্ট দিয়ে কার্যক্রম সম্পন্ন করার যৌক্তিকতার বিষয়ে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক যাচাইপূর্বক আইএমইডিকে অবহিত করবে;

১৬.৫ দাতা সংস্থার অর্থে বাস্তবায়িত এডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পের অডিট 'ফাপাদ' কর্তৃক সম্পন্ন করা হয়নি। প্রকল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সময়ের অডিট সম্পন্ন করে তা আইএমইডি ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে;

১৬.৬ ভবিষ্যতে এ ধরনের প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে বাস্তবায়নকারী সংস্থার আর্থিক সংশ্লিষ্টতা, প্রশাসনিক বাধ্যবাধকতা ও জবাবদিহিতার বিষয়টি গুরুত্ব দিতে হবে। প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দাতা সংস্থার অর্থ সরাসরি বেসরকারি কোন এনজিও'র মাধ্যমে ব্যয় না করে বাস্তবায়নকারী সরকারি সংস্থার অধীনে নিয়ন্ত্রণ রাখা সমীচীন হবে। এতে দায়-দায়িত্ব ও জবাবদিহিতা নিরূপণ করা সম্ভব হবে;

১৬.৭ উপরোল্লিখিত সুপারিশের আলোকে গৃহিত পদক্ষেপ প্রতিবেদন প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে এ বিভাগকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

# বৃহত্তর যশোর জেলায় মৎস্য চাষ উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

**(সমাপ্তঃ ডিসেম্বর, ২০১৯)**

**১.০ প্রকল্পের নাম** : বৃহত্তর যশোর জেলায় মৎস্য চাষ উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)

**২.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ** : মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

**৩.০ বাস্তবায়নকারী সংস্থা** : মৎস্য অধিদপ্তর

**৪.০ প্রকল্প এলাকা** : যশোর, ঝিনাইদহ, মাগুরা, নড়াইল জেলার ২১টি উপজেলা

**৫.০ প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ**

(লক্ষ টাকায়)

| প্রাক্কলিত ব্যয় | | প্রকৃত ব্যয় | পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল | | প্রকৃত বাস্তবায়নকাল | অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %) | অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| মূল | সর্বশেষ সংশোধিত | | মূল | সর্বশেষ সংশোধিত | | | |
| ৩৪১২.২০ | ৩৯১৬.৪৪ | ৩৮৯১.৩১ | জানুয়ারি ২০১৬ হতে ডিসেঃ ২০১৯ | জানুয়ারি ২০১৬ হতে ডিসেঃ ২০১৯ | জানুয়ারি ২০১৬ হতে ডিসেঃ ২০১৯ | +৪৭৯.১১ (১৪.০৪%) | -- |

- বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত।

৬.০ **প্রকল্পের পটভূমি ও উদ্দেশ্যঃ**

৬.১ **পটভূমিঃ** বাংলাদেশের বৃহত্তর যশোর, কুষ্টিয়া ও ফরিদপুর অঞ্চল হাওর ও বাঁওড় সমৃদ্ধ। এগুলো প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় অনেকখানি জায়গা নিয়ে গঠিত হয়। এতে অনেকগুলো বিল থাকে। বৃহত্তর যশোর জেলায় ৭০টি বাঁওড় রয়েছে যেগুলোতে প্রতি বছর ৩৫০০ মে.টন মৎস্য উৎপাদিত হয়। এছাড়া বৃহত্তর এ জেলায় ৩০ হাজার হেক্টর উন্মুক্ত জলাশয় (বিল, খাল, নদী, পুকুর, ধানক্ষেত) রয়েছে যেগুলোতে প্রতিবছর ১২৫০০ মে.টন বিভিন্ন প্রজাতির মৎস্য উৎপাদন করে থাকে। কিন্তু এসব জলাশয় পলি পড়ে ভরাট হয়ে যাওয়ায় মাছ চাষের জন্য পর্যাপ্ত গভীর পানি পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে এসব জলাশয়ে মৎস্য উৎপাদন ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে এবং মৎস্য আহরণের কাজে নিয়োজিত দরিদ্র জনগণের জীবিকা হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে। তাই এসকল জলাশয়ের মৎস্য সম্পদ রক্ষার জন্য মৎস্য চাষ কার্যক্রম ও জলাশয় সংস্কার কার্যক্রম গ্রহণ করার লক্ষ্যে সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে এ প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৬.২ **উদ্দেশ্যঃ**

১) বৃহত্তর যশোর অঞ্চলে চাষের অধীন ও প্রাকৃতিক জলাশয়ে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি;
২) মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন, বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতির মাছ/মাছের পোনা অবমুক্তি ও জনসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ;
৩) পুনঃখনন ও ছোট ছোট অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে নির্বাচিত জলাশয়ের আবাসস্থল উন্নয়ন;
৪) প্রকল্প এলাকায় দরিদ্র ও ভূমিহীনদের মাছ ও মাছচাষ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা;
৫) প্রকল্প এলাকার মৎস্যজীবী ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয় নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ।

৭.০ **প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ**

- অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ- ৪২৫ ব্যাচ
- ১ম ও ২য় পর্যায় বাঁওড়ের অফিস ভবন মেরামত ও সংরক্ষণ
- ভূমি অধিগ্রহণ- ৮০ শতাংশ
- ১ম ও ২য় পর্যায়ের আওতাভুক্ত বাঁওড়সমূহের অনাবাসিক ভবন মেরামত
- সিঙ্গেল ভেন্ট পাইপ কালভার্ট নির্মাণ
- দেশীয় ছোট মাছের প্রদর্শনী- ১৬৮টি
- পুকুর/জলাশয় খনন- ৭.৬৬ লক্ষ ঘনমিটার
- যানবাহন ক্রয়- ১টি
- অভয়াশ্রম স্থাপন- ৪২টি

- মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র- ৪টি
- মৎস্য পোনা বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন- ১টি।

## ৮.০ প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) এর ভিত্তিতে):

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং | অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ | একক | আরডিপিপি'র লক্ষ্যমাত্রা | | প্রকৃত ব্যয় | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | বাস্তব | আর্থিক | বাস্তব | আর্থিক |
| | **(ক) রাজস্ব ব্যয়ঃ** | | | | | |
| ১ | মূল বেতন (অফিসার) | জন | ৪ | ৫৭.৩৮ | ৪ | ৪৯.১০ |
| ২ | মূল বেতন (কর্মচারী) | জন | ৭ | ৪৬.০৫ | ৭ | ৪৩.৫৮ |
| ৩ | ভাতাদি | জন | ১১ | ৬৯.৭৫ | ১০ | ৬০.৪৮ |
| ৪ | অভ্যন্তরীণ ভ্রমণ ব্যয় | থোক | - | ৪০.০০ | - | ৪০.০০ |
| ৫ | ডাক | থোক | - | ০.০৬ | - | ০.০৬ |
| ৬ | টেলিফোন | থোক | - | ০.২৪ | - | ০.২৪ |
| ৭ | নিবন্ধন ফি | থোক | - | ১.৩০ | - | ১.২৭ |
| ৮ | পেট্রোল ওয়েল ও লুব্রিকেন্ট | থোক | - | ২৯.০০ | - | ২৮.৪০ |
| ৯ | মুদ্রণ ও বাঁধাই | থোক | - | ৩.৫০ | - | ৩.৫০ |
| ১০ | স্ট্যাম্প ও সীল | থোক | - | ৬.০০ | - | ৬.০০ |
| ১১ | প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয় | থোক | - | ১০.০০ | - | ৯.৯৭ |
| ১২ | অডিও-ভিডিও/চলচ্চিত্র নির্মাণ | থোক | - | ৩.০০ | - | ৩.০০ |
| ১৩ | অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ | ব্যাচ | ৪২৫ | ১৩৯.৮৫ | ৪২৫ | ১৩৯.৮৫ |
| ১৪ | সেমিনার/কনফারেন্স ব্যয় | সংখ্যা | ৫ | ৭.০০ | ৫ | ৭.০০ |
| ১৫ | মৎস্য ও মৎস্যজাত দ্রব্য | মে.টন | ২০ | ৪০.০০ | ২০ | ৪০.০০ |
| ১৬ | কনসালটেন্সি | থোক | - | ১৩.৫০ | - | ১৩.৪৫ |
| ১৭ | আইন সংক্রান্ত ব্যয় | থোক | - | ৩.০০ | - | ৩.০০ |
| ১৮ | সম্মানী ভাতা | থোক | - | ৪.০০ | - | ৪.০০ |
| ১৯ | আউটসোর্সিং | জন | ৪ | ১৩.৭৩ | ৪ | ১৩.১৫ |
| ২০ | ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি | থোক | - | ১৫.০০ | - | ১৫.০০ |
| ২১ | মোটরযান | থোক | - | ৬.০০ | - | ৬.০০ |
| ২২ | আবাসিক ভবন | থোক | - | ১০.৭৭ | - | ১০.৭৭ |
| ২৩ | অনাবাসিক ভবন | থোক | - | ২৪.২১ | - | ২৪.২১ |
| ২৪ | অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা | থোক | - | ২৬০.৬৩ | - | ২৫৯.৬২ |
| | **উপ-মোট রাজস্ব ব্যয়:** | | | **৮০৩.৯৭** | | **৭৮১.৬৫** |
| | **(খ) মূলধন ব্যয়:** | | | | | |
| ২৫ | মোটরযান | সংখ্যা | ১ | ৭০.৩০ | ১ | ৭০.৩০ |
| ২৬ | কম্পিউটার ও আনুষাংগিক | সংখ্যা | ৫ | ৩.৫০ | ৫ | ৩.৫০ |
| ২৭ | অফিস সরঞ্জামাদি | সংখ্যা | ৩ | ৪.০০ | ৩ | ৪.০০ |
| ২৮ | আসবাবপত্র | সংখ্যা | থোক | ৪.০০ | ১৬৮ | ৪.০০ |
| ২৯ | অন্যান্য ভবন ও স্থাপনাসমুহ (প্রদর্শনী) | সংখ্যা | ১৬৮ | ৫৮.৮০ | ১৬৮ | ৫৮.৮০ |
| ৩০ | ভূমি অধিগ্রহণ/ক্রয় | শতক | ৮০ | ৮৮৪.০০ | ৮০ | ৮৮৩.৩৪ |
| ৩১ | বাঁওড় পুনঃখনন | ঘ:মি. | ৭.৬৫ লক্ষ | ৮৪৮.৬৮ | ৭.৪৮ লক্ষ | ৮৪৮.৬৮ |
| ৩২ | অনাবাসিক ভবন (আগাছা পরিস্কার) | অভয়াশ্রম | ২৫০ | ৫.০০ | ২৫০ | ৫.০০ |
| ৩৩ | অনাবাসিক ভবন (মাটি ভরাট) | কিউ.মি. | ১১৩৪৫ | ৬৩.০১ | ১১৩৪৫ | ৬৩.০১ |
| ৩৪ | অন্যান্য ভবন ও স্থাপনাসমুহ (মৌসুমী অভয়াশ্রম) | অভয়াশ্রম | ৪২ | ১৩৬.০৮ | ৪২ | ১৩৬.০৮ |
| ৩৫ | অন্যান্য ভবন ও স্থাপনাসমুহ (মৎস্য পোনা বিক্রয় কেন্দ্র) | সংখ্যা | ১ | ৮২৪.০৬ | ১ | ৮২২.২৮ |
| ৩৬ | অন্যান্য ভবন ও স্থাপনাসমুহ (মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র) | সংখ্যা | ৪ | ১২৬.২৪ | ৪ | ১২৬.০০ |
| ৩৭ | ড্রেনেজ (সিঙ্গেল ভেন্ট পাইপ কালভার্ট) | সংখ্যা | ৩৫ | ৭২.৮০ | ৩৫ | ৭২.৮০ |
| ৩৮ | ড্রেনেজ (পানি সেচ) | কিউ.মি. | ৬.৫৮ লক্ষ | ১২.০০ | ৬.৫৮ লক্ষ | ১২.০০ |
| | **মোট মূলধন ব্যয় (খ)** | | | **৩১১২.৪৭** | | **৩১০৯.৬৬** |
| | **সর্বমোট (ক+খ)** | | | **৩৯১৬.৪৪** | | **৩৮৯১.৩১** |

৯.০ **কাজ অসমাপ্ত থাকিলে উহার কারণঃ** বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী সকল অংগের কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

১০.০ **প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধনঃ**

আলোচ্য প্রকল্পটি ৩৪১২.২০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি ২০১৬ হতে ডিসেম্বর ২০১৯ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ২২/০৩/২০১৬ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

- পরবর্তীতে নতুন পে স্কেল অনুযায়ী বেতন-ভাতা পুনঃনির্ধারণ, বিভিন্ন প্রদর্শনী খাতে ব্যয় বৃদ্ধি, গণপূর্ত বিভাগের রেট সিডিউল পরিবর্তন হওয়ায় মৎস্য পোনা বিক্রয় কেন্দ্রের নির্মাণ ব্যয় বৃদ্ধি, বাঁওড় পুনঃখনন ব্যয় বৃদ্ধিজনিত কারণে প্রকল্পটি ৩৯১৬.৪৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এবং বাস্তবায়নকাল জানুয়ারি ২০১৬ হতে ডিসেম্বর ২০১৯ মেয়াদে মাননীয় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী কর্তৃক ২৯/০৫/২০১৮ তারিখে ১ম সংশোধন অনুমোদন করা হয়।

- প্রকল্পের খনন কাজ, মাটি ভরাট কাজ, ড্রেনেজ কাজে অর্থ হ্রাস করে এবং মৎস্য পোনা বিক্রয় কেন্দ্র ও মৎস্য আহরণোত্তর পরিচর্যা কেন্দ্রের ব্যয় বৃদ্ধি করে আন্তঃঅঙ্গ সমন্বয় করা হয়। আন্ত:খাত সমন্বয় ১৫/১২/২০১৯ তারিখে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদন করা হয়।

১১.০ **বছর ভিত্তিক এডিপি/সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ঃ**

(লক্ষ টাকায়)

| আর্থিক বছর | এডিপি/সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ | | | অবমুক্তি (টাকা) | ব্যয় | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | মোট | টাকা | প্রঃসাঃ | | মোট | টাকা | প্রঃসাঃ |
| ২০১৬-২০১৭ | ৬০২.৭৯ | ৬০২.৭৯ | - | ৬৫০.০০ | ৬০২.৭৯ | ৬০২.৭৯ | - |
| ২০১৭-২০১৮ | ১৬০০.০০ | ১৬০০.০০ | - | ১৬০০.০০ | ১৫২১.৬৬ | ১৫২১.৬৬ | - |
| ২০১৮-২০১৯ | ৮৫০.০০ | ৮৫০.০০ | - | ৮৫০.০০ | ৮৪২.১২ | ৮৪২.১২ | - |
| ২০১৯-২০২০ | ৯৪০.০০ | ৯৪০.০০ | - | ৯৪০.০০ | ৯২৫.৭৫ | ৯২৫.৭৫ | - |
| **মোটঃ** | **৩৯৯২.৭৯** | **৩৯৯২.৭৯** | - | **৪০৪০.০০** | **৩৮৯১.৩১** | **৩৮৯১.৩১** | - |

১২.০ **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ**

| নং | প্রকল্প পরিচালকের নাম | যোগদানের তারিখ | দায়িত্বের শেষ তারিখ |
|---|---|---|---|
| ০১ | জনাব হরেন্দ্র নাথ সরকার, প্রকল্প পরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর | ১৩.০৬.২০১৬ | ০৩.০৪.২০১৯ |
| ০২ | জনাব মোঃ আনিসুর রহমান, প্রকল্প পরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর | ০৪.০৪.২০১৯ | ১১.০৫.২০১৯ |
| ০৩ | জনাব হরেন্দ্র নাথ সরকার, প্রকল্প পরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর | ১১.০৫.২০১৯ | ৩১.১২.২০১৯ |

১৩.০ **প্রকল্পের প্রধান প্রধান অংগের বিশ্লেষণঃ**

১৩.১ **অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণঃ** প্রকল্পের আওতায় প্রকল্প এলাকার ৪টি জেলার ২১টি উপজেলার মৎস্য কর্মকর্তা-কর্মচারী, মৎস্যচাষি ও মৎস্যজিবিদের ৪২৫ ব্যাচে (১০,৫০০ জন) প্রশিক্ষণ প্রদান বাবদ ১৩৯.৮৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.২ **পুরাতন ভবন সংস্কারঃ** যশোর জেলা মৎস্য কার্যালয়সহ প্রকল্পভুক্ত এলাকার মৎস্য দপ্তরগুলোতে প্রয়োজনীয় মেরামত ও সংস্কার বাবদ ২৫৯.৬২ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.৩ **মোটরযানঃ** প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক প্রকল্পের কার্যক্রম পরিবীক্ষণের জন্য একটি জীপ গাড়ী ক্রয় করা বাবদ ৭০.৩০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.৪ **প্রদর্শনী খামার স্থাপনঃ** মৎস্য খামার স্থাপন বাবদ ৫৮.৮০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.৫ **ভূমি অধিগ্রহণঃ** ১টি মৎস্য পোনা বিক্রয় কেন্দ্র নির্মাণের জন্য ৮০ শতক জমি অধিগ্রহণ বাবদ ৮৮৩.৩৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.৬ **বাঁওড় পুনঃখননঃ** প্রকল্প এলাকার মৎস্য চাষের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টির জন্য ৭.৪৮ লক্ষ ঘ.মি. বাঁওড় পুনঃখনন করা বাবদ ৮৪৮.৬৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.৭ **ভূমি উন্নয়ন (মাটি ভরাট):** পোনা বিক্রয় কেন্দ্র নির্মাণের জন্য ক্রয়কৃত জমি পুকুর হওয়ায় এবং যশোর জেলা মৎস্য কার্যালয়ের ক্যাম্পাস অনেক নিচু থাকায় বালি ভরাট করা বাবদ ৬৩.০১ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.৮ **মৌসুমী অভয়াশ্রমঃ** প্রকল্প এলাকার ৪টি জেলায় ৪২টি মৎস্য অভয়াশ্রম নির্মাণ করা বাবদ ১৩৬.০৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.৯ **মৎস্য পোনা বিক্রয় কেন্দ্র নির্মাণ:** যশোর শহরে একটি মৎস্য পোনা বিক্রয় কেন্দ্র নির্মাণ করা বাবদ ৮২২.২৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.১০ **ড্রেনেজ (সিঙ্গেল ভেন্ট পাইপ কালভার্ট):** প্রকল্প এলাকার মৎস্য চাষের সুবিধার্থে বাঁওড় এলাকায় ৩৫টি পাইপ কালভার্ট নির্মাণ করা হয়। এ বাবদ ৭২.৮০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

**১৪.০ প্রকল্প পরিদর্শনঃ**

আইএমইডি কর্তৃক যশোর ও মাগুরা জেলার বিভিন্ন উপজেলায় প্রকল্প কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রাক্তন প্রকল্প পরিচালক, সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সিনিয়র উপজেলা/ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্য নিম্নে তুলে ধরা হলঃ

১৪.১ বৃহত্তর যশোরের ৪টি জেলার সকল উপজেলায় এ প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়। উক্ত উপজেলাগুলোতে মৎস্য সম্পদের প্রসার ও গরীব জনগণের কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করাই প্রকল্পের কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য। তাই যশোর ও ঝিনাইদহ জেলার ৮টি উপজেলার নির্ধারিত বাঁওড়গুলো সংস্কার করে মাছ চাষ, একটি পোনা বিক্রয় কেন্দ্র নির্মাণ, ৪টি মৎস্য আহরণোত্তর পরিচর্যা কেন্দ্র নির্মাণ, মৎস্যচাষিদের প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শনী খামারের জন্য বিভিন্ন উপকরণ বিতরণ করা হয়।

১৪.২ প্রকল্পের আওতায় যশোর শহরের চাঁচড়া মোড়ে ২য় তলা বিশিষ্ট একটি মৎস্য পোনা বিক্রয় কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়। এ কেন্দ্র নির্মাণ বাবদ ৮২২.২৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। বিক্রয় কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ শুরু হয় ১৬/০৫/১৯ তারিখে। নির্ধারিত সময় অর্থাৎ ৩১/১২/২০১৯ এর মধ্যে নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়। যশোর জেলায় প্রচুর বাঁওড় এবং বাঁওড়ে মাছ চাষের জন্য পোনা সংকট রয়েছে। জেলার বিভিন্ন নার্সারি/হ্যাচারি থেকে উৎপাদিত পোনা এখানে এনে বিক্রয় করা হবে। কেন্দ্রীয়ভাবে পোনা বিক্রয়ের জন্য এ কেন্দ্রটি মৎস্যচাষি ক্রেতা ও বিক্রেতাদের অনেক সহায়ক হবে।

১৪.৩ মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক জারিকৃত নীতিমালা অনুযায়ী প্রকল্পের নির্মিত মৎস্য পোনা বিক্রয় কেন্দ্রটি সংশ্লিষ্ট এলাকার মৎস্য ব্যবসায়িদের নিকট নির্ধারিত হারে ভাড়া প্রদান করা হবে। উক্ত ভাড়ার অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা হবে। কেন্দ্রটি পরিচালনার নিমিত্ত জেলা মৎস্য কর্মকর্তাসহ একটি কমিটি গঠন করা হবে। এ ছাড়া ৪টি মৎস্য আহরণোত্তর পরিচর্যা কেন্দ্র অনুমোদিত নীতিমালার আওতায় পরিচালিত হচ্ছে।

১৪.৪ প্রকল্পের আওতায় যশোরের আরবপুরে অবস্থিত পুরাতন জেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় এবং গাড়ির গ্যারেজ মেরামত ও সংস্কার করা হয়েছে। ২য় তলা বিশিষ্ট অতিথি ভবনের নিচু দিয়ে পানি প্রবেশ নিরোধক ব্যবস্থাসহ দরজা, জানালা পরিবর্তন, ফ্লোর টাইলস, বৈদ্যুতিক লাইন, দেয়াল মেরামত, পানির লাইন মেরামত, এয়ার কন্ডিশন স্থাপন করা হয়।

১৪.৫ যশোর জেলা মৎস্য দপ্তরসহ অতিথি ভবন, স্টাফ কোয়ার্টার, অভ্যন্তরীণ রাস্তা পাশের মহাসড়ক হতে অনেক নিচু হওয়ায় বৃষ্টি হলেই নিচ তলা ও পুরো ক্যাম্পাস পানি ডুবে যেত। প্রকল্পের অর্থে অভ্যন্তরীণ রাস্তা উঁচুকরণ, ক্যাম্পাসে বালি ভরাট ও ড্রেন নির্মাণ করা হয়। ফলে যশোর জেলা মৎস্য কার্যালয়ের প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ও পরিবেশ সুন্দর হয়েছে।

১৪.৬ প্রকল্পের আওতায় যশোর জেলার মনিরামপুর মাছ বাজার, কেশবপুর মাছ বাজার, অভয়নগর উপজেলাধীন বারান্দী বাজার ও শার্শা উপজেলার বাঁগ আচড়া বাজারে আধুনিক সুবিধাসম্পন্ন ৪টি মৎস্য আহরণোত্তর পরিচর্যা কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়। কেন্দ্রগুলো নির্মাণ করায় যশোর জেলার মৎস্যজিবি, মৎস্যচাষি ও খামারীদের মৎস্য চাষ বৃদ্ধিসহ মৎস্য বাজারজাত করণের সুবিধা বেড়েছে।

১৪.৭ ৪টি জেলার ২১টি উপজেলায় উপকারভোগীদের ২১ ব্যাচে (প্রতি ব্যাচে ২০ জন করে) ৪২০ জনকে ১ দিনের অভিজ্ঞতা বিনিময় প্রশিক্ষণ, মৎস্য দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী/সেবা প্রদানকারীদেরকে ৪টি ব্যাচে (প্রতি ব্যাচে ২০ জন করে) ৮০

জনকে এবং ৪০০টি ব্যাচে (প্রতি ব্যাচে ২৫ জন করে) মোট ১০,০০০ জন মৎস্য চাষি ও খামারীদের মৎস্য চাষ সম্প্রসারণ বিষয়ে ২ দিনের প্রশিক্ষণ পদান করা হয়। এছাড়া প্রকল্প এলাকার বাঁওড়গুলোতে ২০০০০ কেজি কার্প পোনা মাছ চাষ করা হয়। ২১টি উপজেলায় গুলশা ও পাবদা জাতের মাছের ১৬৮ প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়।



যশোর শহরের চাঁচড়ায় নির্মিত মৎস্য পোনা বিক্রয় কেন্দ্র



মৎস্য পোনা বিক্রয় কেন্দ্রে পানি পুনর্ব্যবহার প্রক্রিয়াকরণ



পোনা বিক্রয় কেন্দ্রের ২টি ওভারহেড ট্যাংক



কেশবপুর, যশোর মৎস্য পরিচর্যা কেন্দ্র



মনিরামপুর, যশোর মৎস্য পরিচর্যা কেন্দ্র



অভয়নগর, যশোর মৎস্য পরিচর্যা কেন্দ্র

## ১৫.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ

| পরিকল্পিত উদ্দেশ্য | অর্জন |
|---|---|
| ১) বৃহত্তর যশোর অঞ্চলে চাষের অধীন ও প্রাকৃতিক জলাশয়ে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি; | যশোর ও ঝিনাইদহ জেলার ১৫টি নির্বাচিত বাঁওড়ের উন্মুক্ত জলাশয়ে ২০ মে.টন (১০-১৫ সে.মি.) কার্প জাতীয় মাছের পোনা অবমুক্ত করা |

| পরিকল্পিত উদ্দেশ্য | অর্জন |
|---|---|
| | হয়। ফলে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও প্রকল্প এলাকার গরীব মৎস্যজিবিদের জীবিকার মান বৃদ্ধি পেয়েছে। |
| ২) মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন, বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতির মাছ/মাছের পোনা অবমুক্তি ও জনসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ; | মাছের মজুদ সংরক্ষণের জন্য ৪২ হেক্টর জলাভূমিতে ৪২টি মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন করা হয়েছে। জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং দেশীয় মাছের প্রজাতির জন্য অনুকূল ব্রিডিং সুবিধা তৈরি করা হয়। এসব সুবিধা প্রদানের ফলে প্রকল্প এলাকায় দৈনন্দিন মাছ উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। |
| ৩) পুনঃখনন ও ছোট ছোট অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে নির্বাচিত জলাশয়ের আবাসস্থল উন্নয়ন; | ১৪টি নির্বাচিত বাঁওড়ের ৮৪৮.৬৮ কিউবিক মিটার পুন:খনন, মৎস্য আবাসভূমি সংরক্ষণ, বাঁওড় ও সংযুক্ত নদী এলাকায় ৪২টি মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন করা হয়। |
| ৪) প্রকল্প এলাকায় দরিদ্র ও ভূমিহীনদের মাছ ও মাছচাষ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করণের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা; | ১টি মৎস্য পোনা বিক্রয় কেন্দ্র, ৪টি মৎস্য আহরণোত্তর পরিচর্যা কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়। যা দরিদ্র ও ভূমিহীনদের আত্মকর্মসংস্থান ও উপার্জন বৃদ্ধির নিশ্চয়তা প্রদান করেছে। |
| ৫) প্রকল্প এলাকার মৎস্যজীবী ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয় নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ। | ১০৫০০ জন মৎস্যজিবি, মৎস্য খামারী, সেবা প্রদানকারীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের ফলে ব্যবস্থাপনা ও মাছ সংরক্ষণ উন্নয়নে তাদের দক্ষতা ও জ্ঞান বৃদ্ধি পায়। |

## ১৬.০ প্রকল্পটি সম্পর্কে আইএমইডি'র পর্যবেক্ষণঃ

১৬.১ বৃহত্তর যশোরের ৪টি জেলার ২১টি উপজেলায় এ প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়। উক্ত উপজেলাগুলোতে মৎস্য সম্পদের সম্প্রসারণ, মৎচাষিদের প্রশিক্ষণ, পোনা বিতরণ, কার্প জাতীয় মাছের প্রদর্শনী, প্রযুক্তি হস্তান্তর, অব্যবহৃত পুকুর, অভয়াশ্রম, বাঁওড় খনন করে মাছচাষ উপযোগী করা, অভয়াশ্রমে বিলুপ্ত মাছের চাষ বৃদ্ধি ও গরীব জনগণের কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করাই প্রকল্পের কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য। তাই ৪টি জেলার সকল উপজেলায় বাঁওড় সংস্কার করে মাছ চাষ, একটি পোনা বিক্রয় কেন্দ্র নির্মাণ, ৪টি মৎস্য আহরণোত্তর পরিচর্যা কেন্দ্র নির্মাণ, খনন, মৎস্যচাষিদের প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শনী খামারের জন্য বিভিন্ন উপকরণ বিতরণ করা হয়। ফলে প্রতি বছর প্রায় ২৯৪.০০ মে.টন অতিরিক্ত মাছ উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে।

১৬.২ প্রকল্পের নির্মিত একটি মৎস্য পোনা বিক্রয় কেন্দ্র স্থানীয় জেলা মৎস্য দপ্তরের অধীনে হস্তান্তর করা হয়। কিন্তু কেন্দ্রটি পরিচালনার জন্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় থেকে পরিচালনা নির্দেশিকা অনুমোদনে বিলম্ব হওয়ায় পোনা বিক্রয় কেন্দ্রটি এখনো চালু করা হয়নি। ফলে সুবিধাভোগীগণ প্রকল্পের সুফল পেতে বিলম্ব হচ্ছে।

১৬.৩ প্রকল্পের আওতায় সংগ্রহকৃত কম্পিউটার, ফটোকপিয়ার, হ্যাচারি যন্ত্রপাতি, অফিস যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্রের গায়ে প্রকল্পের নামকরণ করা নেই। ফলে এ প্রকল্পের সংগৃহীত মালামাল/উপকরণের সাথে অন্য প্রকল্প বা রাজস্ব খাতে ক্রয়কৃত মালামালের কোন পার্থক্য করা সম্ভব হচ্ছে না।

১৬.৪ প্রকল্পের অডিট সম্পন্নের জন্য প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর হতে কয়েকবার পত্র প্রেরণ করা হয়। কিন্তু প্রকল্পের শুরু হতে শেষ পর্যন্ত মাত্র একবার এক অর্থবছরের (২০১৮-২০১৯) অডিট সম্পন্ন করা হয়। অন্যান্য অর্থ বছরের অডিট সম্পন্ন করা হয়নি। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের অডিটে মাটি ভরাট, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ক্রয়, বাঁওড় পুন:খননে অতিরিক্ত বিল পরিশোধ, বাঁওড়/জলাশয়ে পোনা মাছ অবমুক্তির স্বপক্ষে স্থানীয় প্রতিনিধির প্রত্যয়ন না থাকার মোট ২১.৬৮ লক্ষ টাকার অনিয়ম তোলা হয়। যা দ্রুত নিষ্পত্তি করা প্রয়োজন।

## ১৭.০ সুপারিশ/দিক-নির্দেশনাঃ

১৭.১ প্রকল্পের নির্মিত একটি মৎস্য পোনা বিক্রয় কেন্দ্র চালুকরণের জন্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক দ্রুত পরিচালনা নির্দেশিকা অনুমোদনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করবে;

১৭.২ সরকারের অর্থে ক্রয়কৃত মালামাল সহজে সনাক্তকরণের লক্ষ্যে এ প্রকল্পের সংগৃহীত মালামালের গায়ে অমোচনীয় কালি দিয়ে প্রকল্পের নামকরণ করতে হবে;

১৭.৩ প্রকল্পের অবশিষ্ট অডিট দ্রুত সম্পন্নের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং অডিট আপত্তিগুলো নিষ্পন্ন করে তার প্রতিবেদন সার-সংক্ষেপ আকারে (প্রয়োজনে ছায়ালিপি) আইএমইডি'তে প্রেরণ করতে হবে;

১৭.৪ নির্মিত স্থাপনাগুলোর যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মৎস্যচাষি/ সুবিধাভোগীগণ প্রকল্পের প্রযুক্তি যথাযথ ব্যবহার করছে কিনা এ বিষয়ে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের মৎস্য দপ্তর পর্যবেক্ষণ করবে;

১৭.৫ প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত আসবাবপত্র, অফিস যন্ত্রপাতি রাজস্ব খাত হতে রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রযুক্তি/প্রদর্শনী ও স্থাপনাগুলো টেকসই করার নিমিত্ত মৎস্য অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

১৭.৬ উপরোল্লিখিত সুপারিশের আলোকে গৃহিত পদক্ষেপ প্রতিবেদন প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে এ বিভাগকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

# দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন (২য় সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

**(সমাপ্তঃ জুন, ২০২০)**

**১.০ প্রকল্পের নাম** : দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন (২য় সংশোধিত)

**২.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ** : মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

**৩.০ বাস্তবায়নকারী সংস্থা** : প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।

**৪.০ প্রকল্প এলাকা** : বাগেরহাট, খুলনা, সাতক্ষীরা, যশোর, মাগুরা, নড়াইল, ঝিনাইদহ, চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর জেলা।

**৫.০ প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ**

(লক্ষ টাকায়)

| প্রাক্কলিত ব্যয় | | প্রকৃত ব্যয় | পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল | | প্রকৃত বাস্তবায়নকাল | অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %) | অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| মূল | সর্বশেষ সংশোধিত | | মূল | সর্বশেষ সংশোধিত | | | |
| ৫৫৪৮.২৪ | ৭৯৭০.০০ | ৭৯৩৮.৮১ | এপ্রিল ২০১৫ হতে জুন ২০১৮ | এপ্রিল ২০১৫ হতে জুন, ২০২০ | এপ্রিল ২০১৫ হতে জুন, ২০২০ | (+) ২৩৯০.৫৭ (৪৩.০৮%) | + ২ বছর (৬১.৫৪%) |

■ বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত।

৬.০ **প্রকল্পের পটভূমি ও উদ্দেশ্যঃ**

৬.১ **পটভূমিঃ** কৃষি খাতের উন্নয়নে ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে প্রাণিসম্পদ উপখাতের বিশেষ অবদানের জন্য জাতীয় অর্থনীতিতে এর গুরুত্ব ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। শস্য মাড়াই, পরিবহণ, তৈল উৎপাদন, জৈব সার, জ্বালানী, নগদ অর্থ আয় এবং প্রাণিজ আমিষ তথা দুধ, মাংস ও ডিমের জন্যই মূলত: গ্রাম বাংলায় গবাদি প্রাণি পালন করা হয়ে থাকে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সনাতনী পদ্ধতিতে গবাদি প্রাণি লালন-পালন করা হয় বিধায় এর উৎপাদন সন্তোষজনক নয়। পাশাপাশি দেশের অধিকাংশ আবাদযোগ্য জমি মানুষের খাদ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত হওয়ায় গবাদি প্রাণির খাদ্য উৎপাদনও চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল। ফলে গবাদি প্রাণির পুষ্টিহীনতা, রোগের প্রাদুর্ভাব এবং খামারি ও সেবা প্রদানকারী সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয়হীনতা এ উপখাতের টেকসই উন্নয়ন ও অধিক উৎপাদনের পথে অন্যতম অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। পাশাপাশি মানসম্মত গো-খাদ্যের অভাব, গবাদি পশু-পাখির নিম্নমুখী উৎপাদনশীলতা, খামারিদের অপর্যাপ্ত কারিগরি জ্ঞান, উন্নত প্রজনন কৌশলের অভাব, উন্নত কৃত্রিম প্রজনন সুবিধা, প্রাণিস্বাস্থ্য ও কারিগরি সেবার অপ্রতুলতা, দুধাল গাভি, মহিষ, ছাগল এবং ভেড়ার সু-সংগঠিত খামারের অভাব, আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে কৃষি ঋণ প্রাপ্তিতে জটিলতা ইত্যাদি কারণে প্রাণিসম্পদের আশানুরূপ উন্নয়ন অর্জিত হচ্ছে না। এ সকল প্রতিকূলতার মাঝেও এদেশের গ্রামীণ জনপদে পারিবারিক পর্যায়ে আবহমানকাল থেকে ক্ষুদ্র পরিসরে গবাদি প্রাণি ও হাঁস-মুরগি লালন-পালন হয়ে আসছে যা কেবলমাত্র দরিদ্র গ্রামীণ পরিবারসমূহের প্রাণিজ পুষ্টির অন্যতম উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। অথচ যথাযথ সুযোগ-সুবিধা, দিক নির্দেশনা, জ্ঞান ও আর্থিক সহায়তা প্রাপ্তি নিশ্চিত করা সম্ভব হলে এ সকল খামারসমূহকে এক একটি অর্থনৈতিক ইউনিটে রূপান্তর করা সম্ভব। বিদ্যমান প্রাণিজ আমিষের ঘাটতি, বিভিন্ন রোগের প্রাদুর্ভাব, খামারিদের সচেতনতা ও উন্নত প্রযুক্তি বিষয়ক জ্ঞানের অভাব ইত্যাদি অবস্থার প্রেক্ষিতে খুলনা অঞ্চলের ব্যাপক দরিদ্র জনগোষ্ঠিকে উন্নত পদ্ধতিতে গবাদি পশু-পাখি পালনের মাধ্যমে প্রাণিজ আমিষের উৎপাদন বৃদ্ধি, আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দরিদ্রতা নিরসণের লক্ষ্যে সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে এ প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৬.২ **উদ্দেশ্যঃ**

- বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে গবাদিপশু ও পোল্ট্রির উৎপাদন বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা;
- গৃহস্থ পর্যায়ে খাদ্য ও পুষ্টির নিরাপত্তা ব্যবস্থার উৎকর্ষ সাধন;
- গবাদি পশু পালন, হাঁস-মুরগি পালন, দুগ্ধ প্রক্রিয়াকরণ, গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধ্যমে দরিদ্রতা হ্রাসকরণ;
- পশুস্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন;
- দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ কার্যক্রম জোরদারকরণ।

৭.০ **প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ**

- সুফলভোগী ও কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ
- যন্ত্রপাতি ও ল্যাব সামগ্রী
- রাসায়নিক দ্রব্যাদি
- টিকা ও ঔষধ
- বিদ্যমান জেলা ও উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর মেরামত ও সংস্কার
- খুলনায় বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ দপ্তর নির্মাণ
- যানবাহন ক্রয় (জিপ-২টি, মোটর সাইকেল- ৩০টি)
- আসবাবপত্র ক্রয়
- ভূমি উন্নয়ন

**৮.০ প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) এর ভিত্তিতে):**

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রঃ নং | অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ | একক | আরডিপিপি'র লক্ষ্যমাত্রা | | প্রকৃত ব্যয় | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | বাস্তব | আর্থিক | বাস্তব | আর্থিক |
| | **(ক) রাজস্ব ব্যয়ঃ** | | | | | |
| ১ | কর্মকর্তাদের বেতন | জন | ১ | ১৬.৬২ | ১ | ১৬.৫৯ |
| ২ | কর্মচারিদের বেতন | জন | ৬ | ২৪.৬৩ | ৬ | ২৪.৬৩ |
| ৩ | ভাতাদি | জন | ৭ | ৩২.৭৯ | ৭ | ৩২.৭৮ |
| ৪ | টিএ/ডিএ (ফিক্সড) | থোক | - | ০.৩৩ | - | ০.৩৩ |
| ৫ | ভ্রমণ ব্যয়/ভাতা | থোক | - | ৯২.০০ | - | ৯২.০০ |
| ৬ | টেলিফোন বিল | থোক | - | ১.৩৭ | - | ০.৯০ |
| ৭ | গাড়ির ফিটনেস | থোক | ২ | ০.৫০ | ২ | ০.২৯ |
| ৮ | রেজিষ্ট্রেশন ফি | থোক | ৩২ | ৫.৬৪ | ৩২ | ৫.৬৪ |
| ৯ | গাড়ির জ্বালানী ও লুব্রিকেন্ট | থোক | - | ৩৩.৫০ | - | ৩৩.৬২ |
| ১০ | মুদ্রণ ও প্রকাশনা | থোক | - | ২০.০০ | - | ১৯.৩৪ |
| ১১ | সম্প্রসারণ কার্যক্রমের প্রামাণ্য চিত্র তৈরি | থোক | - | ৫.০০ | - | ৪.৯০ |
| ১২ | টেন্ডার ডকুমেন্ট প্রস্তুতকরণ ও বিজ্ঞপ্তি প্রদান | থোক | - | ১৬.০০ | - | ১৩.৬৩ |
| ১৩ | সুফলভোগী ও কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ ও বৈদেশিক সফর | থোক | - | ৪০৪.৪৯ | - | ৪০২.৬২ |
| ১৪ | ওয়ার্কশপ/সেমিনার | থোক | - | ১৯.০০ | - | ১২.০০ |
| ১৫ | অনিয়মিত শ্রমিক | থোক | - | ৩.৫০ | - | ৩.৪৬ |
| ১৬ | যন্ত্রপাতি ও ল্যাব সামগ্রী | থোক | - | ১৪৭৪.৪৮ | - | ১৪৭৪.৪৩ |
| ১৭ | রাসায়নিক দ্রব্যাদি | থোক | - | ২২১.৮২ | - | ২২১.৮২ |
| ১৮ | লাইভস্টক ইনপুটস/টিকা ও ঔষধ | থোক | - | ১২৩৪.৩১ | - | ১২৩৪.৩১ |
| ১৯ | প্রকল্পের মধ্যবর্তী মূল্যায়ন ও তদারকি, সম্মানী ভাতা | থোক | - | ২৫.৩০ | - | ২৩.৮৯ |
| ২০ | প্রশিক্ষণ মডিউল প্রস্তুতকরণ | থোক | - | ৪.৯০ | - | ৪.৯০ |
| ২১ | বেইজ লাইন সার্ভে | থোক | - | ১৩.২০ | - | ১৩.২০ |
| ২২ | অন্যান্য আনুষঙ্গিক | থোক | - | ৩১.৬২ | - | ৩১.৬১ |
| ২৩ | প্রকল্প গাড়ি মেরামত | থোক | - | ১১.০০ | - | ১২.৪২ |
| ২৪ | বিদ্যমান স্থাপনার মেরামত ও সংরক্ষণ | থোক | - | ৬০১.৬৪ | - | ৫৮৭.০৬ |
| | **উপ-মোট (রাজস্ব ব্যয়):** | | | **৪২৯৩.৬৪** | | **৪২৬৬.৩৬** |
| | **(খ) মূলধন ব্যয়ঃ** | | | | | |
| ২৫ | জিপ গাড়ি | সংখ্যা | ২ | ১৩৯.৬০ | ২ | ১৩৯.৩০ |
| ২৬ | মোটর সাইকেল | সংখ্যা | ৩০ | ৪৮.০০ | ৩০ | ৪৭.৭০ |
| ২৭ | লাইভস্টক কীট বক্স | সংখ্যা | ৭০০ | ২০.৭৮ | ৭০০ | ২০.৭৭ |
| ২৮ | কম্পিউটার (২টি ল্যাপটপ ও ২টি ডেস্কটপ) | সংখ্যা | ১৪ | ১১.২০ | ১৪ | ৯.৫৯ |
| ২৯ | মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর | সংখ্যা | ১ | ১.০০ | ১ | ০.৯৯ |
| ৩০ | আসবাবপত্র | সংখ্যা | ১৩৮৬ | ১১৫.৫৭ | ১৩৮৬ | ১১৪.৬৩ |
| ৩১ | টেলিফোন সেট | সংখ্যা | ১ | ০.১৬ | ১ | ০ |
| ৩২ | স্ক্যানার | সংখ্যা | ২ | ০.১৪ | ২ | ০.১৪ |

| ক্রঃ নং | অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ | একক | আরডিপিপি'র লক্ষ্যমাত্রা | | প্রকৃত ব্যয় | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | বাস্তব | আর্থিক | বাস্তব | আর্থিক |
| ৩৩ | ফটোকপিয়ার মেশিন | সংখ্যা | ৪ | ৬.৫০ | ৪ | ৬.৪৮ |
| ৩৪ | ক) ১ম সংশোধিত ডিপিপি'র নির্মাণ কাজ<br>খ) বিভাগীয় কনফারেন্স হল কাম ডিডি অফিসের নতুন ৬ তলা ভিত বিশিষ্ট ৬ তলা ভবন<br>গ) খুলনা ডিডি অফিস ক্যাম্পাসের লিফট, এ/সি, ট্রান্সফরমার, বহি:বিদ্যুতায়ন, কনফারেন্স সিস্টেম, লাইটিং ইত্যাদি | ব:মি: | ১৯৫১.৬৮ | ৩৩৩৩.৪১ | ১৯৫১.৬৮ | ৩৩৩২.৮৫ |
| | **উপ-মোট (মূলধন ব্যয়):** | | - | **৩৬৭৬.৩৬** | - | **৩৬৭২.৪৫** |
| | **সর্বমোট (ক+খ):** | | | **৭৯৭০.০০** | **৯৯.৬১%** | **৭৯৩৮.৮১** |

**৯.০** **কাজ অসমাপ্ত থাকিলে উহার কারণঃ** বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী সকল অংগের কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

**১০.০** **প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধনঃ**

আলোচ্য প্রকল্পটি ৫৫৪৮.২৪ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) প্রাক্কলিত ব্যয়ে এপ্রিল ২০১৫ হতে জুন ২০১৮ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ১৯/০৫/২০১৫ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

- **১ম সংশোধন:** ১ম সংশোধিত প্রকল্পটি ৬৩৭৯.৪৫ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এপ্রিল ২০১৫ হতে জুন ২০১৯ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ২২/০৫/২০১৮ তারিখে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়।
- **২য় সংশোধন:** ২য় সংশোধিত প্রকল্পটি ৭৯৭০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এপ্রিল ২০১৫ হতে ডিসেম্বর ২০১৯ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ২৬/০৬/২০১৯ তারিখে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়।
- **ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি:** প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ এপ্রিল ২০১৫ হতে জুন, ২০২০ পর্যন্ত ৬ মাস বৃদ্ধি করে ০৯/১২/২০১৯ তারিখে অনুমোদন কর হয়।
- **আন্তঃঅঙ্গ সমন্বয়:** প্রকল্পের কতিপয় খাতের ব্যয় সামঞ্জস্য করে আন্তঃঅঙ্গ সমন্বয় করে ১৪/০৬/২০২০ তারিখে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদন করা হয়।

**১১.০** **বছর ভিত্তিক এডিপি/সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ঃ**

(লক্ষ টাকায়)

| আর্থিক বছর | এডিপি/সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ | | | অবমুক্তি (টাকা) | ব্যয় | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | মোট | টাকা | প্রঃসাঃ | | মোট | টাকা | প্রঃসাঃ |
| ২০১৫-২০১৬ | ৭০০.০০ | ৭০০.০০ | - | ৭০০.০০ | ৫৫৫.৬০ | ৫৫৫.৬০ | - |
| ২০১৬-২০১৭ | ১৫০০.০০ | ১৫০০.০০ | - | ১৫০০.০০ | ১৪৮৯.৪০ | ১৪৮৯.৪০ | - |
| ২০১৭-২০১৮ | ১৯৫০.০০ | ১৯৫০.০০ | - | ১৯৫০.০০ | ১৯১০.৫৫ | ১৯১০.৫৫ | - |
| ২০১৮-২০১৯ | ২১৩০.০০ | ২১৩০.০০ | - | ২১৩০.০০ | ২০৯৪.৬১ | ২০৯৪.৬১ | - |
| ২০১৯-২০২০ | ১৯১৯.০০ | ১৯১৯.০০ | - | ১৯১৯.০০ | ১৮৮৮.৬৫ | ১৮৮৮.৬৫ | - |
| | | | | **মোটঃ** | **৭৯৩৮.৮১** | **৭৯৩৮.৮১** | - |

**১২.০** **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ**

| নং | প্রকল্প পরিচালকের নাম | যোগদানের তারিখ | দায়িত্বের শেষ তারিখ |
|---|---|---|---|
| ০১ | ডা: দিলিপ কুমার ঘোষ<br>প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব) | ০১/০৪/২০১৫ | ৩০/০৬/২০২০ |

**১৩.০** **প্রকল্পের প্রধান প্রধান অংগের বিশ্লেষণ:**

১৩.১ **প্রশিক্ষণ:** প্রকল্পের আওতায় ৯৪৯৫ জন সুফলভোগী ও কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণকে প্রশিক্ষণ প্রদান বাবদ ৩০৮.৪৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। এছাড়া ৩৭ জন কর্মকর্তাকে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ বাবদ ৯৬.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.২ **যন্ত্রপাতি ও ল্যাব সামগ্রী:** খুলনা বিভাগের সকল উপজেলায় এবং ভেটেরিনারি হাসপাতালে গবাদিপশুপাখীর রোগ ব্যাধি সনাক্তকরণ ও চিকিৎসার্থে ও যন্ত্রপাতি ক্রয় বাবদ ১৪৭৪.৪৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.৩ **রাসায়নিক দ্রব্যাদি:** খুলনা বিভাগের সকল উপজেলায় এবং ভেটেরিনারি হাসপাতালে গবাদিপশুপাখীর রোগ ব্যাধি সনাক্তকরণ ও চিকিৎসার্থে ল্যাবরেটরিতে রাসায়নিক দ্রব্যাদি ক্রয় বাবদ ২২১.৮২ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.৪ **টিকা ও ঔষধ:** প্রকল্প এলাকার খামারিদের পালিত গবাদি পশুর রোগ-বালাই প্রতিরোধের জন্য টিকা ও চিকিৎসার্থে ঔষধ ক্রয় বাবদ ১২৩৪.৩১ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.৫ **মেরামত ও সংরক্ষণ:** খুলনা বিভাগের জেলা/উপজেলা প্রাণিসম্পদ কার্যালয়ের সীমানা প্রাচীর, গেইট, অভ্যন্তরীণ রাস্তা ও পুরাতন ভবনের এবং পোল্ট্রি /ডাক ফার্মের শেড মেরামত ও সংরক্ষণ বাবদ ৫৮৮.৬০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.৬ **যানবাহন ক্রয়ঃ** প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য ২টি জিপ গাড়ি ও প্রকল্প এলাকার উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ও ভেটেরিনারি সার্জনদের মাঠ পর্যায়ে সেবা প্রদানের জন্য ৩০টি মোটরসাইকেল ক্রয় বাবদ ১৮৭.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.৭ **লাইভস্টক কিট বক্স:** প্রকল্প এলাকায় প্রত্যন্ত অঞ্চলে খামারিদের গবাদি পশুর রোগ-বালাই প্রতিরোধের জন্য কিট বক্স ক্রয় বাবদ ২০.৭৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.৮ **আসবাবপত্র:** খুলনা বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ কার্যালয়ে দাপ্তরিক কাজে ব্যবহারের জন্য আসবাবপত্র ক্রয় বাবদ ১১৪.৬৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.৭ **নির্মাণ:** ৬ তলা বিশিষ্ট খুলনা বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ কার্যালয় নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক ব্যয় বাবদ ১১৩১.৬৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। ০৯টি জেলায় নতুন প্রাণিসম্পদ ভবন/ডরমিটরি/শেড/বাউন্ডারি ওয়াল/রাস্তা/গেইট নির্মাণ বাবদ ২২০১.১৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

## ১৪.০ প্রকল্প পরিদর্শনঃ

আইএমইডি'র প্রতিনিধি কর্তৃক গত ১৯/০২/২০২১ তারিখে খুলনা ও বাগেরহাট জেলায় প্রকল্প কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্য নিম্নে তুলে ধরা হলঃ

১৪.১ প্রকল্পের আওতায় ৬ তলা বিশিষ্ট (প্রতি তলায় ৩৫০০ বর্গফুট আয়তন) খুলনা বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ অফিস ভবন নির্মাণ করা হয়। ভবনের নির্মাণ ছাড়াও ট্রান্সফরমার, জেনারেটর স্থাপন, বহি:বিদ্যুতায়ন, লিফট, এয়ারকুলার, ১৮০ আসন বিশিষ্ট কনফারেন্স কক্ষে এ্যাকুইস্টিকসহ কনফারেন্স সিস্টেম ও ডাইনিং, বাউন্ডারি ওয়াল ও গার্ড রুম নির্মাণ, মূল ফটক নির্মাণ, পুরো ক্যাম্পাস লাইটিং করা হয়। ভবনের সামনে ও পেছনে অভ্যন্তরীণ রাস্তা আরসিসি, ভবনের নিচ তলায় গাড়ি পার্কিং, ২য় তলায় পাবলিক হেলথ সেকশন, এপিডেমিওলজি সেকশন, স্টোর রুম ও কুলিং রুম, ৩য় তলায় বিভাগীয় পরিচালক ও ও সহকারি পরিচালকের কার্যালয়, ৪র্থ তলায় প্রশাসন, আইটি শাখা ও হিসাব শাখা, ৫ম তলায় ০৭টি গেষ্টহাউজ ৬ষ্ঠ তলায় কনফারেন্স হল/ অডিটরিয়াম নির্মাণ করা হয়।

১৪.২ প্রকল্প এলাকায় ১০টি উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরের মেরামত ও সংস্কার, অভ্যন্তরীণ রাস্তা, ড্রেন, সীমানা প্রাচীর নির্মাণ ও উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ, মূল গেইট ও গার্ড রুম নির্মাণ, ৭টি সরকারি হাঁস ও মুরগি খামারে বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার স্থাপন, বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ করা হয়। ০৪ টি সরকারি হাঁস খামার ও সরকারি মুরগি খামারে ডিম থেকে বাচ্চা ফোটানোর জন্য ০৯টি ইনকিউবেটর, ৫১টি এসি ও ৪টি হাইপ্রেসার ওয়াটার ক্লিনার ও ০২ টি জেনারেটর সরবরাহ করা হয়। ২টি হ্যাচারি ভবন নির্মাণ, ০৪ টি সরকারি মুরগি খামারে গভীর নলকূপ স্থাপন, ওভারহেড ট্যাংক ও পানি সরবরাহ লাইন স্থাপন করা হয়। ৩টি সরকারি মুরগি খামারে অফিস ভবন, পোল্ট্রি সেড ও সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করা হয়।

১৪.৩ ২ তলা বিশিষ্ট ৩টি জেলা কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্রের (প্রতিটি ১০০০ ব.মি. করে) কর্মকর্তাদের আবাসিক ভবন নির্মাণ, ৩ তলা বিশিষ্ট ৩টি জেলা কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্রের (প্রতিটি ১৩২০ ব.মি. করে) ল্যাবরেটরি, অফিস ও প্রশিক্ষণ হল নির্মাণ করা হয়। ৩টি জেলা প্রাণিসম্পদ কার্যালয়ের ২ তলা বিশিষ্ট প্রশিক্ষণ হল, গ্যারেজ ও স্টোর রুম (১৬০০ ব.মি.) নির্মাণ করা হয়। ২টি জেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরে ২ তলা বিশিষ্ট (৭০০ ব.মি.) গ্যারেজ কাম ডরমিটরি নির্মাণ করা হয়। ৫টি উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ১টি সরকারি মুরগি খামারের বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ করা হয়।

১৪.৪ প্রকল্পের ক্রয়কৃত ২টি জিপ গাড়ি ও ৩০টি মোটর সাইকেল প্রকল্প সমাপ্তির পর প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক মহাপরিচালক প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর বরাবর হস্তান্তর করা হয়। বর্তমানে ১টি জিপ গাড়ি খুলনা বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ দপ্তরের পরিচালক ব্যবহার করছেন এবং ১টি জিপ গাড়ি প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন) ব্যবহার করছেন। ৩০টি মোটর সাইকেল খুলনা বিভাগের ৩০টি উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরে ব্যবহার করা হচ্ছে মর্মে প্রকল্প পরিচালক ও জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা জানান।

১৪.৫ খুলনা বিভাগের জেলা ও উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর, সরকারি হাঁস খামার, সরকারি পোল্ট্রি খামার, কৃত্রিম প্রজনন কার্যালয়ে কম্পিউটার, আসবাবপত্র, চেয়ার, টেবিল, সোফাসেট, ল্যাব যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়। ৬০টি উপজেলার প্রতিটিতে ১টি করে রেফ্রিজারেটর, ডিস্ট্রিল্ড ওয়াটার প্লান্ট, অনুবীক্ষণ যন্ত্র, ডিজিটাল ব্যালেন্স, সেন্ট্রিফিউজ মেশিন, হিমাটোমিটার সরবরাহ করা হয়।

১৪.৬ প্রকল্প এলাকার ৬০টি উপজেলায় গবাদি প্রাণির জন্য ভ্যাকসিন, ২১৮৭০টি কৃমিনাশক ঔষধ, পশুপালন, গাভি, ছাগল/ভেড়া, হাঁস-মুরগি, দুধ সংগ্রহ ও সরবরাহ কন্টেইনার, উন্নতমানের ঘাস উৎপাদন, খামার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ক্যাম্পেইন ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। উপকারভোগী/খামারিদের লাইভস্টক ইনপুটস/টিকা ও ঔষধ এর আওতায় ১৭৫টি বায়োগ্যাস প্লান্ট, হরমোন ইনজেকশন, এন্টিবায়োটিক ইনজেকশন, কৃমিনাশক ঔষধ, ১০৫৬০টি ভিটামিন ও মিনারেল (ফিড প্রিমিক্স), ৭০০টি লাইভস্টক কিট বক্স সরবরাহ করা হয়।

## ১৫.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ

| পরিকল্পিত উদ্দেশ্য | অর্জন |
|---|---|
| ১) বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে গবাদিপশু ও পোল্ট্রির উৎপাদন বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা; | প্রকল্পের মাধ্যমে ৯০১৯ জন কৃষক/খামারি প্রশিক্ষণ, ২৭২টি কৃশিনাশক রোগ ও প্রাণি খাদ্য বিষয়ে প্রচারণা, খামারিদের ভিটামিন ও মিনারেল প্রিমিক্স বিতরণের মাধ্যমে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে গবাদিপশু ও পোল্ট্রি উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে যা পরিদর্শনকালে অংশীজনদের সাথে মতবিনিময় থেকে প্রতীয়মান হয়; |
| ২) গৃহস্থ পর্যায়ে খাদ্য ও পুষ্টির নিরাপত্তা ব্যবস্থার উৎকর্ষ সাধন; | প্রকল্প এলাকায় দুধ, মাংস ও ডিমের উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় কৃষকদের খাদ্য সুরক্ষা ও পুষ্টির উন্নতি ঘটেছে; |
| ৩) গবাদি পশু পালন, হাঁস-মুরগি পালন, দুগ্ধ প্রক্রিয়াকরণ, গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধ্যমে দারিদ্রতা হ্রাসকরণ; | গবাদি পশু পালন, হাঁস-মুরগি পালনের জন্য প্রকল্পের মাধ্যমে খামারি/কৃষকদের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। দুগ্ধ প্রক্রিয়াকরণের জন্য ৬০টি মেশিন, দুধের পাত্র সরবরাহ, গরু হৃষ্টপুষ্টকরণের প্রচারণা ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগি পালন বৃদ্ধি পাওয়ায় খামারিদের মাসিক আয়ও বৃদ্ধি পেয়েছে মর্মে পরিদর্শনকালে অংশীজনদের সাথে আলাপকালে জানা যায়। |
| ৪) পশুস্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন; | গবাদি পশুর ১৫২টি ভ্যাকসিন ও ২৭২টি কৃমিনাশক ঔষধ সরবরাহ বিষয়ে প্রচারণা চালানো হয়েছে। গবাদি পশুর খাবার, ভিটামিন ও মিনারেল সরবরাহের ফলে পশুস্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার উন্নতি হয়েছে; |
| ৫) দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ কার্যক্রম জোরদারকরণ। | লাইভস্টক সম্প্রসারণ কর্মীর মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় বিভিন্ন প্রকার প্রদর্শনী প্যাকেজ বাস্তবায়ন, ৪৩৪৬ জন খামারি প্রশিক্ষণ, ৯০১৯ টি সম্প্রসারণ কাজ সম্পন্ন করার ফলে প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ জোরদার করা হবে। |

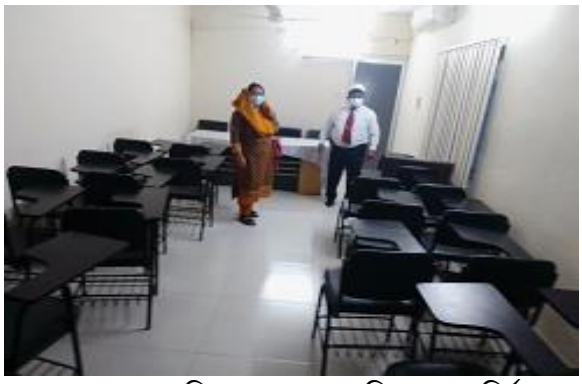
**১৬.০ প্রকল্প পরিদর্শন সংক্রান্ত স্থিরচিত্র:**




প্রকল্পের আওতায় নির্মিত খুলনা বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ দপ্তর



খুলনা বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ দপ্তরের কনফারেন্স হল



খুলনা জেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরের প্রশিক্ষণ কক্ষ নির্মাণ



খুলনা জেলা কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ কক্ষ নির্মাণ





প্রকল্প থেকে প্রদত্ত পালপাড়ায় কনিকা পালের বাড়িতে বায়োগ্যাস প্লান্ট ও উৎপাদিত গ্যাস দিয়ে রান্না করা হচ্ছে

**১৭.০ <u>প্রকল্পটি সম্পর্কে আইএমইডি'র পর্যবেক্ষণঃ</u>**

১৭.১ খুলনা বিভাগীয় পরিচালকের কার্যালয় নির্মাণ, ল্যাবরেটরি স্থাপন, প্রতিটি জেলায় কৃত্রিম প্রজনন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ, জেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরের পুরাতন ভবনের মেরামত ও সংস্কার করা হয়েছে। ফলে খুলনা বিভাগের ১০টি জেলার ৬০টি উপজেলায় প্রাণিসম্পদ দপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে। নির্মাণ কাজ বাহ্যিকভাবে ভাল মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে।

১৭.২ খুলনা বিভাগীয় পরিচালকের কার্যালয় নির্মাণ, আসবাবপত্র ও সরঞ্জামাদি সরবরাহ করা হয়েছে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর হতে কিছু কর্মকর্তার পদায়ন করা হয়েছে। কিন্তু কাঠামো অনুযায়ী রাজস্ব খাতে সকল জনবল নিয়োগ না হওয়ায় কার্যালয়টি পুরোপুরি চালু করা সম্ভব হয়নি।

১৭.৩ প্রকল্পের ক্রয়কৃত ২টি জিপ গাড়ি প্রকল্প ও প্রকল্প এলাকার উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ও ভেটেরিনারী সার্জনদের মাঠ পর্যায়ে সেবা প্রদানের জন্য ৩০টি মোটরসাইকেল ক্রয় সরবরাহ করা হয়। ২টি জিপ গাড়ি সরকারি পরিবহন পুলে জমা না দিয়ে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ব্যবহার করছে।

১৭.৪ খুলনা বিভাগীয় পরিচালকের কার্যালয় ভবনের কিছু স্থানে নেটওয়ার্ক ক্যাবল ঝুলে থাকতে দেখা যায়। এতে ভবনের সৌন্দর্য নষ্ট হচ্ছে। ক্যাবলগুলো নিরাপদভাবে প্রতিস্থাপন করা প্রয়োজন।

## ১৮.০ সুপারিশ/দিক-নির্দেশনাঃ

১৮.১ প্রকল্পের সরবরাহকৃত ইনকিউবেটর, লাইভস্টক কিট বক্স, ল্যাব যন্ত্রপাতিগুলো সঠিক ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য খুলনা বিভাগের জেলা ও উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

১৮.২ খুলনা বিভাগের গবাদি পশু, হাঁস-মুরগি পালন বৃদ্ধির মাধ্যমে দুধ, ডিম ও মাংস উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের রাজস্ব বাজেট হতে এ ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখা নিশ্চিত করতে হবে;

১৮.৩ প্রকল্পের সংগৃহীত ২টি জিপ গাড়ি প্রকল্প সমাপ্তির পর প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে হস্তান্তর করা হয়েছে। জিপ গাড়ি ২টি বর্তমানে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে ব্যবহৃত হচ্ছে মর্মে প্রকল্প পরিচালক জানান। জরুরি ভিত্তিতে গাড়ি ২টি সরকারি পরিবহন পুলে জমার দেয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;

১৮.৪ খুলনা বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ পরিচালকের কার্যালয়ের অভ্যন্তরে ঝুলে থাকা নেটওয়ার্ক ক্যাবলগুলো যথাযথভাবে প্রতিস্থাপন করতে হবে;

১৮.৫ খুলনা বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ পরিচালকের কার্যালয়ে সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী দ্রুত জনবল নিয়োগের বিষয়ে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে;

১৮.৬ প্রকল্পের অডিট আপত্তির বিষয়গুলোর বিবরণ আইএমইডিতে দাখিল করতে হবে এবং ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের অডিট সম্পন্ন করে তার প্রতিবেদন সার-সংক্ষেপ আকারে (প্রয়োজনে ছায়ালিপি) আইএমইডি'তে প্রেরণ করতে হবে;

১৮.৭ উপরোল্লিখিত সুপারিশের আলোকে গৃহিত পদক্ষেপ প্রতিবেদন প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে এ বিভাগকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।